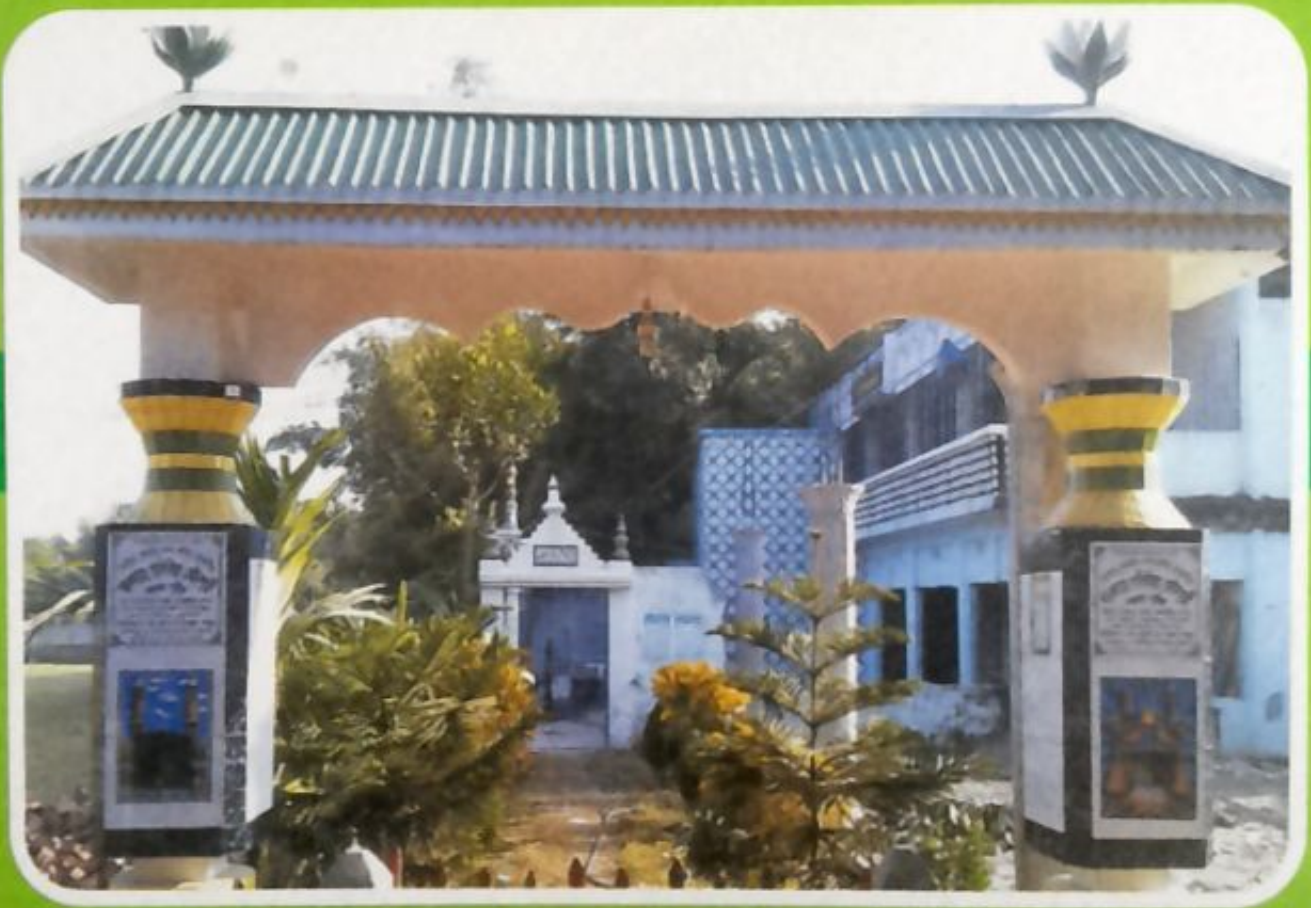


কাজুল গালিব-২

KANJUL GALIB

(জিকিরের তালিম)



সম্পাদনায়

পীরজাদা হযরত মাওলানা সৈয়দ মোঃ ফুজায়েল হিদ্দিকী জৌনপুরী

# কাঞ্চুল গালিব KANJUL GALIB (জিকিরের তালিম)

২য় খণ্ড

জৌনপুর দরবার শরীফের মুর্শিদে কামেল, আমিরে শরিয়ত, ইমামুত তরিকত,  
কুতুবে জামান, হাদিয়ে মিল্লাত, শাহ সুফী হযরত মাওলানা সৈয়দ মোঃ গালিব  
হোসাইন ছিদ্দিকী জৌনপুরী কর্তৃক প্রণীত।

সম্পাদনায়  
পীর জাদা

হযরত মাওলানা সৈয়দ মোঃ ফুজায়েল ছিদ্দিকী জৌনপুরী  
জৌনপুর দরবার শরীফ উত্তর প্রদেশ, ভারত

**প্রকাশক:**

হযরত মাওলানা সৈয়দ মো: ফুজায়েল সিদ্দিকী জৌনপুরী

**প্রথম প্রকাশ:**

২০শে জুলাই, ২০১৫ইং

(প্রকাশন কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত)

হাদিয়া: ৫০.০০ টাকা মাত্র।

**বর্ণবিন্যাস:** বিস্মিল্লাহ কম্পিউটার

৩৪ নর্থব্রুক হল রোড (৩য় তলা) বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

**মুদ্রণে:**

তাবলীগী প্রিন্টিং প্রেস্

মেরাজনগর শ্যামপুর ঢাকা

**প্রকাশক:**

হযরত মাওলানা সৈয়দ মো: ফুজায়েল সিদ্দিকী জৌনপুরী

**প্রথম প্রকাশ:**

২০শে জুলাই, ২০১৫ইং

(প্রকাশন কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত)

হাদিয়া: ৫০.০০ টাকা মাত্র।

**বর্ণবিন্যাস:** বিস্মিল্লাহ কম্পিউটার

৩৪ নর্থব্রুক হল রোড (৩য় তলা) বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

**মুদ্রণে:**

তাবলীগী প্রিন্টিং প্রেস্

মেরাজনগর শ্যামপুর ঢাকা



## সূচীপত্র

নব্বৈ বন্দিয়া ও মোজাদ্দেদীয়া তরিকার লতিকাসমূহের নুরের বর্ণনা.....	৫
জিকিরের তালিম ও নিয়ম বা তরীকা.....	১২
নফি এছবাতের জিকিরের নিয়ম.....	১৩
তরিকা পন্থি ভাই ও মা বোন দের কতগুলি জরুরী আমল.....	১৫
ক্বাদেরিয়া তরিকার নিয়ম প্রণালী.....	১৭
ক্বাদেরিয়া তরিকার ছবক ও নিয়ম পদ্ধতি.....	১৮
ক্বাদেরিয়ার তরিকার লতীফা সমূহের মোরা কাবা.....	১৯
রহমতের ফায়েজ ও নিয়াত.....	২৩
জিকিরের নিয়ম.....	২৪
এক জরুরী জিকিরের নিয়ত.....	২৫
জিকিরের আদব.....	২৬
অজুর ফজিলত.....	২৮
চিশতীয়া তরিকার লতীফার স্থান ও নুরের বর্ণনা ও ছবকাদি.....	৩০
ফজরের দরুদ শরীফ পরিবার নিয়ত.....	৩২
জলি জিকিরের নিয়ম.....	৩৩
সমস্ত লতীফা সমূহের মোরা কাবার পদ্ধতি বা তরিকা.....	৩৪
একজন কাশফ আলার নকল.....	৪০
জিকিরের উপকার (কতগুলি).....	৪৮
জিকিরে জলির প্রমান.....	৫৯
কেয়ামতের দিন মুতিরমিষর কি প্রকৃতির লোকে পাইবে.....	৬০
বেতের নামাজের পর একটি আমল.....	৬৩
সাত তাছাবহ ও তাহার বরকত ও ফজিলত.....	৬৬
সকাল ও সন্ধ্যায় কত গুলি আমল.....	৬৯
ক্বাদেরীয়া তরিকার পীর গণের সাজারায়ৈ তৈয়্যাবা.....	৭৩
নব্বৈ বন্দিয়া ও মোজাদ্দেদীয়া তরিকার সাজারায়ৈ তৈয়্যেবা.....	৭৬
তরীকপন্থী ভাই ও মা-বোনদের কতগুলি নছিহত.....	৮১

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ গালিব হোসেন সিদ্দিকী, জৈনপুরী

গ্রাম : মোল্লাটোলা, পো: জৈনপুর, জেলা : জৈনপুর, উত্তরপ্রদেশ ভারত ।

ফোন : ০০ ৫৪৫২ ২৬ ৫৭৪৬ মোবাইল : ০০৯১৯৪৫০৫৩১১৮ (ভারত)

বাংলাদেশ : ০১৭২৭ ৩০৫০৩২

হযরত মাওলানা সৈয়দ মোঃ ফুজায়েল ছিদ্দিকী জৌনপুরী

জৌনপুর দরবার শরীফ উত্তর প্রদেশ, ভারত

মোবাইল : ভারত : ০০৯৪ ৫৫৬৫২০৫৫

বাংলাদেশ : ০১৯১৪ ২৯২২০৯

প্রাণ্ডিহান

মোহাম্মদ জাহিরুল ইসলাম (শাহজাহান) ডুইয়া

মোবাইল : ০১৭১৬ ৫৩২৯৩২

০১৭১০ ৮৮৪৪০৩

## নকশ বন্দিয়া ও মোজাদ্দেদীয়া তরিকার লতিফাসমূহের নুরের বর্ণনা

### ১. লতীফা কালব :

ইহার স্থান বাম স্তনের দুই আঙ্গুল নিচে ইহার নুরের বর্ণ হলুদ, (সরিষার ফুলের মতন) এবং কোন কোন বুজর্গ ছাহেবানদের মতে (লাল)। উহার ফায়েজ হযরত আদম (আঃ) এর পাক কদম মোবারক হতে আসে।

### ২. লতীফা রুহ :

ইহার স্থান ডান স্তনের দুই আঙ্গুল নিচে, ইহার নুরের বর্ণ (লাল) এবং কোন কোন বুজর্গ ছাহেবানদের মতে (সাদা)। উহার ফায়েজ হযরত নুহ (আঃ) ও হযরত ইব্রাহিম (আঃ) এর পাক কদম মোবারক হতে আসে।

### ৩. লতীফা ছির :

ইহার স্থান বাম স্তনের দুই আঙ্গুল উপরে, ইহার নুরের বর্ণ (সবুজ)। উহার ফায়েজ হযরত মুছা (আঃ) এবং কোন কোন বুজর্গ ছাহেবানদের মতে হযরত ইছা (আঃ) এর পাক কদম মোবারক হতে আসে।

### ৪. লতীফা খফী :

ইহার স্থান ডান স্তনের দুই আঙ্গুল উপরে। ইহার নুরের বর্ণ কালো। (ময়ুর পাখীর মতন) এবং কোন কোন বুজর্গ ছাহেবানদের মতে নীল, উহার ফায়েজ হযরত ইছা (আঃ) এবং কোন কোন বুজর্গ ছাহেবানদের মতে হযরত মুছা (আঃ) এর পাক কদম মোবারক হতে আসে।

### ৫. লতীফা আখফা :

ইহার স্থান বুকের করার স্থানে, ইহার নুরে বর্ণ (সাদা)। কোন কোন বুজর্গ ছাহেবানদের মতে কালো, উহার ফায়েজ হযরত মুহাম্মদ (ছঃ) এর পাক কদম মোবারক হতে আসে।

### ৬. লতীফা নাফছ :

ইহার স্থান কপালের মধ্যস্থানে, অর্থাৎ দুই ভুরুর মধ্যস্থানে, এই লতিফায় খুবই সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে। ইহার কারণ এই নাফছ দুই প্রকার একটা হল—

১. নাফছে আম্মারা, ২. নাফছে মোতমান্না

নাফছ আম্মারার দিগে যে ব্যক্তি ধাবিত হইবে সে ব্যক্তি অনিবার্য ধ্বংস হইবে। আর যে ব্যক্তি নাফছে মোতমা ইন্নার দিকে ধাবিত হবে সেই ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার রেজামন্দি হাছেল করিতে সক্ষম হবে : অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার এরফানের মোকামে বা মোকছুম মঞ্জিলে পৌছিতে পারিবেন ইনশা আল্লাহুল আজিজ।

### আব, আতশ, খাক, বাদ, ইহাদের স্থান সমস্ত শরীর

সূরা তাওবা-আয়াত-১১৯

ইয়া আয়্যুহাল্লাজিনা আমানুতা কুল্লাহা ওয়া কুনু মাআছ ছাদিকিন।

অর্থ : “হে বিশ্বাসীগণ তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও”

সূরা মায়দা-আয়াত-৩৫

ইয়া আইয়ুহাল্লাজিনা আমানুতা কুল্লাহা ওয়াবতাও ইলাইহিল ওয়াসিলাতা ওয়া জাহিদু ফি সাবীলিহি লা-আল্লাকুম তুফলিহন।

অর্থ : “হে বিশ্বাসীগণ আল্লাহকে ভয় কর তাঁর নৈকট্য লাভের উপায় অন্বেষণ কর ও তাঁর পথে সংগ্রাম কর, যাতে তোমরা সফল কাম হতে পার।”

নকশ বন্দিয়া ও মোজাহেদীয়া তরিকার ছবকসমূহ, উক্ত তরিকার আমলের নিয়ম পদ্ধতি নিম্নে দেওয়া হইল—

### ছোয়াব রেছানীর নিয়ম পদ্ধতি বা ফাতেহা শরীফ

১. বিছমিল্লাহির রহমানির রাহিম ১ বার, তারপর আছতাগ ফিরুল্লাহা রাব্বি মিন কুল্লে জা'বিও ওয়াতুবো এলাইহে ৩ বার বা ৭ বার।
২. বিছমিল্লাহির রহমানির রাহিম সহ ছুরা ফাতিহা (আল হামদো) ৩ বার।

৩. বিছমিল্লাহির রহমানির রাহিম সহ ছুরা এখলাছ (কুলহ আক্বাহ) ১০ বার বা ১২ বার।
৪. বিছমিল্লাহির রহমানির রাহিম ১ বার তার পর দরুদ শরীফ ১১ বার।

### তারপর সংক্ষেপে দোয়া বখশাইবে বা মোনাজাত

আক্বাহম্মা আমিন ইয়া রক্বুল আলামিন আমি যাহা কিছু পড়িয়াছি ইহার মধ্যে সমস্ত ভুল ত্রুটি মার্জনা করিয়া ইহার ছোয়াব আমার হাবিবে দোজাহান তাজদারে মদিনা ছরওয়ারে কায়নাত আকায়ে নামদার হজরত মোহম্মাদ মোস্তফা আহাম্মদ মোজতবা (হঃ) এর পাক রওজায় মদিনা মনোয়ারায় পৌছাইয়া দিন মাওলা, ও তাহার আল আছহাব খোলাফায়ে রাশিদিন তিনাদের আরওয়া পাকে এই ছোয়াব নজর পৌছাইয়া দিন মাওলা, এবং নকশ বন্দিয়া মোজাদ্দেরিয়া তরিকার শায়েখ হজরত বাহা উদ্দিন নকশ বন্দি (রঃ) এবং হজরত মোজাদ্দের আলফে ছানী (রঃ) এর তরিকার সমস্ত পীরানে পীর দস্তগীর যত অলিয়ে আবদালগণ গুজরীয়ে গিয়াছেন তিনাদের আরওয়া পাকে ইহার ছোয়াব নজর পৌছাইয়া দিন মাওলা। আমিন ছুম্মা আমিন।

প্রকাশ থাকে যে, ফজরের নামাজ আদায় করিয়া তার পর ছোয়াব রেছানী করিবেন ও নিম্ন লিখিত ভাবে নিয়ম করে চক্ষু বন্ধ করিয়া নিম্নের দরুদ শরীফ ১০০ বার পড়িবেন।

### দরুদ শরীফ পড়িবার নিয়ত

আমি আমার লতীফা ক্বালবের দিকে মুতাওয়াজ্জাহ আছি, আমার ক্বালব জ্বনাব পীর ও দাদা পীর সাহেব কেবলার কালবের উছলায় শায়েখ হজরত আহাম্মাদ ছেরহেন্দি মোজাদ্দের আলফেছানী (রঃ) শায়েখ হযরত বাহা উদ্দিন নকশ বন্দি (রঃ) এর ক্বালবের দিকে মুতাওয়াজ্জাহ আছে তিনাদের ক্বালব হইতে তাওয়াজ্জুহ ও জিয়ারত ও মোতক্বতের ফায়েজ আমার ক্বালবে আসুক, দেলের সাথে ও হজুর (হঃ) এর মোহাক্বতের সহিত এই দরুদ শরীফ ১০০বার পড়িবেন।



### ফজরের দরুদ শরীফ

আল্লাহুমা ছাল্লিআলা ছাইয়িদিনা মোহাম্মাদিন ছাইয়িদিল মোরছালিন ওয়া আলামুহীয়ে ছুন্নাতিহী আশ শায়খো শেখ আহম্মাদ ছেরহিন্দি মোজাজ্জেদে (রঃ) ও শেখ বাহা উদ্দিন নকশ বন্দি (রঃ) ইমা মোস্তারিকাতে অল আউলিয়া ইল কামেলীন।

তারপর লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিইল আজীম। ৫০০ বার তেলাওত করিবেন। অবশেষে উক্ত দরুদ শরীফ পুনরায় ১০০ বার পড়িবেন। এই দরুদ শরীফ তেলাওত করা কখনও ত্যাগ করিবেনা। এই দরুদ শরীফ আজীবন পড়িতে ইবে কারণ এই দরুদ শরীফ আমল করিলে তরিকার ইমাম সাহেবদের জিয়ারত নছিব হইবে। এই আমল করার পর কমপক্ষে ১ ঘন্টা পর্যন্ত লতীফা ক্বালবের মোরা কাবা করিতে থাকিবে। উহার নিয়ম এই যে, ছোয়াব রেছানির পর মুখ ও চক্ষু বন্ধ করিয়া লতীফা ক্বালবের দিকে ধ্যান দিয়া নিবিষ্ট চিন্তে (আল্লাহ, আল্লাহ) জিকির ক্বালবে করিতে থাকিবে। ইহাতে আল্লাহ তায়ালা জাতে আহাদানিয়াত হইতে (আল্লাহ, আল্লাহ) জিকিরের ফায়েজ লতীফা ক্বালবে আসিতে থাকিবে এবং ক্বালবে (আল্লাহ, আল্লাহ) হরকত (স্পন্দন) অনুভব হতে থাকিবে।

### লতীফা সমূহের মোরা কাবা

#### (১) ক্বালব মোকামের মোরা কাবা (বাম স্তনের দুই আঙ্গুল নিচে)

নিয়ত : আমি আমার লতীফা ক্বালবের দিকে মুতাওয়াজ্জাহ আছি, আমার ক্বালব জ্বনাব পীর ও দাদা পীর সাহেব কেবলার ক্বালবের উছিলা হইয়া আল্লাহ তায়ালা আরশে মোয়াল্লাহর দিকে মুতাওয়াজ্জাহ আছে। আল্লাহ তায়ালা আরশে মোয়াল্লাহর তরফ হতে (আল্লাহ, আল্লাহ) জিকিরের ফায়েজ আমার ক্বালবে আসুক ও আমার ক্বালব মোহাক্কতের সহিত (আল্লাহ, আল্লাহ) বলুক।

### ফজরের দরুদ শরীফ

আব্বাহুমা ছাল্লিআলা ছাইয়িদিনা মোহাম্মাদিন ছাইয়িদিল মোরছালিন ওয়া আলামুহীয়ে ছুনাতিহী আশ শায়খো শেখ আহম্মাদ ছেরহিন্দী মোজাজ্জেদে (রঃ) ও শেখ বাহা উদ্দিন নকশ বন্দি (রঃ) ইমা মোস্তারিকাতে অল আউলিয়া ইল কামেলীন।

তারপর লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিইল আজীম। ৫০০ বার তেলাওত করিবেন। অবশেষে উক্ত দরুদ শরীফ পুণরায় ১০০ বার পড়িবেন। এই দরুদ শরীফ তেলাওত করা কখনও ত্যাগ করিবেনা। এই দরুদ শরীফ আজীবন পড়িতে ইবে কারণ এই দরুদ শরীফ আমল করিলে তরিকার ইমাম সাহেবদের জিয়ারত নহিব হইবে। এই আমল করার পর কমপক্ষে ১ ঘন্টা পর্যন্ত লতীফা কালবের মোরা কাবা করিতে থাকিবে। উহার নিয়ম এই যে, ছোয়াব রেছানির পর মুখ ও চক্ষু বন্ধ করিয়া লতীফা কালবের দিকে ধ্যান দিয়া নিবিষ্ট চিত্তে (আল্লাহ, আল্লাহ) জিকির কালবে করিতে থাকিবে। ইহাতে আল্লাহ তায়ালা জাতে আহাদানিয়াত হইতে (আল্লাহ, আল্লাহ) জিকিরের ফায়েজ লতীফা কালবে আসিতে থাকিবে এবং কালবে (আল্লাহ, আল্লাহ) হরকত (স্পন্দন) অনুভব হতে থাকিবে।

### লতীফা সমূহের মোরা কাবা

#### (১) কালব মোকামের মোরা কাবা (বাম স্তনের দুই আঙ্গুল নিচে)

নিয়ত : আমি আমার লতীফা কালবের দিকে মুতাওয়াজ্জাহ আছি, আমার কালব জুনাব পীর ও দাদা পীর সাহেব কেবলার কালবের উছলা হইয়া আল্লাহ তায়ালা আরশে মোয়াল্লাহর দিকে মুতাওয়াজ্জাহ আছে। আল্লাহ তায়ালা আরশে মোয়াল্লাহর তরফ হতে (আল্লাহ, আল্লাহ) জিকিরের ফায়েজ আমার কালবে আসুক ও আমার কালব মোহাক্কতের সহিত (আল্লাহ, আল্লাহ) বলুক।



(২) রুহ মোকামের মোরা কাবা (ডাইন তনের দুই আঙ্গুল নিচে)

নিয়ত : আমি আমার লতীফা রুহের দিকে মুতাওয়াজ্জাহ আছি, আমার রুহ জুবাব পীর ও দাদা পীর সাহেব কেবলার রুহের উছিলা হইয়া আত্মাহ তায়ালার আরশে মোয়াদ্ভাহর দিকে মুতাওয়াজ্জাহ আছে। আত্মাহ তায়ালার আরশে মোয়াদ্ভাহর তরফ হইতে (আত্মাহ, আত্মাহ) জিকিরের ফায়েজ আমার রুহে আসুক ও আমার রুহ মোহাক্কতের সহিত (আত্মাহ, আত্মাহ) বলুক।

(৩) হির মোকামের মোরা কাবা (বাম তনের দুই আঙ্গুল উপরে)

নিয়ত : আমি আমার লতীফা হিরের দিকে মুতাওয়াজ্জাহ আছি, আমার হির জুবাব পীর ও দাদা পীর সাহেব কেবলার হিরের উছিলা হইয়া আত্মাহ তায়ালার আরশে মোয়াদ্ভাহর দিকে মুতাওয়াজ্জাহ আছে। আত্মাহ তায়ালার আরশে মোয়াদ্ভাহর তরফ হইতে (আত্মাহ, আত্মাহ) জিকিরের ফায়েজ আমার হিরে আসুক ও আমার হির মোহাক্কতের সহিত (আত্মাহ, আত্মাহ) বলুক।

(৪) খফী মোকামের মোরা কাবা (ডাইন তনের দুই আঙ্গুল উপরে)

নিয়ত : আমি আমার লতীফা খফীর দিকে মুতাওয়াজ্জাহ আছি, আমার খফী জুবাব পীর ও দাদা পীর সাহেব কেবলার খফীর উছিলা হইয়া আত্মাহ তায়ালার আরশে মোয়াদ্ভাহর দিকে মুতাওয়াজ্জাহ আছে। আত্মাহ তায়ালার আরশে মোয়াদ্ভাহর তরফ হইতে (আত্মাহ, আত্মাহ) জিকিরের ফায়েজ আমার খফীতে আসুক ও আমার খফী মোহাক্কতের সহিত (আত্মাহ, আত্মাহ) বলুক।

(৫) আখফা মোকামের মোরা কাবা (বুকের মধ্য স্থানে)

নিয়ত : আমি আমার লতীফা আখফার দিকে মুতাওয়াজ্জাহ আছি, আমার আখফা জুবাব পীর ও দাদা পীর সাহেব কেবলার আখফার উছিলা হইয়া আত্মাহ তায়ালার আরশে মোয়াদ্ভাহর দিকে মুতাওয়াজ্জাহ আছে। আত্মাহ

তায়ালার আরশে মোয়াল্লাহর তরফ হইতে (আল্লাহ, আল্লাহ) জিকিরের ফায়েজ আমার আখফায় আসুক ও আমার আখফা মোহাক্কতের সহিত (আল্লাহ, আল্লাহ) বলুক।

(৬) নাফছ মোকামের মোরা কাবা (কপালের মধ্য স্থানে)

নিয়ত : আমি আমার লতীফা নাফছের দিকে মুতাওয়াজ্জাহ আছি, আমার নাফছ জুনাব পীর ও দাদা পীর সাহেব কেবলার নাফছের উছিলা হইয়া আল্লাহ তায়ালার আরশে মোয়াল্লাহর দিকে মুতাওয়াজ্জাহ আছে। আল্লাহ তায়ালার আরশে মোয়াল্লাহর তরফ হইতে (আল্লাহ, আল্লাহ) জিকিরের ফায়েজ আমার নাফছে আসুক ও আমার নাফছ মোহাক্কতের সহিত (আল্লাহ, আল্লাহ) বলুক।

(৭) আব, (পানী) মোকামের মোরা কাবা (সমস্ত শরীর)

নিয়ত : আমি আমার লতীফা আবের দিকে মুতাওয়াজ্জাহ আছি, আমার আব জুনাব পীর ও দাদা পীর সাহেব কেবলার আবের উছিলা হইয়া আল্লাহ তায়ালার আরশে মোয়াল্লাহর দিকে মুতাওয়াজ্জাহ আছে। আল্লাহ তায়ালার আরশে মোয়াল্লাহর তরফ হইতে (আল্লাহ, আল্লাহ) জিকিরের ফায়েজ আমার আবে আসুক ও আমার আব মোহাক্কতের সহিত (আল্লাহ, আল্লাহ) বলুক।

(৮) আতশ, (অগ্নি) মোকামের মোরা কাবা (সমস্ত শরীর)

নিয়ত : আমি আমার লতীফা আতশের দিকে মুতাওয়াজ্জাহ আছি, আমার আতশ জুনাব পীর ও দাদা পীর সাহেব কেবলার আতশের উছিলা হইয়া আল্লাহ তায়ালার আরশে মোয়াল্লাহর দিকে মুতাওয়াজ্জাহ আছে। আল্লাহ তায়ালার আরশে মোয়াল্লাহর তরফ হইতে (আল্লাহ, আল্লাহ) জিকিরের ফায়েজ আমার আতশে আসুক ও আমার আতশ মোহাক্কতের সহিত (আল্লাহ, আল্লাহ) বলুক।



(৯) খাক, (মাটি) মোকামের মোরা কাবা (সমস্ত শরীর)

নিয়ত : আমি আমার লতীফা খাকের দিকে মুতাওয়াজ্জাহ আছি, আমার খাক জুনাব পীর ও দাদা পীর সাহেব কেবলার খাকের উছিলা হইয়া আল্লাহ তায়ালায় আরশে মোয়াল্লাহর দিকে মুতাওয়াজ্জাহ আছে। আল্লাহ তায়ালায় আরশে মোয়াল্লাহর তরফ হইতে (আল্লাহ, আল্লাহ) জিকিরের ফায়েজ আমার খাকে আসুক ও আমার খাক মোহাক্কতের সহিত (আল্লাহ, আল্লাহ) বলুক।

(১০) বাদ, (বায়ু) মোকামের মোরা কাবা (সমস্ত শরীর)

নিয়ত : আমি আমার লতীফা বাদের দিকে মুতাওয়াজ্জাহ আছি, আমার বাদ জুনাব পীর ও দাদা পীর সাহেব কেবলার বাদের উছিলা হইয়া আল্লাহ তায়ালায় আরশে মোয়াল্লাহর দিকে মুতাওয়াজ্জাহ আছে। আল্লাহ তায়ালায় আরশে মোয়াল্লাহর তরফ হইতে (আল্লাহ, আল্লাহ) জিকিরের ফায়েজ আমার বাদে আসুক ও আমার বাদ মোহাক্কতের সহিত (আল্লাহ, আল্লাহ) বলুক।

(১১) দশ লতীফা বা সুলতানুল আজকারের মোরা কাবা (সমস্ত শরীর)

নিয়ত : আমি আমার দশ লতীফার দিকে মুতাওয়াজ্জাহ আছি, আমার দশ লতীফা জুনাব পীর ও দাদা পীর সাহেব কেবলার দশ লতীফার উছিলা হইয়া আল্লাহ তায়ালায় আরশে মোয়াল্লাহর দিকে মুতাওয়াজ্জাহ আছে। আল্লাহ তায়ালায় আরশে মোয়াল্লাহর তরফ হইতে (আল্লাহ, আল্লাহ) জিকিরের ফায়েজ আমার দশ লতীফায় আসুক ও আমার দশ লতীফা মোহাক্কতের সহিত (আল্লাহ, আল্লাহ) বলুক।

হালত : সমস্ত শরীরে কম্পন অনুভব হইবে। প্রত্যেক লোম কুপ হইতে কম্পন হইবে অথবা জিকিরের (স্পন্দন) নিজের নাফছ ব্যতিত অন্যান্য বস্তুরে অনুভব করবে। শুভাগ্য শালী ঐ ব্যক্তি যে আরশ হইতে (তাহাতুচ্ছারাহ) পর্যন্ত জিকিরের আওয়াজ শুনিতে পায়, এই মোরা কাবায় কখনও শরীর বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা আবার কখনও গরম অনুভব হইবে।



জিকির করিবার সময় সমস্ত শরীরের প্রতি খিয়াল রাখিবে। উক্ত মোরা কাবা শেষ করিবার পর হাদীসে হিন্দ ও বাংলা মাদার আলি সু-বিখ্যাত শায়েখ শাহ সুফী আল হাফিজ হজরত মওলানা মোঃ কেরামত আলী হিদ্দিকী আল কোরাইশী জৌনপুরী পীর কেবলা (রঃ)এর হজুরে বকশা হইবে। তিনি নফী এছবাত জিকির শিক্ষা দিতেন। আজীবন এই নফী এছবাত জিকির মশক করিতে হইবে। নিজের অবসরমত দিবা রাত্রি- ১৫০০ বার নফী এছবাত জিকির মশক করিতে হইবে।

### জিকিরের তালিম ও নিয়ম বা তরীকা

প্রথমে ফাতেহা শরীফ অর্থাৎ : ১. আছতাগ ফিরুদ্দাহ (৭ বার)। ২. ছুরা ফাতেহা আল হামদো (৩ বার)। ৩. ছুরা এখলাছ কুলহো ওদ্দাহ (১০ বার বা ১২ বার)। ৪. দরুদ শরীফ (১১ বার এই ফাতেহা শরীফ পাঠ করিয়া মোনাজাত করিবে। দোয়া করিবার পরে যদি একা জিকির করেন তাহলে কেবলার দিকে মুখ করিবেন কিম্বা অনেক কয়েক জন মিলিয়া মাহফিল করেন তাহলে সবাই গোলাকার হইয়া বসিবেন ও মাথা নত করিয়া চক্ষু বন্ধ করে আল্লাহকে হাজির ও নাজির রাখিয়া নিবিষ্ট চিন্তে নিম্নের নিয়মে প্রথমে দরুদের জিকির করিবেন।

নিয়ম : আমি আমার লতীফা কালবের দিকে মুতাওয়াজ্জাহ আছি, আমার কালব জুবাব পীর ও দাদা পীর সাহেব কেবলার কালবের উছিলা হইয়া আল্লাহ তায়ালার আরশে মোয়াদ্দার দিকে মুতাওয়াজ্জাহ আছে, আল্লাহ তায়ালার কুদরতের তরফ হইতে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ, আল্লাহ) জিকিরের ফায়েজ আমার কালবে আসুক ও আমার কালব মোহাক্কাতের সহিত লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলুক।

১. ছালাতুন আলাইকুম ইয়া রাহুল্লাল্লাহ ছালামান আলাইকুম ইয়া হাবিবুল্লাহ এই নিয়মে কম পক্ষে ৫-৭ মিনিট করিবেন।
২. তার পর এই জিকির করিবেন নারায়ণ তাকবির আল্লাহো আকবার নারায়ণ তাকবির আল্লাহ আকবার ছালাতো তাকবির আল্লাহো আকবার এই ভাবে ২-১ মিনিট করিবেন প্রকাশ থাকে যে জিকির করিবার পূর্বেই নিয়ম করিবেন যথা এছমে জাতের জিকির।

### নফি এছবাতের জিকিরের নিয়ম

প্রথমে মাথা নত করিয়া ও চক্ষু বন্ধ করত : কালবে ধিয়ান রাখিয়া জিকির করিবে।

নিয়ত : আমি আমার লতীফা কালবের দিকে মুতাওয়াজ্জাহ আছি, আমার কালব জুনাব পীর ও দাদা পীর সাহেব কেবলার কালবের উছিলা হইয়া আল্লাহ তায়ালায় আরশে মোয়াল্লাহর দিকে মুতাওয়াজ্জাহ আছে। আল্লাহ তায়ালায় আরশে মোয়াল্লাহর তরফ হইতে (আল্লাহ, আল্লাহ) জিকিরের ফায়েজ আমার কালবের আসুক ও আমার কালব মোহাক্কতের সহিত লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বনুক।

প্রথমে লা শব্দ খেয়ালের সহিত নাজী হইতে উঠাইয়া আখফার উপর দিয়া নাফছ পর্যন্ত পৌছাইবে তথা হইতে ইলাহা শব্দকে খফীর উপর দিয়া রুহে পৌছাইবে এবং রুহ হইতে ইল্লাল্লাহ শব্দ আরম্ভ করিয়া আখফার।

উপর দিয়া কালবে পৌছাইবে যেন আল্লাহ শব্দের হা অক্ষর ছির দিয়া বাহির হইয়া যায়। এই জিকির শ্বাস বন্ধ করিয়া খেয়ালের সহিত করিতে হইবে। এক শ্বাসে অন্ততঃ ৭ বার হইতে য'ত বার পারা যায় দৈনিক কম পক্ষে ১৫০০ শত বার আদায় করিবে। এই জিকির মাগরিবের পর আদায় করা উত্তম।

### জিকির দ্বিতীয় নিয়ম

(চক্ষু বন্ধ ও মাথা নত করিয়া কালবে ধিয়ান রাখিয়া জিকির করিবে) লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ধিয়ান করিবে যে নাই কিছুই বরং কালব হইতে গাইকুল্লা কে বাহির করিয়া উক্ত জিকির (ইল্লাল্লাহ) কালবে স্বজোরে ধাক্কা বা আঘাত দিতে থাকিবে জিকিরের মশক য'ত করিবে ত'ত কালবে আঘাত দিতে হবে ইনশা আল্লাহ।

১. জিকির- ইল্লাল্লাহ শুধু কালবে আঘাত দিতে থাকিবে এই ভাবে কিছু সময় করিবে ইনশা আল্লাহ কিছু দিনের মধ্যে কালব পরিষ্কার হবে।
২. আল্লাহ-আল্লাহ শুধু কালবের দিকে ধাক্কা দিতে থাকিবে। এই ভাবে কম পক্ষে ৪-৫ মিনিট করিবে।



৩. আল্লাহ-আল্লাহ এক শ্বাসে যত পারা যায় করিবে ঐ একই নিয়মে শুধু কালবে আঘাত দিতে থাকবে।
৪. আনতাল হাদি আনতাল হক। লাইছাল হাদি ইল্লাল্লাহ ২-৪ বার করবে।
৫. হাছবি রক্বি জাল্লাল্লাহ, মাফি কালবি গাইরুল্লাহ, এইভাবে ২-৪ বার করিবে তার পর নুর মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহ হাক্কেলা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ নুর মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

### তরিকতের ৪টি মাত্র উদ্দেশ্য

১. জমিয়ত ২. হজুরী ৩. জজবাত ৪. ওয়ারেদাত।

১. জমিয়ত : বিচ্ছিন্ন মনকে আল্লাহ তায়ালায় দিকে নিয়জিত করিবার ক্ষমতা অর্জনের নাম জমিয়ত।
  ২. হজুরী : আল্লাহ তায়ালাকে হাজির ও নাজির জানিবার ক্ষমতা অর্জনের নাম হজুরী।
  ৩. জজবাত : সদা সর্বদা আল্লাহ তায়ালায় দিকে মন আকর্ষিত হইবার নাম জজবাত।
  ৪. ওয়ারেদাত : আল্লাহ তায়ালায় তরফ হইতে অসহ্যকর ফায়েজ প্রাপ্ত হইবার নাম ওয়ারেদাত।
- প্রকাশ্য থাকে যে আল্লাহ তায়ালায় মোহাব্বত হাছেল করার উদ্দেশ্যে হইল এল্-মা-রেফাত।

### নকশ বন্দিয়া ও মোজাদ্দেদীয়া তরিকার এশার দরুদ শরীফ

আল্লাহুমা ছাল্লি আল্লা ছাইয়িদিনা মোহাম্মাদিন উছিলাতি ইলাইকা ওয়া আলিহী ওয়া ছাল্লিম ৫০০ বার আমল করিবেন।

এশার নামাজের পর : বাম শুনের দুই আঙ্গুল নিচে লতীফা কালকের দিকে খিয়াল করিয়া চক্ষু বন্ধ করতঃ নিম্নরূপ নিয়ত করিবেন।

নিয়ত : আমি আমার লতীফা কালকের দিকে মুতাওয়াজ্জাহ আছি, আমার কালব জুনাব পীর ও দাদা পীর সাহেব কেবলার কালবের উছিলা হইয়া হজরত

নবী করিম (ছঃ) এর কালবের দিকে মুতাওয়াজ্জাহ আছে। হজরত নবী করিম (ছঃ) এর কালব হইতে রুহানি তাওয়াজ্জুহ ও জিয়ারত মোহাক্কাতের ফায়েজ আমার কালবে আসুক ও আমার কালব মোহাক্কাতের সহিত (আল্লাহ, আল্লাহ) বলুক।

নিয়ত : আমি আমার লতীফা বাদের দিকে মুতাওয়াজ্জাহ আছি, আমার বাদ জুনাব পীর ও দাদা পীর সাহেব কেবলার বাদের উছিলা হইয়া আল্লাহ তায়ালা আরশে মোয়াল্লাহর দিকে মুতাওয়াজ্জাহ আছে। আল্লাহ তায়ালা আরশে মোয়াল্লাহর তরফ হইতে (আল্লাহ, আল্লাহ) জিকিরের ফায়েজ আমার বাদের আসুক ও আমার বাদ মোহাক্কাতের সহিত (আল্লাহ, আল্লাহ) বলুক।

### তরিকা পন্থি ভাই ও মা বোনদের কতগুলি জরুরী আমল

১. সুনাতুল জামায়াত ভুক্ত আলেম গনের মতানুযায়ী আকিদা ও আমল শুদ্ধ করিয়া নিবেন, কবিরাত ওনাহ সমূহকে ত্যাগ করিবেন ও ছাগিরা ওনাহের উপর লজ্জিত হইবেন।
২. অজু, গোছল, নামাজ রোজা, হজ্ব, জাকাতকে ছুন্নাত ও মোস্তাহাব সহ আদায় করিবেন। সন্দেহ জনক বস্ত্র ত্যাগ করিবেন, ছুন্নাত লেবাহ পরিধান করিবেন। ফতোয়া মাসআলা নিয়া কোন আলেমকে কাফের বলিবেন না। আলেমে হাক্কানী দিগকে আমার নবী করিম (ছঃ) এর আওলাদ মনে করিয়া মোহাক্কাত করিবেন। গীবত, চোগল খুরী, জেনা, মিথ্যা কথা, ঠাট্টা, বিদ্রূপ কর্কশ বাক্য প্রয়োগ ইত্যাদি হইতে দূরে থাকিবেন, রিয়া, অহংকার, হিংসা, কুরিপু ইত্যাদি থেকে অন্তরকে পরিস্কার রাখিবেন। তাহাজ্জুদ নামাজ পড়িতে অভ্যাস করিবেন দিবা রাত্রি কম পক্ষে ২০ বার মউতের কথা স্বরণ করিবেন। মৃত্যুর জন্য সব সময় তৈয়ার থাকিবেন। অন্যের হক দেনা অতি তাড়াতাড়ি পরিশোধ করার জন্য চেষ্টা করিবেন। প্রত্যেক দিন সকালে কম পক্ষে ৪০ আয়াত কোরান শরীফ তেলাওত করিবেন। অন্যের হক বা লেন-দেনে অক্ষম হলে পরিশোধ করার জন্য ব্যস্ত থাকিবেন। হাক্কানী আলেমদের



ওয়াজ ও নহিহত তনিবেন যে সমস্ত জিকির হালকায় নর্থন কুর্দন বা নাছা-নাছি কুদা-কুদি বা হাতে তালি দেওয়া হয় ও বাজনা হইয়া থাকে সেই মজলিশে কখনও যোগ দিবেন না। সূর্য উদয় হইবার পর ২-২ করিয়া ৪ রাকাত এশরাক নামাজ আদায় করার জন্য চেষ্টা করিবেন। মাগরিব নামাজের পর ৬ হতে রাকাত আউয়াবিন নামাজ আদায় করিতে চেষ্টা করিবেন।

### তছবিহ ফাতেমী আদায় করার নিয়ম

প্রত্যেক দিবা রাত্রি পাঞ্চেগানা নামাজ আদায় করার পর ছুবাহানায়াহ ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ ৩৩ বার আত্মাহ আকবার ৩৪ বার আদায় করিবেন। প্রকাশ থাকে যে এই আমল কোন সময়ের তরেও তরক করিবেন না এই আমল একাগ্রতায় করিবেন ইনশা আল্লাহল আজিজ আমি আশা করি আশেরাতে লাভবান হইতে পারিবেন।

### তওবার ফায়েজের নিয়ম

আমি আমার লতীফা কালবের দিকে মুতাওয়াজ্জাহ আছি, আমার কালব জুবাব নীর ও দাদা নীর সাহেব কেবলার কালকের উছলায় আত্মাহ তায়ালার আরশে মোয়াদ্দার দিকে মুতাওয়াজ্জাহ আছে। আত্মাহ তায়ালার আরশে মোয়াদ্দাহ হইতে তওবার ফায়েজ আমার কালবে আসুক যে তওবা হজরত আদম (আঃ) এর নহিব হইয়া ছিল সেই তওবা আমার নহিব হউক, এই মোরা কাবায় নিম্ন আয়াত শরীফ মধ্যে মধ্যে পাঠ করিবেন ও অর্থের প্রতি খিয়াল করিবেন।

### সুরা-আরাক- আয়াত-২৩

রাব্বানা জালামনা আনকুসানা ওয়া ইল্লাম তাগফির লানা ওয়া তার হামনা লানা কুনান্না মিনাল খা-ছিরিন।

অর্থ : “হে আমাদের প্রভু আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছি যদি তুমি ক্ষমা না কর তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব।”



### এহমে জাতের পাছ আন পাছ

শ্বাস টানিবার সময় (আল্লাহ) এবং শ্বাস ছাড়িবার সময় (হ) শব্দ খিয়ালের সহিত রাখা। ইহা সব সময় খিয়াল রাখিবেন যেন একটা দম ও অনর্থক ব্যয় না হয়। উহা মুখে বলিতে হইবে না।

### নফি এছবাতের পাছ আন পাছ

শ্বাস ছাড়িবার সময় (লা-ইলাহা) এবং শ্বাস টানিবার সময় (ইল্লাল্লাহ) দেলে খিয়াল রাখা মুখে কিছু বলিতে হইবে না ইহা সব সময় খিয়াল করিতে হইবে।  
কোরানে কারিমে ছুরা বাকারায় আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিয়াছেন।

### সুরা বাকারাহ-আয়াত-১৫২

ফায কুরুনী আয কুরুম ওয়াশ কুরুলী ওয়ালা তাকফুরুন।

অর্থ : “অতএব তোমরা আমাকেই স্মরণ কর আমিও তোমাদের স্মরণ করবো। তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও, অকৃতজ্ঞ হয়ো না।”

### ক্বাদেরিয়া তরিকার নিয়ম প্রণালী

উক্ত তরিকার লতীফা সমূহের নাম ও নুরের বর্ণনা-

১. লতীফা কালব : ইহার স্থান বাম স্তনের দুই অঙ্গুল নিয়ে ইহার নুরের বর্ণ (লাল) কাহারো মতে (সরিসার ফুলের মতন) উহার ফায়েজ হজরত আদম (আঃ) এর পাক কদম মোবারক হইতে আসে।
২. লতীফা রুহ : ইহার স্থান ডান স্তনের দুই আঙ্গুল নিয়ে ইহার নুরের বর্ণ (সাদা) কাহারো মতে (লাল) উহার ফায়েজ হজরত নুহ (আঃ) এবং হজরত ইব্রাহিম (আঃ) এর পাক কদম মোবারক হইতে আসে।
৩. লতীফা ছির : ইহার স্থান বক্ষের মধ্যে স্থানে। ইহার নুরের বর্ণ (সবুজ) কাহারো মতে (সাদা) উহার ফায়েজ হজরত মুছা (আঃ) এর পাক কদম মোবারক হইতে আসে।

৪. লতীফা খফী : ইহার স্থান কপালের মধ্যস্থানে। ইহার (সাজদার) স্থান কাহারো মতে কপালের উর্দ্ধ ভাগে চুল উঠিবার স্থানে। ইহার নুরের বর্ণ (নীল) কাহারো মতে (কালো) উহার ফায়েজ হজরত ইছা (আঃ) পাক কদম মোবারক হইতে আসে।
৫. লতীফা আখফা : ইহার স্থান মাথার তালুতে, নরম স্থান যাহাকে সাধারণত দুগ দুগী বলে। ইহার নুরের বর্ণ (কালো) কাহারো মতে (সবুজ) উহার ফায়েজ হজরত মোহাম্মদ (ছঃ) এর পাক কদম মোবারক হইতে আসে।
৬. লতীফা নাফছ : ইহার স্থান নাভী মুলে, কালব পরিষ্কার হইবার পর ইহার নুরের বর্ণ (হলুদ) হইবে কাহারো মতে (নিল)। আব, আতশ, খাক, বাদ, এওলী লতীফা সমূহের স্থান সমস্ত শরীরে।

### কাদেরিয়া তরিকার ছবক ও নিয়ম পদ্ধতি

নিয়ত : আমি আমার লতীফা কালবের দিকে মুতাওয়াজ্জাহ আছি, আমার কালব জুবাব পীর ও দাদা পীর ছাহেব কেবলার কালবের উছিলায় হজরত পীরানে পীর দস্ত গীর ছৈয়দ হজরত আব্দুল কাদের জিলানি (রঃ) এর কালবের দিকে মুতাওয়াজ্জাহ আছে। তিনার কালব হইতে কহানী তাওয়াজ্জুহ ও জিয়ারত ও মহাক্সতের ফায়েজ আমার কালবে আসুক।

নিয়ত করার পর নিম্ন ফজরের দরুদ শরীফ ১০০ বার আমল করিবেন।

### ফজরের দরুদ শরীফ

আল্লাহুমা ছাল্লি আলা ছাইয়্যিদিনা মোহাম্মাদিন ছাইয়্যিদিল মোরছালিন ওয়া আলা আরশাদে আওলাদিহিশ শায়খো হজরত আব্দুল কাদের জিলানী (রঃ) ইমামুত্তারিকাতি ওয়াল আউলিয়া ইল কামেলীন।

### ছোয়াব রেছানীর নিয়ম পদ্ধতি

১. আছাতাগ ফিরুল্লাহা রব্বি মিনকুল্লে জাম্বিও ওয়াতুবো এলাইহি ৩ বার বা ৭ বার।
২. বিছমিল্লাহ সহ ছুরা ফাতেহা (আলহামদো) ৩ বার।
৩. বিছমিল্লাহ সহ ছুরা এখলাছ (কুলহো আল্লাহ) ১০ বা ১২ বার।
৪. ১ বার বিছমিল্লাহসহ দরুদ শরীফ ১১ বার।



## ফাতেহা শরীফ তেলাওত করিবার পর সংক্ষেপে এই মোনাজাত করিবেন

আল্লাহ্মা আমিন ইয়া রাক্বুল আলামিন আমি যাহা কিছু পড়িয়াছি তার সমস্ত ভুল ত্রুটি মার্জনা করিয়া ইহার ছোয়াব আমার হাবিবে দোজাহান তাজদারে মদিনা ছরয়ারে কায়নাত আকায়ে নামদার হজরত মোহাম্মদ মোছতফা আহাম্মদ মুজতবা (ছাঃ) এর উপর এবং তিনার আল আহহাবও গাওছুল আযম শায়েখ হজরত আব্দুল কাদের জিলানী (রঃ) এর তরিকার সমস্ত পীর ও গাউছ কুতুব ও অলীয়ে আবদাল গণ যিনারা এই নিখর মায়ার জগত হইতে চির বিদায় নিয়াছেন তিনাদের আরোওয়া পাকে ছোয়াব ও নজর পৌছাইয়া দিন আমিন ছুম্মা আমিন বা হাকে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মোহাম্মাদুর রাক্বুল্লাহ ছাক্বল্লাহ আলাইহি ওয়া ছালাম ।

## কাদেরিয়া তরিকার লতীফা সমূহের মোরা কাবা

### ১. তওবার মোরা কাবা (কালবের মোকাম বাম ত্বনের দুই আব্দুল নিয়ে)

নিয়ত : আমি আমার লতীফা কালবের দিকে মুতাওয়াজ্জাহ আছি আমার কালব জ্বাব পীর ও দাদা পীর ছাহেব কেবলার কালবের দিকে মুতাওয়াজ্জাহ আছে তিনার কালব হতে আল্লাহ তায়ালায় আরশে মোয়াল্লাহ হইতে হাকিকতে তওবা মোকামের ফায়েজ মোহাক্কতের সহিত আমার কালবে আসুক ।

এই ছবক বা মোরাকাবায় হজরত আদম (আঃ) এর জিয়ারত নহিব হইবে । মধ্যে মধ্যে এই আয়াত পড়িবেন যথা : রাক্বানা জালামনা আন কোহানা ওয়া ইল্লাম তাগফিরলানা ওয়া তার হামনা লানা কু নান্না মিনাল বাছিরীন বা আহতাগ ফিরুন্নাহা রক্বমিনকুল্লি জাযিওঁ ওয়াতুবু ইলাইহি (এই আয়াত যখন পাঠ করিবেন অর্থের প্রতি খিয়াল করিবেন ও দেলে দেলে আল্লাহ তায়ালায় আজাব ও গজবের ভয়ে কাঁদিতে থাকিবেন যদি কাঁদা নাও আসে তবুও কাঁদার ভাব ধারণ করিতে হবে ।

২. এনাবাত মোকামের মোরা কাবা (রুহের মোকাম ডান স্তনের দুই আঙ্গুল নিয়ে)

নিয়ত : আমি আমার লতীফা রুহের দিকে মুতাওয়াজ্জাহ আছি। আমার রুহ জুবাব পীর ও দাদা পীর ছাহেব কেবলার রুহের দিকে মুতাওয়াজ্জাহ আছে। তিনার রুহ হতে আল্লাহ তায়ালা আরশে মোয়াল্লাহ হইতে হাকিকতে তওবা মোকামের ফায়েজ মোহাক্কাতের সহিত আমার রুহে আসুক।

হালত : উক্ত মোরা কাবা করিলে সর্বদা আল্লাহ তায়ালা খিয়াল অন্তরে প্রকাশ পাইবে, আল্লাহ তায়ালা স্বরণ হইতে গাফেল হইলে তওবা করিবে। ইহাতে রেজা মোকামের অভ্যাস হয়।

৩. যুহুদ মোকামের মোরা কাবা (ছিরের মোকাম বুকের মধ্য স্থানে)

নিয়ত : আমি আমার লতীফা ছিরের দিকে মুতাওয়াজ্জাহ আছি। আমার ছির জুবাব পীর ও দাদা পীর ছাহেব কেবলার ছিরের দিকে মুতাওয়াজ্জাহ আছে। আল্লাহ তায়ালা আরশে মোয়াল্লাহ হইতে হাকিকতে যুহুদ মোকামের ফায়েজ মোহাক্কাতের সহিত আমার ছিরে আসুক।

হালত : মধ্যে মধ্যে আল্লাহ বলিবেন। জরুরী কার্য ব্যতীত দুনিয়ার অন্যান্য সমস্ত কাজ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা হইবে এবং অন্তর ওনাহ হইতে দূরে থাকিতে ইচ্ছা হইবে।

৪. অরা মোকামের মোরা কাবা। (খফির মোকাম কপালের মধ্যে স্থানে)

নিয়ত : আমি আমার লতীফা খফীর দিকে মুতাওয়াজ্জাহ আছি, আমার খফী জুবাব পীর ও দাদা পীর সাহেব কেবলার খফীর উছলায় আল্লাহ তায়ালা আরশে মোয়াল্লাহর দিকে মুতাওয়াজ্জাহ আছে। আল্লাহ তায়ালা আরশে মোয়াল্লাহ হইতে হাকিকতে অরা মোকামের ফায়েজ মোহাক্কাতের সহিত আমার খফিতে আসুক।

হালত : এই মোরা কাবায় হজরত মোহাম্মাদ (ছঃ) এর জিয়ারত নছিব হইবে। সন্দেহের বশ্ত হইতে দূরে থাকিতে ইচ্ছা হইবে। আল্লাহ তায়ালা কালাম (আতীউল্লাহ ওয়া আতীউর রাচুল) তোমরা আল্লাহ এবং তাহার



রাছুল (হাঃ) এর তাবেদারী কর এই আয়াতের মর্ম ছালেকের অন্তরে পরিলক্ষিত হইবে। মধ্যে মধ্যে মনে মনে আল্লাহ আল্লাহ বলিবেন।

৫. শোকর মোকামের মোরা কাবা (আখফার মোকাম মাখার তালুতে)

নিয়ত : আমি আমার লতীফা আখফার দিকে মুতাওয়াজ্জাহ আছি, আমার আখফা জুনাব পীর ও দাদা পীর সাহেব কেবলার আখফার উছলায় আল্লাহ তায়ালায় আরশে মোয়াল্লাহর দিকে মুতাওয়াজ্জাহ আছে। আল্লাহ তায়ালায় আরশে মোয়াল্লাহ হইতে হাকিকতে শোকর মোকামের ফায়েজ মোহাক্কতের সহিত আমার আখফায় আসুক।

হালত : মধ্যে মধ্যে আল্লাহ আল্লাহ বলিবেন। এই মোরা কাবায় শোকর মোকামের হাকিকত খুলিয়া যাইবে। ইহার নূর সবুজ বর্ণ হইবে।

৬. তাওয়াক্কুল মোকামের মোরা কাবা (নাফছের মোকাম নাভীর স্থানে)

নিয়ত : আমি আমার লতীফা নাফছের দিকে মুতাওয়াজ্জাহ আছি, আমার নাফছ জুনাব পীর ও দাদা পীর সাহেব কেবলার নাফছের উছলায় আল্লাহ তায়ালায় আরশে মোয়াল্লাহর দিকে মুতাওয়াজ্জাহ আছে। আল্লাহ তায়ালায় আরশে মোয়াল্লাহ হইতে হাকিকতে তাওয়াক্কুল মোকামের ফায়েজ মোহাক্কতের সহিত আমার নাফছে আসুক।

হালত : এই মোরা কাবায় তাওয়াক্কুল মোকামের মর্ম অনুভূত হইবে ও আল্লাহ তায়ালায় মোহাক্কত বেশী হইবে।

৭. কানায়াত মোকামের মোরা কাবা (আব, পানী মোকাম সমস্ত শরীর)

নিয়ত : আমি আমার লতীফা আবের দিকে মুতাওয়াজ্জাহ আছি, আমার আব জুনাব পীর ও দাদা পীর সাহেব কেবলার আবের উছলায় আল্লাহ তায়ালায় আরশে মোয়াল্লাহর দিকে মুতাওয়াজ্জাহ আছে। আল্লাহ তায়ালায় আরশে মোয়াল্লাহ হইতে হাকিকতে কানায়াত মোকামের ফায়েজ মোহাক্কতের সহিত আমার আবে আসুক।



হালত : কখনও কখনও আল্লাহ বলিবে এই মোরা কাবায় আল্লাহ তায়ালা  
আদেশও নিষেধ পালন করিবার শক্তি জন্মে। এই মোরা কাবায় হজরত  
মুহা (আঃ) ও হজরত ওমর রাদি আল্লাহু আনহুর জিয়ারত নছিব হইবে।

৮. তাছলিম মোকামের মোরা কাবা (আতশ, আতুন মোকাম সমস্ত শরীর)

নিয়ত : আমি আমার লীতফা আতশের দিকে মুতাওয়াজ্জাহ আছি, আমার  
আতশ জুনাব পীর ও দাদা পীর সাহেব কেবলার আতশের উছিলায় আল্লাহ  
তয়ালা আরশে মোয়াল্লাহর দিকে মুতাওয়াজ্জাহ আছে। আল্লাহ তায়ালা  
আরশে মোয়াল্লাহ হইতে হাকিকতে তাছলিম মোকামের ফায়েজ মোহাক্কাতের  
সহিত আমার আতশে আসুক।

হালত : এই মোরা কাবায় হজরত ইব্রাহিম আলাইহি-ছাল্লাম ও হজরত  
ওমর রাদি আল্লাহু আনহুর জিয়ারত নছিব হইবে।

৯. রেজা মোকামের মোরাকাবা (খাক, মাটি, মোকাম সমস্ত শরীর)

নিয়ত : আমি আমার লতীফা খাকের দিকে মুতাওয়াজ্জাহ আছি, আমার  
খাক জুনাব পীর ও দাদা পীর সাহেব কেবলার খাকের উছিলায় আল্লাহ  
তয়ালা আরশে মোয়াল্লাহর দিকে মুতাওয়াজ্জাহ আছে। আল্লাহর  
তয়ালা আরশে মোয়াল্লাহ হইতে রেজা মোকামের ফায়েজ মোহাক্কাতের  
সহিত আমার খাকে আসুক।

হালত : এই মোরা কাবায় হজরত আইয়ুব (আঃ) এর জিয়ারত নছিব  
হবে।

১০. ছবর মোকামের মোরাকাবা (বাদ, হাওয়া মোকাম সমস্ত শরীর)

নিয়ত : আমি আমার লতীফা বাদের দিকে মুতাওয়াজ্জাহ আছি, আমার  
বাদ জুনাব পীর ও দাদা পীর সাহেব কেবলার বাদের উছিলায় আল্লাহ  
তয়ালা আরশে মোয়াল্লাহর দিকে মুতাওয়াজ্জাহ আছে। আল্লাহ তায়ালা  
আরশে মোয়াল্লাহ হইতে হাকিকতে ছবর মোকামের ফায়েজ মোহাক্কাতের  
সহিত আমার বাদে আসুক।

### ১১. ছুলতানুল আজ্জকার বা দশ লতীফার মোরাকাবা (দশ লতীফার মোকাম সমস্ত শরীর)

নিয়ত : আমি আমার দশ লতীফার দিকে মুতাওয়াজ্জাহ আছি, আমার দশ লতীফা জ্বনাব পীর ও দাদা পীর সাহেব কেবলার দশ লতীফার উছলায় আল্লাহ তায়ালায় আরশে মোয়াল্লাহর দিকে মুতাওয়াজ্জাহ আছে। আল্লাহ তায়ালায় আরশে মোয়াল্লাহ হইতে হাকিকতে ছুলতানুল আজ্জকারের ফায়েজ আমার দশ লতীফায় আসুক।

### রহমতের ফায়েজ ও নিয়াত

নিয়ত : আমি আমার লতীফা কালবের দিকে মুতাওয়াজ্জাহ আছি, আমার কালক জ্বনাব পীর ও দাদা পীর সাহেব কেবলার কালবের উছলায় আল্লাহ তায়ালায় আরশে মোয়াল্লাহর দিকে মুতাওয়াজ্জাহ আছে। আল্লাহ তায়ালায় আরশে মোয়াল্লাহর তরফ হইতে কাদেরিয়া তরিকার নিছবাত অনুযায়ী ইয়া আল্লাহ ইয়া রাহমানু, ইয়া রাহিম, ইয়া হাইয়ু, ইয়া কাইউমু, ইয়া রাহমাতাল্লিল আলামিন নাম সমূহের রহমতের ফায়েজ মোহাক্কতের সহিত আমার কালবে আসুক।

হালত : প্রকাশ থাকে যে রাত্রি শেষের ভাগে আরামকে হারা করিয়া নিবিষ্ট চিন্তে করুন সুরে নিম্নের নাম সমূহ ধরে কাঁদিতে থাকিবেন নাম গুলো এই ইয়া আল্লাহ, ইয়া রাহমানু, ইয়া রাহিম, ইয়া হাইয়ু ইয়া কাইউমু, ইয়া রহমাতাল্লিল আলামিন নাম সমূহের রহমতের ফায়েজ মোহাক্কতের সহিত আমার কালবে আসুক। কিছুদিন এই আমল নিগুর ত্বত্য ও একাগ্রতায় করিবেনতো ইনশা আল্লাহল আজিজ, আল্লাহ তায়ালায় তরফ হইতে অদর্শনীয় বস্তু দর্শন লাভ করিতে পারিবেন।



### নফি এছবাত জিকিরের নিয়ম প্রণালী

নামাজের ন্যায় বসিয়া চক্ষু বন্ধ করে মাথা নত করিয়া নিম্ন রূপ নিয়ত করবে।

নিয়ত : আমি আমার লতীফা কালরে দিকে মুতাওয়াজ্জাহ আছি, আমার কালব জ্বনাব পীর ও দাদা পীর সাহেব কেবলার কালবের উছলায় আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে কাদেরিয়া তরিকার নিছবাত অনুযায়ী নফি এছবাতের জিকিরের ফায়েজ রুহানী তাওয়াজ্জুহ ও জিয়ারত ও মোহাক্কতের ফায়েজ আমার কালবে আসুক।

### জিকিরের নিয়ম

নামাজের ন্যায় বসিয়া চক্ষু বন্ধ করে মাথা নত করিয়া আল্লাহকে হাজির ও নাজির রাখিয়া নিবিষ্ট চিত্তে এই ভাবে জিকির করিবেন প্রথম লা শব্দকে লতীফা নাফছ অর্থাৎ (নাভিমূলে) হইতে সাজোরে টানিয়া রুহ লতীফার উপর দিয়া ডান কাঁধ পর্যন্ত নিয়া যাইবে তার পর ইলাহা শব্দকে লতীফা আখকা অর্থাৎ মাথার তালু হইতে বাহির করিয়া লতীফা খফীর (কপালের) উপর দিয়া লতীফা ছিরের (বুকের করা) উপর পৌছাইবে এবং তথা হইতে (ইল্লাল্লাহ) শব্দকে কালবের উপর সাজোরে জরফ দিবে এই ভাবে অনেক বার জিকির করিতে থাকিবে।

### কাদেরিয়া তরিকার এছমে জাতের পাছ আন পাছ

শ্বাস টানিবার সময় (আল্লাহ) শব্দ এবং শ্বাস ছাড়িবার সময় (হ) শব্দ থিয়াল রাখা। ইহা সব সময় থিয়াল রাখিবেন যেন একটা দমও অনর্থক ব্যয় না হয়। উহা মুখে বলিতে হইবে না।

### নফি এছবাতের পাছ আন পাছ

শ্বাস ছাড়িবার সময় (লা ইলাহা) শব্দ এবং শ্বাস টানিবার সময় (ইল্লাল্লাহ) শব্দ থিয়াল করা, মুখে কিছু বলিতে হইবে না ইহা সব সময় করিবে।

## নফি এছবাত জিকিরের নিয়ম প্রণালী

নামাজের ন্যায় বসিয়া চক্ষু বন্ধ করে মাথা নত করিয়া নিম্ন রূপ নিয়ত করবে।

নিয়ত : আমি আমার লতীফা কালরে দিকে মুতাওয়াজ্জাহ আছি, আমার কালব জুবাব পীর ও দাদা পীর সাহেব কেবলার কালবের উছলায় আল্লাহ তায়ালায় তরফ হইতে কাদেরিয়া তরিকার নিছবাত অনুযায়ী নফি এছবাতের জিকিরের ফায়েজ রুহানী তাওয়াজ্জুহ ও জিয়ারত ও মোহাক্কাতের ফায়েজ আমার কালবে আসুক।

### জিকিরের নিয়ম

নামাজের ন্যায় বসিয়া চক্ষু বন্ধ করে মাথা নত করিয়া আল্লাহকে হাজির ও নাজির রাখিয়া নিবিষ্ট চিন্তে এই ভাবে জিকির করিবেন প্রথম লা শব্দকে লতীফা নাফছ অর্থাৎ (নাভিমূলে) হইতে সাজোরে টানিয়া রুহ লতীফার উপর দিয়া ডান কাঁধ পর্যন্ত নিয়া যাইবে তার পর ইলাহা শব্দকে লতীফা আখকা অর্থাৎ মাথার তালু হইতে বাহির করিয়া লতীফা খফীর (কপালের) উপর দিয়া লতীফা ছিরের (বুকের করা) উপর পৌছাইবে এবং তথা হইতে (ইল্লাল্লাহ) শব্দকে কালবের উপর সজোরে জরফ দিবে এই ভাবে অনেক বার জিকির করিতে থাকিবে।

### কাদেরিয়া তরিকার এছমে জাতের পাছ আন পাছ

শ্বাস টানিবার সময় (আল্লাহ) শব্দ এবং শ্বাস ছাড়িবার সময় (হ) শব্দ খিয়াল রাখা। ইহা সব সময় খিয়াল রাখিবেন যেন একটা দমও অনর্থক ব্যয় না হয়। উহা মুখে বলিতে হইবে না।

### নফি এছবাতের পাছ আন পাছ

শ্বাস ছাড়িবার সময় (লা ইলাহা) শব্দ এবং শ্বাস টানিবার সময় (ইল্লাল্লাহ) শব্দ খিয়াল করা, মুখে কিছু বলিতে হইবে না ইহা সব সময় করিবে।

## কাদেরিয়া তরিকার জরবী জিকিরের নিয়ম ও নিয়ত

প্রথমে ছোয়াব রেছানী করিবে যেমন ১. আছ তাগ ফিরুদ্দাহা ৭ বার ২. বিছমিল্লাহের সহিত আলহামদো ছুরা ৩ বার ৩. বিছমিল্লাহের সহিত কুলহো আল্লাহো ছুরা ১০ বার ৪. বিছমিল্লাহ ১ বার দরুদ শরীফ ১১ বার তারপর মোনাজাত করিবেন।

মোনাজাত : আল্লাহ্মা আমিন ইয়া রক্বুল আলামিন আমি যাহা কিছু পড়িয়াছি ইহার ছোয়াব হজরত নবী করিম (ছাঃ) রওজা মোবারকে পৌছাইয়া দিন মাওলানা এবং তিনার আওলাদে এজাম ও আছহাবে কেরাম (রঃ) ও হজরত আদম (আঃ) হইতে যত আখিয়া (আঃ) ও আউলিয়ায়ে কেরাম (রঃ) ওজরিয়া গিয়াছেন তিনাদের পাক রুহে এর ছোয়াব পৌছাইয়া দিন মাওলা! তিনাদের পাক রুহের দোয়ার বরকতে আল্লাহ আল্লাহ জিকিরের ফায়েজ রুহানী ও মোহাক্কতের ফায়েজ আমার ক্বালবে আসুক। আমি যত ওনা করিয়াছি সমস্ত ওনাহ হইতে তওবা করিলাম মাফ করিয়া দাও আমিন ছুম্মা আমিন বাহাঙ্কে লা-ইলাকা ইল্লাল্লাহ মোহাম্মাদুর রাছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহো আলাইহি ওয়াছাল্লাম।

## এক জরুরী জিকিরের নিয়ত

নিয়ত : আমি আমার ক্বালকের দিকে মুতাওয়াজ্জাহ হইলাম, আমার ক্বালব জ্বনাব পীর ও দাদা পীর সাহেব কেবলার ক্বালবের অছিলায় এক জরবী জিকিরের ফায়েজ আমার ক্বালবে আসুক।

আল্লাহ শব্দ মুখে উচ্চারণ করে ক্বালবে জরব দিবে দ্বিতীয় বার শাস টানিবার সময় (আল্লাহ) শব্দ উচ্চারণ করে হল কুমে জরফ দিবে।

## দুই জরবী জিকিরের নিয়ম

আল্লাহ শব্দকে সজোরে একবার ডান জানুতে ও দ্বিতীয় বার (আল্লাহ) শব্দ ওয়াকফের সহিত ক্বালবের উপর সজোরে জরব দিতে থাকিবে, নিয়ত উক্ত এক জরবীর স্থলে এক জরবী জরবীর স্থলে দুই জরবী তিন জরবীর স্থলে তিন জরবীর চার জরবীর স্থলে চার জরবী বলিয়া নিয়ত করিবে।



### তিন জরবী জিকিরের নিয়ম

চারি জানু হইয়া বসিয়া (আল্লাহ) শব্দ প্রথমে ডান জানুতে একবার, দ্বিতীয় বার বাম জানুতে তৃতীয় বার (আল্লাহ) শব্দকে কালবের উপর জরব দিবে।

### চারি জরবী জিকিরের নিয়ম

উক্ত রূপ নিয়ত করে চারি জানু হইয়া বসিয়া প্রথমে (আল্লাহ) শব্দ ডান জানুতে জরব দিবে, দ্বিতীয়বার বাম জানুতে জরব দিবে, তৃতীয় বার কালবে জরব দিবে, চতুর্থবার (হ) শব্দ সামনের দিকে সজোরে ছাড়িবে।

প্রকাশ থাকে যে প্রত্যেক বারে শেষ জরব অপেক্ষাকৃত জোরে হওয়া চাই। জরবী জিকির উপরোক্ত নিয়ম ব্যতীত তারও তিন প্রকার করা যায়। তরিকতের বড় বড় কেতাব দেখে শিখিবেন।

### জিকিরের আদব

১. জিকির কারীর মুখ ও জিহ্বা পরিষ্কার থাকা চাই মুখে কোন দুর্গন্ধ থাকিলে তখন অতি তাড়াতাড়ি মেছোয়াক করিয়া নিবেন।
২. অজুর সহিত কেবলা মুখী হইয়া বসিবেন।
৩. বিনয়, নম্রতা ও সকল প্রকার চিন্তা ভাবনা থেকে মুক্ত ইয়া আল্লাহ তায়ালায় উপর পূর্ণ আন্তরিকতার সহিত জিকির করিবেন।
৪. জিকির আজকার যা কিছু করা হয় উহার অর্থ ও সারমর্ম উত্তম রূপে চিন্তা ও গবেষণা করিবেন।
৫. জুবাব নবী করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন যে সব চাইতে ফজিলত পূর্ণ জিকির হইল কোরান শরীফ তেলাওত করা।
৬. জিকিরের সময় আল্লাহ তায়ালায় রহমতের আশা করিবেন, সকল প্রকার আজাবের কথা স্বরণ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন।

### জিকিরের ফজিলত

মানুষের শরীরের সর্বশ্রেষ্ঠ একটা অঙ্গ আছে সেই অঙ্গটির নাম হইল কালব (অস্ত্র)। মানুষ যদি অস্ত্রকে জিকিরের দ্বারা সুস্থ ও সবল ও পবিত্র রাখিতে পারে

সেই মানুষ ইহকালে ও পর কালে অত্যাধিক সুখের অধিকারী হইতে পারিবে। আর যদি গাফিলতি করে তাহা হইলে পরকালে অধিক দুঃখ কষ্ট ভোগ করিতে হইবে। দিলকে সুস্থ সবল ও পবিত্র রাখার এক মাত্র উপায় হইল আল্লাহ পাকের জিকির করা, জিকিরের দ্বারা কালব ও নাফছ রওশন হয় ফলে শ"য়তান সেখান হইতে বিতারিত হইয়া যায়। (পৃষ্ঠা-৯১১-৪৯৬১)

১. হজুর (ছাঃ) আরও একটি হাদিছে বর্ণনা করিয়াছেন যে যদি কোন দল জিকিরের মজলিশ থেকে পলায়ন করে চলিয়া যায়, তবে মনে করো যে উহারা মৃত গাধার মাংশ ভক্ষন করে চলে গেল, কিয়ামতের দিন ঐ সব মজলিশ তাদের জন্য আফছোছের কারণ হবে।
২. আরও এক হাদিছে বর্ণিত আছে যে কোন ব্যক্তি বিপুল ধন রত্ন বা টাকা পয়সা দান বা খয়রাত করিতে থাকে অপর এক ব্যক্তি ততোটুকু সময় আল্লাহ তায়ালা জিকির করতে থাকে আল্লাহ পাক জিকিরের মর্তবা বেশী দিয়া থাকেন।
৩. হজুর (ছাঃ) আরও বলেন আল্লাহ পাকের নেক বান্ধা ঐ ব্যক্তি যাহারা আল্লাহ পাকের জিকিরের জন্য চন্দ্র, সূর্য, তারা ও ছায়াকে অনুসরণ করিয়া থাকে অর্থাৎ উহার দ্বারা নির্ধারিত করিয়া সময় সুজুগ মত আল্লাহ পাকের জিকিরে মশগুল হয়।
৪. হজুর (ছাঃ) আরও একটি হাদিছে এরশাদ করিয়াছেন এতবেশী পরিমাণে জিকিরে মশগুল থাকো যে লোকে তোমাকে যেন পাগল অথবা দেওয়ানা বলে।
৫. অন্য এক হাদিসে বর্ণিত আছে হজুর (ছাঃ) বলেন আমি আল্লাহ তায়ালা নামে শপথ করিয়া বলছি যে এমনও কোন লোক আছে যাহারা নরম গদিওয়ালা বিছানায় শুইয়া থাকেন অথচ আল্লাহ পাকের জিকির অবস্থায় থাকে উহাদেরকে আল্লাহ পাক জান্নাতের মধ্যে প্রবেশ করার অনুমতি দান করবেন।
৬. হজুর (ছাঃ) আরও বলেন যাদের রমনী সদা সর্বদা আল্লাহ পাকের জিকিরের মধ্যে মশগুল থাকে তাহারা আল্লাহ তায়ালা রহমতের জরিয়তে হাসতে হাসতে জান্নাতে প্রবেশ করিবেন। সুবহানাল্লাহ।

## দরুদে রুইয়াতে নবী বা দরুদে উম্মি

হযরত বড় পীর (রঃ) ছাহেব গনিয়াতুল্লাহেবিন নামক কেতাবে লেখিয়াছেন যে হজুর (ছঃ) বলিয়াছেন যে ব্যক্তি শুক্রবার রাতে দুই রাকাত নফল নামাজ এই লিখিত নিয়মে পড়ে যে, প্রত্যেক রাকাতে ছুরা ফাতেহার পর আয়তুল কুরছী এক বার ও ছুরা এখলাছ বা (কুলহো আল্লাহ) ১৫ বার এবং নামাজ আদায় করিয়া নিম্নের এই দরুদ শরীফ ১০০০ বার তেলাওত করিবে নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা ফজল ও করমে সেই ব্যক্তি আমাকে সপ্নযোগে দেখিতে পাইবে। যদি ঐ রাতে নাদেখে তবে দ্বিতীয় শুক্রবার আসিবার পূর্বেই আমাকে দেখিতে পাইবে এবং তাহার সমস্ত গুনাহ মাফ হইয়া যাইবে।

দরুদে উম্মি-যথা : আল্লাহ্মা ছাল্লিআলা ছায়্যিদিনা মোহাম্মাদিনীন নাবিইল উম্মিয়ি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লিম-১০০০ বার।

## অজু

নামাজ সহি শুদ্ধ হওয়ার জন্য পবিত্রতাকে আবশ্যকীয় পূর্বশর্ত করা হয়েছে। পবিত্র কোরআনের সুরা মায়িদাহ্ এর ৬ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন- “হে বিশ্বাসীগণ তোমরা যখন নামাজ পড়বার ইচ্ছা করবে তখন তোমাদের মুখ মণ্ডল ও কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত করবে।” প্রিয় নবী (স:) এরশাদ করেছেন “পবিত্রতা অর্জন করা ছাড়া নামাজ সহী হবে না।” (তিরমিজি) রাসুলুল্লাহ (স:) আরো বলেছেন, “যে ব্যক্তি অজু করে এবং তাহা যথাযথ ভাবে করে তাহার দেহ হতে যাবতীয় গুনাহ বাহির হইয়া যায় এমনকি তাহার নখের ভিতর হইতেও বাহির হইয়া যায়।

## অজুর ফজিলত

হজুর (ছঃ) একদিন ছাহাবগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন তোমাদিগকে কি এমন কর্ম শিক্ষা দিব যদ্বারা তোমাদের সমুদয় গুনা আল্লাহ তায়ালা মাফ করিয়া দিবেন এবং সবচেয়ে উচ্চ স্থান লাভ করিবে? ছাহাবগণ আরজ করিলেন হজুর অনুগ্রহ করিয়া সেই আমল আমাদেরকে শিক্ষা দিন। হজুর (ছঃ) বলিলেন শীত কালে যে



ব্যক্তি সব সময় অজু করিয়া মসজিদের দিকে যায় ও এক নামাজের পর পরবর্তী নামাজের জন্য অপেক্ষা করে সে ব্যক্তি জেহাদের মর্তবা লাভ করিবে।

এক ব্যক্তি হজুর (ছাঃ) কে জিজ্ঞাসা করিলেন ইয়া রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) কেয়ামতের দিন আপনি হাশর প্রান্তরে লাখ-লাখ, কোটি-কোটি মানুষের মধ্যে আপনার উম্মতগণকে কি প্রকারে চিনতে পারবেন? হজুর (ছাঃ) বলিলেন আমার উম্মতগণের মধ্যে যাহারা নামাজের সময় অজু করে সেই অজুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলি সেই দিন নুরের মতন উজ্জ্বল হবে, অন্য কাহারো সেই রূপ হইবেনা হজুর (ছাঃ) আরও বলিয়াছেন যে ব্যক্তি ভাল করিয়া অজু করে তাহার সমস্ত শরীর হইতে এবং এমন কি। হাতের নখের ভিতর হইতে ওনাহ সমূহ বাহির হইয়া যায়। অজু করার সময় কোন কথা না বলা হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে যখন কোন ব্যক্তি অজু করে তখন আল্লাহ তায়ালা চার জন ফেরেস্টা ঐ ব্যক্তির মাথার উপর চাদর ধরিয়া থাকেন, যদি সেই ব্যক্তি অজুর মধ্যে কোন কথা না বলে তবে তাহাকে চাদর পড়াইয়া দেওয়া হয় এবং ফেরেস্টা গণ ঐ ব্যক্তির জন্য দোয়ায়ে মাগফেরাত কামনা করিতে থাকেন। আর যদি ঐ ব্যক্তি একটি কথা বলে তখন এক জন ফেরেস্টা ঐ চাদরের এক কোনা ছাড়িয়া চলিয়া যায় আর যদি দুইটি কথা বলে তখন আর এক ফেরেস্টা ২নং কোনা ছাড়িয়া চলিয়া যায় আর যদি তিনটি কথা বলে তখন আর এক ফেরেস্টা ৩নং কোনা ছাড়িয়া চলিয়া যায় এই ভাবেই চার জনই চাদর ছাড়িয়া চলিয়া যায়।

অজুর পর দুই রাকাত তাহইয়াতুল অজুর নামাজ পড়িতে হয়। হাদিছ শরীফে বর্ণিত আছে এক দিন হজুর (ছাঃ) হজরত বিল্বাল (রাঃ) কে জিজ্ঞাসা করিলেন হে বিল্বাল তুমি এমন কি আমল করিয়া থাক যাহার বিনিময়ে আমি তোমার পায়ের শব্দ বেহেশ্তের মধ্যে হইতে শুনিতে পাই, হজরত বিল্বাল (রাঃ) বলিলেন আমি ভাল করিয়া অজু করিও তার পর দুই রাকাত তাহইয়াতুল অজুর নামাজ পড়িয়া থাকি। এখন আমাদের গভীর চিন্তা চর্চা করা উচিত। অজুর মধ্যে যে গুলো নিয়ম নীতি আছে সমস্ত নিয়ম পদ্ধতি পালন করিয়া অজু করিবেন।

### মেসওয়াক

হজুরে পাক (স:) বলেছেন, মুমিনদের উপর যদি কষ্টকর না হইত তবে আমি তাহাদিগকে প্রত্যেক নামাজের পূর্বে মেসওয়াক করিতে বলিতাম। (মুসলিম)

আবু বকর ইবনে নাফে আল আবদী (রহ:) হযরত আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণনা করেছেন যে হজুর পাক (স:) ঘরে ঢুকিয়াই সর্বপ্রথম মেসওয়াক করিতেন। (মুসলিম)

অপর এক হাদিসে হজুর (স:) বলেছেন, “মেসওয়াক করে দু'রাকাত নামাজ পড়া বিনা মেসওয়াকের ৭০ রাকাত নামাজ পড়ার চেয়েও উত্তম।” (আবু নায়ীম)

### চিশতীয়া তরিকার লতীফার স্থান ও নুরের বর্ণনা ও ছবকাদি

উক্ত তরিকা সমূহের নাম ও রং ও নুরের বর্ণনা।

১. লতীফা ক্বালব : ইহার স্থান বাম স্তনের দুই আঙ্গুল নিম্নে, ইহার নুরের বর্ণ লাল, কাহারো মতে সরিসার ফুলের মতন, উহার ফায়েজ হজরত আদম (আঃ) এর পাক কদম মোবারক হইতে আসে।
২. লতীফা রুহ : ইহার স্থান ডাইন স্তনের দুই আঙ্গুল নিম্নে, ইহার নুরের বর্ণ (সাদা) কাহারো মতে (লাল) উহার ফায়েজ হজরত নুহ (আঃ) ও হজরত ইব্রাহিম (আঃ) এর পাক কদম মোবারক হইতে আসে।
৩. লতীফা ছির : ইহার স্থান বক্ষের মধ্য স্থানে। ইহার নুরের বর্ণ (সবুজ) কাহারো মতে (সাদা)। ইহার ফায়েজ হজরত মুছা (আঃ) এর পাক কদম মোবারক হইতে আসে।
৪. লতীফা খফী : ইহার স্থান কপালের মধ্যে স্থানে। ইহার নুরের বর্ণ (নীল) কাহারো মতে (কালো) উহার ফায়েজ হজরত ইছা (আঃ) এর পাক কদম মোবারক হইতে আসে।

৫. লতীফা আখকা : ইহার স্থান মাথার তালুতে। ইহার নুরের বর্ণ (কালো) কাহারো মতে (সবুজ) উহার ফায়েজ হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) এর পাক কদম মোবারক হইতে আসে।
৬. লতীফা নাকছ : ইহার স্থান নাভী মূলে কালব পরিষ্কার হইবার পর উহার নুরের বর্ণ (হলুদ) হইবে কাহারো মতে (নীল)।

### আব, আতশ, খাক, বাদ, ইহাদের স্থান সমস্ত শরীরে

#### ছোয়াব রেছানীর নিয়ম :

১. বিছমিল্লাহ ১ বার তার পর আছতাগফিরুল্লাহ ৩ বার বা ৭ বার ২. বিছমিল্লাহ সহ ছুরা ফাতেহা (আলহামদো) ৩ বার ৩. বিছমিল্লাহ সহ ছুরা এখলাছ (কুলহোওল্লাহ) ১০ বার বা ১২ বার ৪. বিছমিল্লাহ ১ বার তার পর দরুদ শরীফ ১১ বার।

এর পর দেওয়া বখশাইবে বা মোনাজ্জাত করিবেন। যথা—

আল্লাহুমা আমিন ইয়া রক্বুল আলামিন আমি যাহা কিছু পড়িয়াছি ইহার মধ্যে সমস্ত ভুল ত্রুটি মার্জনা করিয়া ইহার ছোয়াব আমার হাবিবে দোজাহান তাজদারেমদিনা ছরওয়ারে কায়নাত আকায়ে নামদার হজুরে পাক (ছাঃ) এর পাক রওজায় মদিনা মনোয়ারায় পৌছাইয়া দিন মাওলা ও তাহার আল আছহাব খোলফায়ে রাশেদীন তিনাদের আরওয়া পাকে এই ছোয়াব নজর পৌছাইয়া দিন মাওলা এবং তারিকার যত গাউছ কুতুব অলিয়ে আবদাল গন ওজারিয়া গিয়াছেন তিনাদের আরওয়া পাকে ছোয়াব নজর পৌছাইয়া দিন মাওলা আমিন ছুম্মা আমিন।

প্রত্যেক দিন ফজরের নামাজ আদায় করার পর উক্ত নিয়মে ছোয়াব রেছানীকরিবেন।

লতীফা কালবের দিকে (স্বীয় বাম স্তনের দুই আঙ্গুল নিয়ে) খিয়াল করিয়া চক্ষু বন্ধ করতঃ ও নিয়ে রূপ নিয়ত করিবেন—



### ফজরের দরুদ শরীফ পড়িবার নিয়ত

আমি আমার লতীফা কালবের দিকে মুতাওয়াজ্জাহ আছি, আমার কালব জুবাব পীর ও দাদা পীর সাহেব কেবলার কালবের উছলায় হজরত শায়েখ খাজা মইন উদ্দিন চিশতী (রঃ)-এর কালবের দিকে মুতাওয়াজ্জাহ আছে। তাহার কালব হজরত নবী করিম (ছাঃ) এর কালবের দিকে মুতাওয়াজ্জাহ আছে। তিনার কালব হইতে রুহানী তাওয়াজ্জুহ ও জিয়ারত ও মোহাক্কাতের ফায়েজ আমার কালবে আসুক।

এই রূপ নিয়ত করিয়া কালবের দিকে খিয়াল করিয়া চক্ষু বন্ধ করতঃ নিম্ন লিখিত দরুদ শরীফ ১০০ বার পরিবেন।

### ফজরের দরুদ শরীফ

আল্লাহুম্মা ছান্নি আলা ছাইয়িদিনা মোহাম্মাদিন ছাইয়িদিল মোরছালিন ওয়া আলা মুহিয়ে ছুন্নাতিহী আশ শায়খো হজরত খাজা মইন উদ্দিন চিশতী (রঃ) ইমা মুস্তারিকাতে অল আউলিয়া হইল কামেলিন।

এশার নামাজ আদায় করার পর আবার ঐ রূপ ছোয়াব রেছানী করিবেন। অতঃপর কালবের দিকে খিয়াল করিয়া চক্ষু বন্ধ করতঃ নিম্ন রূপ নিয়ত করিবেন।

### এশার দরুদ শরীফ পড়িবার নিয়ত

আমি আমার লতীফা কালবের দিকে মুতাওয়াজ্জাহ আছি, আমার কালব জুবাব পীর ও দাদা পীর সাহেব কেবলার কালবের উছলায় হজরত নবী করিম (ছাঃ) এর কালবের দিকে মুতাওয়াজ্জাহ আছে। তিনার কালব হইতে রুহানী তাওয়াজ্জুহ ও জিয়ারত ও মোহাক্কাতের ফায়েজ আমার কালবে আসুক।

এই রূপ নিয়ত করিয়া কালবে খিয়াল করতঃ চক্ষু বন্ধ করিয়া নিম্ন লিখিত দরুদ শরীফ ১০০ বার পরিবেন।

### এশার দরুদ শরীফ

আল্লাহুমা ছান্নিআলা সায়্যিদিনা মোহাম্মাদিনীন নাবিয়িল উম্মিহিয়া ওয়া আলিহী ওয়া ছান্নিম ।

বিঃদ্রঃ যাহারা নতুন মুরীদ হইলেন তাহারা উক্ত দরুদ শরীফ দুই বেলা নিয়মিত ভাবে এক মাস আমল করিবার পর বাড়ীতে পীরের সহিত সাক্ষাত করিয়া ছবক বদল করিয়া নিবেন, পীরের নিকট আসিয়া মশক করিলে পীরের তাওয়াজ্জুহ ও ফায়েজের (প্রভাব) বরকতে তরিকায় খুব শীঘ্র উন্নতি হইয়া থাকে । হজরত খাজা মইন উদ্দিন চিশতী (রঃ) এবং খাজা বখতিয়ার কাকী (রঃ) ২০ বছর যাবত পীরের খেদমতে হাজির থাকিয়া বাতেনী এলেম শিক্ষা করিয়া ছিলেন । অবস্থা বুজিয়া পীর সাহেব ছবক বদল করিয়া দিবেন । মনে রাখিবেন চিশতীয়া তরিকার ২৫ দফা ছবক আছে । এই সমস্ত ঠিকমত মসক করিলে তবেই তো বেলায়েতে ও কামীলিয়াতের দরজা প্রাপ্ত হইবেন ।

তাওয়াজ্জুহ বা ফায়েজ কাহাকে বলে : ইহার অর্থ প্রভাব । উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যেমন পানীর প্রভাবে শরীর ঠাণ্ডা হয় এবং আগুনের প্রভাবে শরীর গরম হয় সেই রূপ সঙ্গ লাভের বরকতে মুরীদের উপর ঐরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে, ইহাকেই ফায়েজ বলা হয় ।

### জলি জিকিরের নিয়ম

লা-লিহা ইল্লাল্লাহ জিকির করিতে হয় ।

নিয়ম : আমি আমার লতীফা কালবের দিকে মুতাওয়াজ্জাহ আছি, আমার কালব জ্বনার পীর ও দাদা পীর সাহেব কেবলার কালবের উছলায় আল্লাহ তায়ালা দিকে মুতাওয়াজ্জাহ আছে । আল্লাহতায়ালা তরফ হইতে চিশতীয়া তরিকার নিছবাত অনুযায়ী জলি জিকিরের ফায়েজ মোহাক্কতের সহিত আমার কালবে আসুক ।

নকী এছবাতের জিকির এই নিয়মে ছয় লতীফার জিকির করিবে চক্ষু বদ্ধ করিয়া (লা) শব্দ খিয়ালের সহিত নাভী হইতে বাহির করিয়া ক্রহের উপর দিয়া ডাইন কাঁধ পর্যন্ত পৌছাইবেন তারপর (ইলাহ) শব্দ ঐ খান হইতে আখকা

(মাখার তালু) পর্যন্ত পৌছাইবেন এবং মাখার তালু হইতে (ইল্লাল্লাহ) শব্দ বাহির করিয়া কালবে আঘাত করিতে থাকিবেন এবং অর্ধের প্রতি খিয়াল করিবেন।

জিকিরের নিয়ম বা তরিকা চক্ষু বন্ধ ও মাথা নত করিয়া এই ভাবে জিকির করিবেন।

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা-ইলাহা ইল্লাহা-ইল্লাল্লাহ এই ভাবে কিছু সময় করিবার পর আবার অন্য পদ্ধতিতে করিবে লা-মাক ছুদা ইল্লাল্লাহ-লা মা বুদা ইল্লাল্লাহ তার পর লা-মরতোবা ইল্লাল্লাহ লা মরতোবা ইল্লাল্লাহ তারপর লা-মাহবুবা ইল্লাল্লাহ-লা মাহবুবা-ইল্লাল্লাহ তার পর লা-জাহিলা ইল্লাল্লাহ-লা-জাহিলা ইল্লাল্লাহ লা বাতिला ইল্লাল্লাহ তারপর ছাইয়িদিনা ওয়া-মাওলানা মোহাম্মাদুর রাছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহো আলাইহি ওয়া ছাল্লাম এই নিয়মে কিছু সময় করার পর।

আল্লাহ-হাজিরী আল্লাহ-নাজিরী আল্লাহ শা-হিদী আল্লাহ মায়ী এই ছবক কমেও ৩ বার করিবেন।

এই ছবক মশকের সময় পুষ্টিকর খাদ্য খাইবেন। যখন নফী এছবাতের জলি জিকিরের প্রতি ফল অনুভব হইবে তারপর খফী জিকির মশক করিতে হবে। চলা ফিরার সময় পাছ আনপাছ অর্থাৎ শ্বাস গ্রহণ কালে (আল্লাহ) এবং শ্বাস ছাড়িবার সময় (হ) শব্দ খিয়ালের সহিত করিবেন তার পর নফী এছবাতের পাছ আন পাছ শ্বাস ফেলিবার সময় (লা-ইলাহা) এবং শ্বাস গ্রহণ কালে কালবে থাক্কা দিয়া (ইল্লাল্লাহ) জরব দিবে, মুখ বন্ধ করিয়া শুধু নিশ্বাস দ্বারা সব সময় করিবেন।

### সমস্ত লতীফা সমূহের মোরা কাবার পদ্ধতি বা তরিকা

(১) তওবার মোরা কাবা কালবের মোকাম-বাম তনের দুই আঙ্গুল নিম্নে  
নিয়ত : আমি আমার লতীফা কালবের দিকে মুতাওয়াজ্জাহ আছি, আমার কালব জুনাব পীর ও দাদা পীর সাহেব কেবলার কালবের উছলায় আল্লাহ তায়ার আরশে মোয়াল্লাহ হইতে চিশতীয়া তরিকার নিছবাত অনুযায়ী উক্ত কালাম সমূহে জরিওতে হজুরী মায়ীয়াতের ফায়েজ মোহাক্কাতের সহিত আমার কালবে আসুক।

হালত : এই ছবক হজরত আদম (আঃ) এর জিয়ারত নছিব হইবে মধ্যো-মধ্যে এই আয়াত শরীফ পাঠ করিবে যথা রাক্বান জালামনা আন ফোছানা



ওয়া ইল্লাম তাগ ফিরলানা ওয়াতারহামনা লানা কু-নান্না মিনাল খাছেরীন বা আছতাগ ফিরুল্লাহা রক্বি মিন কুল্লে জাম্বিও ওয়াতুবু এলাইহি।

(২) এনাবাত মোকামের মোরাকাবা [রুহের মোকাম ডান স্তনের দুই আঙ্গুল নিয়ে]

নিয়ত : আমি আমার লতীফা রুহের দিকে মুতাওয়াজ্জাহ আছি, আমার রুহ জ্বনাব পীর ও দাদা পীর সাহেব কেবলার রুহের উছলায় আল্লাহ তায়ালায় আরশে মোয়াল্লাহর দিকে মুতাওয়াজ্জাহ আছে। আল্লাহ তায়ালায় আরশে মোয়াল্লাহ হইতে হাকিকত এনাবাত মোকামের ফায়েজ মোহাব্বতের সহিত আমার রুহে আসুক।

হালত : উক্ত মোরা কাবা কালে আল্লাহ তায়ালায় খিয়াল অন্তরে প্রকাশ পাইবে আল্লাহ তায়ালায় স্বরণ হইতে গাফেল হইলে তওবা করিবে। ইহাতে রেজা মোকামের ভাবের অভ্যাস হয়।

(৩) যুহুদ কোমামের মোরাকাবা (ছিরের মোকাম বুকের মধ্য স্থানে)

নিয়ত : আমি আমার লতীফা ছিরের দিকে মুতাওয়াজ্জাহ আছি, আমার ছির জ্বনাব পীর ও দাদা পীর সাহেব কেবলার ছিরের উছলায় আল্লাহ তায়ালায় আরশে মোয়াল্লাহর দিকে মুতাওয়াজ্জাহ আছে। আল্লাহ তায়ালায় আরশে মোয়াল্লাহ হইতে হাকিকতে যুহুদ মোকামের ফায়েজ মোহাব্বতের সহিত আমার ছিরে আসুক।

হালত : মধ্য-মধ্যে আল্লাহ বলিবেন জরুরী কার্যব্যতিত দুনিয়ার অন্যান্য সমস্ত কার্য ত্যাগ করিতে ইচ্ছা হইবে এবং অন্তর ওনাহ হইতে দূরে থাকিতে ইচ্ছা হইবে।

(৪) অরা মোকামের মোরাকাবা (খফীর মোকাম কপালের মধ্যস্থানে)

নিয়ত : আমি আমার লতীফা খফীর দিকে মুতাওয়াজ্জাহ আছি, আমার খফী জ্বনাব পীরও দাদা পীর সাহেব কেবলার খফীর উছলায় আল্লাহ তায়ালায় আরশে মোয়াল্লাহর দিকে মুতাওয়াজ্জাহ আছে। আল্লাহ তায়ালায় আরশে মোয়াল্লাহ হইতে হাকিকতে অরা মোকামের ফায়েজ মোহাব্বতের সহিত আমার খফীতে আসুক।

হালত : এই মোরা কাবায় হজরত মোহাম্মদ (ছঃ) এর জিয়ারত নছিব হইবে। সন্দেহের বস্তু হইতে দূরে থাকিতে ইচ্ছা হইবে। আল্লাহ তায়ালা কলাম (আতি উল্লাহা ওয়া আতিউর রাছুল) তোমরা আল্লাহ এবং তাহার রাছুলের তাবেদারী কর এই আয়াতের মর্ম ছালেকের অন্তরে পরিলক্ষিত হইবে। মধ্যে-মধ্যে আল্লাহ বলিবেন।

(৫) শোকর মোকামের মোরা কাবা (আখফার মোকাম-মাখার তালুতে)

নিয়ত : আমি আমার লতীফা আখফার দিকে মুতাওয়াজ্জাহ আছি, আমার আখফা জ্বনাব পীর ও দাদা পীর সাহেব কেবলার আখফার উছলায় আল্লাহ তায়ালা আরশে মোয়াল্লাহর দিকে মুতাওয়াজ্জাহ আছে। আল্লাহ তায়ালা আরশে মোয়াল্লাহ হইতে হাকিকতে শোকর মোকামের ফায়েজ মোহাক্কাতের সহিত আমার আখফায় আসুক।

হালত : মধ্যে মধ্যে আল্লাহ বলিবেন এই মোরা কাবায় শোকর মোকামের হাকিকত খুলিয়া যাইবে। ইহার নুর সবুজ বর্ণ হইবে।

(৬) তাওয়াক্কুল মোকামের মোরা কাবা (নাফছের মোকাম নাভীর স্থানে)

নিয়ত : আমি আমার লতীফা নাফছের দিকে মুতাওয়াজ্জাহ আছি, আমার নাফছ জ্বনাব পীর ও দাদা পীর সাহেব কেবলার নাফছের উছলায় আল্লাহ তায়ালা আরশে মোয়াল্লাহর দিকে মুতাওয়াজ্জাহ আছে, আল্লাহ তায়ালা আরশে মোয়াল্লাহ হইতে হাকিকতে তাওয়াক্কুল মোকামের ফায়েজ মোহাক্কাতের সহিত আমার নাফছে আসুক।

হালত : এই মোরা কাবায় তাওয়াক্কুলের মর্ম অনুভূত হয় এবং আল্লাহ তায়ালা মোহাক্কাত তৈয়ার হয়।

(৭) কানায়াত মোকামের মোরা কাবা (আব, পানীর মোকাম সমস্ত শরীর)

নিয়ত : আমি আমার লতীফা আবের দিকে মুতাওয়াজ্জাহ আছি, আমার 'আব' জ্বনাব পীর ও দাদা পীর সাহেব কেবলার আবের উছলায় আল্লাহ তায়ালা আরশে মোয়াল্লাহর দিকে মুতাওয়াজ্জাহ আছে। আল্লাহ তায়ালা



আরশে মোয়াদ্দাহ হইতে হকিকতে কানায়াত মোকামের ফায়েজ মোহাক্কতের সহিত আমার আবে আসুক।

হালত : কখনও কখনও আল্লাহ বলিবেন। এই মোরাকাবায় আল্লাহ তায়ালা আরশে মোয়াদ্দাহর দিকে মুতাওয়াজ্জাহ আছেন। আল্লাহ তায়ালা আরশে মোয়াদ্দাহ হইতে হকিকতে তাহলিম মোকামের ফায়েজ মোহাক্কতের সহিত আমার আতশে আসুক।

(৮) তাহলিম মোকামের মোরাকাবা (আতশ, আতন, মোকাম সমস্ত শরীর)

নিয়ত : আমি আমার লতীফা আতশের দিকে মুতাওয়াজ্জাহ আছি, আমার আতশ জ্বাব পীর ও দাদা পীর সাহেব কেবলার আতশের উছলায় আল্লাহ তায়ালা আরশে মোয়াদ্দাহর দিকে মুতাওয়াজ্জাহ আছেন। আল্লাহ তায়ালা আরশে মোয়াদ্দাহ হইতে হকিকতে তাহলিম মোকামের ফায়েজ মোহাক্কতের সহিত আমার আতশে আসুক।

হালত : এই মোরাকাবায় হজরত ইব্রাহিম (আঃ) এর ও হজরত ওমর (রাঃ) এর জিয়ারত নছিব হবে।

(৯) রেজা মোকামের মোরাকাবা, (খাক মাটি মোকাম সমস্ত শরীর)

নিয়ত : আমি আমার লতীফা খাকের দিকে মুতাওয়াজ্জাহ আছি, আমার বাদ খাক জ্বাব পীর ও দাদা পীর সাহেব কেবলার খাকের উছলায় আল্লাহ তায়ালা আরশে মোয়াদ্দাহর দিকে মুতাওয়াজ্জাহ আছেন। আল্লাহ তায়ালা আরশে মোয়াদ্দাহ হইতে হকিকতে রেজা মোকামের ফায়েজ মোহাক্কতের সহিত আমার খাকে আসুক।

হালত : এই মোরাকাবায় হজরত আইয়ুব (আঃ) এর জিয়ারত নছিব হইবে।

(১০) ছবর মোকামের মোরাকাবা (বাদ হাওয়া মোকাম সমস্ত শরীর)

নিয়ত : আমি আমার লতীফা বাদের দিকে মুকুতাওয়াজ্জাহ আছি, আমার বাদ জ্বাব পীর ও দাদা পীর সাহেব কেবলার বাদের উছলায় আল্লাহ তায়ালা আরশে মোয়াদ্দাহর দিকে মুতাওয়াজ্জাহ আছেন। আল্লাহ তায়ালা



আরশে মোয়াল্লাহ হইতে হাকিকতে ছবর মোকামের ফায়েজ মোহাক্কতের সহিত আমার বাদে আসুক।

### (১১) চুলতানুল আজকারের মোয়াল্লাহ (দশ লতীফার মোকাম সমস্ত শরীর)

নিয়ত : আমি আমার দশ লতীফার দিকে মুতাওয়াজ্জাহ আছি, আমার দশ লতীফা জুবাব পীর ও দাদা পীর সাহেব কেবলার দশ লতীফার উছলায় আল্লাহ তায়ালা আরশে মোয়াল্লাহর দিকে মুতাওয়াজ্জাহ আছে। আল্লাহ তায়ালা আরশে মোয়াল্লাহ হইতে হাকিকতে চুলতানুল আজকারের ফায়েজ মোহাক্কতের সহিত আমার দশ লতীফার আসুক।

চিশতীয়া তরীকার আরও বহু দফা ছবক আছে যাহা স্বীয় পীর সাহেবের নিকট যাইয়া শিক্ষা করিতে হয়। অতএব পীর সাহেবের নিকট মধ্যে মধ্যে হাজির হবে।

### সাত ব্যক্তি আল্লাহ পাকের আরশের ছায়ার নিচে আশ্রয় পাবে

আন আবি হোরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে ছজুর পাক (ছাঃ) এরশাদ করিয়াছেন যেদিন আল্লাহ তায়ালা আরশের ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া থাকবে না। সেই দিন আল্লাহ তায়ালা সাত নমুনার ব্যক্তিকে আপন রহমতের ছায়ার নিচে আশ্রয়দান করবেন।

১. ন্যায়পরায়ন বাদশাকে ২. যে যৌবন বয়সে আল্লাহ পাকের এবাদত করে ৩. যাহার অন্তর সব সময় মছজিদের সহিত লাগানো থাকে ৪. সেই দুইজন ব্যক্তি যাহারা একমাত্র আল্লাহ পাকের উদ্দেশ্যই একে অপরকে ভাল বাসে আবার আল্লাহ তায়ালা নাফরমানি করার দরুন আবার পৃথক হইয়া যায় ৫. সেই লোক যাকে কোন ভদ্র মহিলা অপকর্মের জন্য নিজের দিকে ডাকে তখন সে ব্যক্তি বলিয়া দেয় যে, আমি আল্লাহকে ভয় করি ৬. যে ব্যক্তি এত গোপনে ছদ্মগা করে যে, তাহার দ্বিতীয় হাতেও উহা টের পায়না ৭. যে ব্যক্তি নিরবে বসিয়া আল্লাহ পাকের জিকির করে ও তাহার চক্ষু হইতে অশ্রু প্রবাহিত হইতে থাকে সেই জিকির কারীই সবচেয়ে উত্তম (বোখারী ও মুসলিম)।

কায়দা : অশ্রু প্রবাহিত হওয়ার অর্থ ইহাকে নিজের কৃত পাপ সমূহকে স্মরণ করিয়া কান্দিতে থাকা অথবা শোক ও আবেগ ভরে অনিচ্ছাকৃত ভাবে অশ্রু প্রবাহিত করে সেই ব্যক্তিই উত্তম।

হজরত ছাবেত বানানী (রঃ) বলেন আমি বলিতে পারি আমার কোন কোন দোয়া কবুল হইয়াছে। লোকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি করিয়া বুঝিতে পারেন? তিনি বলেন- যেই দোয়ার মধ্যে শরীরের লোম সমূহ খাড়া হইয়া যায় এবং অন্তর ধর-ফর করিতে থাকে এবং চক্ষু হইতে পানি প্রবাহিত হইয়া থাকে সেই দোয়া কবুল হয়। উক্ত হাদিসে বর্ণিত আছে সাত ব্যক্তির মধ্যে এক ব্যক্তির হইল যে, গোপনে আল্লাহপাকের জিকির করে ও কান্দিতে থাকে কারণ ঐ ব্যক্তি উচ্চ স্তরের ২ টা গুণও বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রথমতে- এখলাছের সহিত নির্জনে বসিয়া আল্লাহ তায়ালার ভয়ে অথবা আবেগ ভরে কান্দিয়া থাকে। হাদিসে বর্ণিত আছে নির্জনে বসিয়া আল্লাহ পাকের জিকির করা তাহার দুইটি অর্থ। প্রথমত : লোক জন হইতে পৃথক হইয়া নির্জনে বসিয়া জিকির করা।

দ্বিতীয়ত : অন্তর হইতে গাইরুল্লাহকে বাহির করিয়া দিয়া আল্লাহ পাকের রেজা মন্দি হাছেল করার জন্য নির্জনে বসিয়া জিকির করা নির্জনের মূল। ইহা এই জন্যই উত্তম হইল নির্জনতাই লাভ করা। তবে যদি মজলিশে বসিয়াও অন্তরকে গাইরুল্লাহ হইতে খালি করিতে পারে ও ক্রন্দন করিতে পারে তবে সেও সাত ব্যক্তির এক ব্যক্তি হইবে। আল্লাহ তায়ালার ভয়ে ক্রন্দন করা বড়ই সৌভাগ্যের কথা। আল্লাহ পাক যাহাকে ইচ্ছা তাহাকেই উহা দান করেন। হাদিসে আসিয়াছে আল্লাহ তায়ালার ভয়ে যে ব্যক্তি ক্রন্দন করিয়াছে সে ঐ পর্যন্ত জাহান্নামে প্রবেশ করিবেনা যে পর্যন্ত দুধ স্তনের মধ্যে পুনরায় প্রবেশ না করে (অর্থাৎ) দুধ স্তনে প্রবেশ করা যেইরূপ অসম্ভব তাহার জাহান্নামে প্রবেশ করাও সেইরূপ অসম্ভব। আরও একটি হাদিসে আসিয়াছে যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের ভয়ে কান্দিয়াছে এমনকি তাহার চোখের এক ফোটা পানিও মাটিতে পরিয়াছে কিয়ামতের দিন তাহাকে কোন আজাব দেওয়া হইবেনা।

আরও এক হাদিসে বর্ণিত আছে দুইটি চক্ষুর উপর জাহান্নামের আগুন হারাম- প্রথমত, যে চক্ষু আল্লাহ পাকের ভয়ে কান্দিয়াছে দ্বিতীয়ত, যে চক্ষু ইছলাম এবং মুছলমানের হেফাজতের জন্য জাগ্রত রহিয়াছে অন্য হাদিসে আছে যে চক্ষু আল্লাহ তায়ালার ভয়ে ক্রন্দন করে তাহার উপর জাহান্নামের আগুন

হারাম। যেই চক্ষু নাজায়েজ দেখা হইতে বিরত রহিয়াছে তাহার উপর জাহান্নামের আগুন হারাম। এবং যেই চক্ষু আব্দুল্লাহ পাকের রাস্তায় নষ্ট হইয়া গিয়াছে তাহার উপর জাহান্নামের আগুন হারাম। একটি হাদিসে আসিয়াছে যে ব্যক্তি নির্জনে বসিয়া আব্দুল্লাহ তায়ালার জিকির করে সে যেন একাকি কাকেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে।

**হাদিছের সারমর্ম :** হজরত আবু হোরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে হুজুর (ছাঃ) এরশাদ করেন কিয়ামতের দিন একজন ঘোষণা দিবে যে বুদ্ধিমান লোকেরা কোথায়। মানুষ জিজ্ঞাসা করিবে, বুদ্ধিমান কাহারা। উত্তর দেওয়া হইবে, ঐ সমস্ত লোক বুদ্ধিমান যাহারা বসিয়া বসিয়া ও শয়নাবস্থায় আব্দুল্লাহ তায়ালার জিকির করিত (অর্থাৎ সর্বাবস্থায় আব্দুল্লাহকে স্মরণ করিত) এবং আছমান ও জমীনের সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা ফিকির করিতে এবং বলিত— হে পরওয়ার দেগার তুমি এই সব বস্তু অনর্থক সৃষ্টি কর নাই আমরা তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করি সুতরাং তুমি আমাদেরকে জাহান্নামের আজাব হইতে রক্ষা কর। হুজুর (ছাঃ) বলেন তার পর তাহাদের জন্য একটি ঝাণ্ডা তৈয়ার করা হইবে এবং ঝাণ্ডার পিছনে পিছনে ইহারা যাইতে থাকিবে এবং তাহা দিগকে বলা হইবে যে অনন্ত কালের জন্য তোমরা বেহেস্তে প্রবেশ কর।

**ফায়দা :** আছমান জমীনের সৃষ্টি সম্পর্কে যে চিন্তা ফিকির করে অর্থাৎ আব্দুল্লাহ পাকের অপরিসীম কুতরতের দৃশ্য এবং তাহার সীমাহীন জ্ঞান ও হেকমত সম্পর্কে চিন্তা ও গবেষণা করে যদ্বারা আব্দুল্লাহ তায়ালার মা-রেফাত শক্তিশালী হয়।

### একজন কাশফ আলা নকল

হজরত আবু এজীদ করতবী (রঃ) বলেন যে ব্যক্তি ৭০ হাজার বার কলেমা তৈয়বা পড়িবে সে ব্যক্তি দোজখ হইতে নাজাত পাইবে। ইহা শুনিয়া আমি নিজের জন্যে ৭০ হাজার বার ও আমার স্ত্রীর জন্যে ৭০ হাজার বার এবং এই ভাবে এই কলেমা কয়েক নেছাব আদায় করিয়া পরকালের ধন সংগ্রহ করিলাম। আমাদের নিকটেই এ যুবক কাশফ আলা বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিল।

সে নাকি বেহেস্ত ও দোজখ দেখিতে পাইত। আমি উহা সন্দেহ করিতাম, এক সময় ঐ যুবক আমার সহিত আহাৰ করিতে বসিয়া চিংকার করিয়া উঠিল



ও বলিল- আমার মা দোজখে জ্বলিতেছেন। তাহার অবস্থা আমি দেখিতে পাইতেছি। যুবকের অস্থিরতা দেখিয়া হজরত করতবী (রঃ) বলেন- আমি মনে মনে ৭০ হাজার বারের কলেমা পড়ার একটা নেছাব ঐ যুবকের মায়ের জন্য বখশিশ করিয়া দিলাম কিন্তু এক আল্লাহ ব্যতীত আমার এই আমলের কথা আর কাহারো জানা ছিল না। হঠাৎ ঐ যুবক বলিয়া উঠিল চাচা আমার মা দোজখের আজাব হইতে নাজাত পাইয়া গেলেন।

হজরত করতবী (রঃ) বলেন এই ঘটনার দ্বারা আমার দুইটি বিষয় জ্ঞান লাভ হইল- প্রথমতঃ ৭০ হাজার বার কলেমা পড়ার বরকত, দ্বিতীয়তঃ ঐ যুবকের কাশকের সত্যতাও প্রমাণিত হইল। এই ভাবে হাজার হাজার ঘটনার উল্লেখ আছে। সমস্ত ছুফীয়ানদের একটা নিয়ম আছে পাছ আন পাছের জিকির অর্থাৎ একটা ও যেন আল্লাহর নাম শ্বাস লওয়া ব্যতীত ত্যাগ ও গ্রহণ করা না হয়। ইহাতে হযরত ইছা (আঃ) এর উক্তির সমর্থন ও পাওয়া যায়। হজরত এবনে আব্বাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে হজুর পাক (ছঃ) বলেন বেহেশ্তের দরওয়াজায় লেখা রহিয়াছে যার সারমর্ম নিশ্চয় আমিই একমাত্র আল্লাহ, আমি ব্যতীত আর কোন মাবুদ নাই। যে এই কলেমা জিকির করিবে আমি তাহাদিগকে কোন প্রকার আজাব দিবনা, পাপ করিলে শাস্তি ভোগ করিবে বহু হাদিসের দ্বারা উহার প্রমাণ আছে তবে যদি কোনো ভাগ্য বান ব্যক্তি এখলাছের সহিত এই কলেমার জিকির করেন তবে পাপ করা স্বত্বেও আল্লাহ পাক তাহাকে শাস্তি নাও দিতে পারেন। কারণ আল্লাহর দয়ার কোনো সীমা রেখা নাই।

আরও হাদিসে আসিয়াছে হজরত আলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে- হজুরে পাক (ছঃ) হজরত জিব্রাইল (আঃ) হইতে শুনিয়া এরশাদ করিয়াছেন যে আল্লাহ পাক বলিতেছেন আমি আল্লাহ, আমি ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই সুতরাং আমারই এবাদত কর। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এখলাছের সহিত এই কলেমা জিকির করিবে সে আমার কেদ্বায় প্রবেশ করিবে। আর যে আমার কেদ্বায় প্রবেশ করিবে সে আমার জাহান্নাম হইতে নিরাপদে থাকিবে- সোবহানাল্লাহ।

## কোরআন হাদিসের আলোকে জিকির

মহান আল্লাহ মুমিন মুসলমানের জন্য নামাজ রোজা সামর্থ্য অনুযায়ী হজ্জ, যাকাত ফরজ করেছেন। এছাড়া কোরআন-কারিমে মহান আল্লাহ বিভিন্ন সুরার বিভিন্ন আয়াতে তাঁর বান্দাদের, বিভিন্ন হাদিসে প্রিয়নবী (স:) তাঁর উম্মতদের সর্বক্ষণ মহান সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করতে নির্দেশ প্রদান করেছেন।

সূরা বাকারার ১৫২ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ বলেন- “তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদের স্মরণ রাখব আমার কৃতজ্ঞ হও অকৃতজ্ঞ হইওনা।” সূরা আল ইমরানের ১৯১ নাম্বার আয়াতে মহান আল্লাহ এরশাদ করেন- “যাহারা দাড়াইয়া বসিয়া এবং বিশ্রামগাহে আল্লাহর জিকির করে এবং আকাশ পৃথিবী সৃষ্টি সম্পর্কে গবেষণা করে এবং বলে আয় রব তুমি ইহা অকাজে সৃষ্টি কর নাই, তুমি পবিত্র, আমাদিগকে আওনের আজাব হইতে রক্ষা কর।”

সূরা রাদ এর ২৮ নাম্বার আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন- “আল্লাহর জিকির দ্বারাই মোমিন বান্দার অন্তর প্রশান্তি লাভ করে”। সূরা বনি ইস্রাইলের ৪৪ নাম্বার আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন “সত্তা আকাশ ও পৃথিবী এবং এদের মধ্যে যা কিছু আছে সব কিছুই তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করেন। কিন্তু তোমরা তাদের তাসবিহ বোঝা না। তিনি ধৈর্যশীল ও ক্ষমাশীল”।

সূরা আল আহযাবের ৪১ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ বলেন “তোমরা আল্লাহকে অধিক পরিমানে স্মরণ কর” এবং ৪২ নাম্বার আয়াতে বলেন “সকাল সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা কর”। সূরা সাফ এর ১ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ এরশাদ করেন “আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর তাসবিহ পাঠ করে। তিনি পরাক্রান্ত, কৌশলী”।

সূরা মুনাফিকুন এর ৯ নাম্বার আয়াতে মহান প্রভু বলেন “হে মোমিনগণ তোমাদের ধন সম্পদ সন্তান সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল না করে। যারা এ কারণে গাফেল হয় তারাই ক্ষতিগ্রস্ত”।

সূরা আলা এর ১ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ বলেন “তোমার মহান প্রভুর নামে তাসবিহ পড়” এ সকল ছাড়াও কোরআনুল কারিমের বহু সূরাতে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের তাঁর স্মরণ হতে গাফেল না হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

আল্লামা মুহাম্মদ মাদানী (র) এর প্রণীত হাদিসে কুদসী গ্রন্থের বিভিন্ন হাদিসে আল্লাহর জিকিরের ফজিলত বর্ণনা করা হয়েছে।

হাদিস নাম্বার

৬৭. আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, “হে আদম সন্তান! ফজর ও আসরের নামাযের পর কিছুক্ষণের জন্য আমাকে স্মরণ করিও। তা হলে উভয় নামাজের মধ্যবর্তী সময়ে আমি তোমার সহায়তা করব।”

আবু নুয়াইম আবু হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে ইহা বর্ণনা করেছেন।

৬৮. নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, “আমি আমার বান্দার সঙ্গে থাকি। যতক্ষণ সে আমাকে স্মরণ করে এবং আমার যিকিরের মধ্যে তার উভয় ঠোঁট নড়াচড়া করে।”

আহমদ উহা আবু হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। (এই মর্মের হাদীস আবুদ দারদা (রা) থেকেও বর্ণিত হয়েছে)।

৬৯. আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, “আমার যিকির যাকে এভাবে মশগুল রাখে যে, সে আমার নিকট তার কাম্যবস্তু চাহিবারও অবকাশ পায় না, আমি তার প্রয়োজন যাক্সা করবার পূর্বেই তাকে দিয়ে থাকি।”

আবু নুয়াইম হুযাইফা (রা)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

৭০. আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, “যখন আমার বান্দা আমাকে নির্জনে স্মরণ করে, আমিও তাকে নির্জনে স্মরণ করি। আর যখন সে আমাকে কোন জামাতের মধ্যে স্মরণ করে, আমিও তাকে এমন এক জামাতের মধ্যে স্মরণ করি, যা তার সেই জামাতের চাইতে উত্তম- যার মধ্যে সে আমাকে স্মরণ করেছিল।”

তিবরানী ইহা ইবনে আক্বাস (রা)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

৭৪. নিশ্চয়ই পৃথিবীতে বিচরণকারী আল্লাহ্ তা'আলার একদল ফেরেশতা আছে, যারা মানুষের আমলনামা লিপিবদ্ধ করে এবং তারা পথে পথে আল্লাহর যিকিরকারীদিগকেও অনুসন্ধান করে ফিরে। অতঃপর যখন তারা কোন সম্প্রদায়কে আল্লাহর যিকিরে নিয়োজিত পায়, তখন উচ্চস্বরে একে অন্যকে ডেকে বলে, “আস, তোমরা যাহা অনুসন্ধান করতেছ তাহা এখানে আছে।” তারপর তারা তাদের পাখা দ্বারা তাহাদিগকে নিকটতম আকাশ হতে পৃথিবী পর্যন্ত বেঁটন করে লয়। তখন তাদের প্রভু তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, অথচ



তিনি তাদের চেয়ে বেশি জ্ঞাত, “আমার বান্দাগণ কি বলে?” তখন তারা বলে, “(হে প্রভু!) তারা তোমার পবিত্রতা, তোমার মহত্ত্ব, তোমার প্রশংসা ও তোমার মর্যাদা বর্ণনা করছে।” তখন আব্দুল্লাহ বলেন, “তারা কি আমাকে দেখিয়াছে?” তারা নিবেদন করে, “না, আব্দুল্লাহর শপথ, তারা তোমাকে দেখে নাই।” আব্দুল্লাহ বলেন, “যদি তারা আমাকে দেখত, তবে কি অবস্থা হইত?” ফেরেশতারা বলে, “যদি তারা তোমাকে দেখত তবে তোমার উপাসনা, তোমার মর্যাদা বর্ণনা ও তোমার পবিত্রতার ঘোষণা আরও বেশি করে করত।” তখন আব্দুল্লাহ বলেন, “তারা আমার নিকট কি চায়?” ফেরেশতাগণ আরয় করে, “তারা তোমার নিকট জ্ঞান্নাত কামনা করে।” তখন আব্দুল্লাহ বলেন, “তারা কি উহা দেখিয়াছে?” ফেরেশতাগণ আরয় করে, ‘না’, আব্দুল্লাহর শপথ, হে প্রভু! তারা উহা দেখে নাই। তখন আব্দুল্লাহ বলেন, “যদি তারা উহা দেখত তবে কিরূপ হইত?” তখন তারা বলে, “যদি তারা উহা দেখত তবে তারা বেহেশতকে আরো কামনা করত, উহার অধিক খোজ করত এবং উহাতে আরো বেশি আগ্রহান্বিত হইত।” আব্দুল্লাহ বলেন, “এই বান্দাগণ কি বস্তু হতে আশ্রয় চাহিতেছে?” তারা বলেন, “জাহান্নাম থেকে।” মহান ও পরাক্রমশালী আব্দুল্লাহ তখন বলেন, “তারা কি উহা দেখিয়াছে?” তারা বলে, ‘না, আব্দুল্লাহর শপথ, হে প্রভু! তারা উহা দেখে নাই।’ আব্দুল্লাহ বলেন, “তাদের কিরূপ অবস্থা হইত যদি তারা উহা দেখত?” তখন তারা আরয় করে, “যদি তারা উহা দেখত তবে উহা হতে আরও অধিক দূরে পলায়ন করত এবং উহাকে আরও বেশি ভয় করত।” তখন আব্দুল্লাহ বলেন, “আমি তোমাদিগকে সাক্ষী রাখতেছি, আমি তাহাদিগকে ক্ষমা করে দিলাম। তখন ফেরেশতাদের মধ্য হতে এক ফেরেশতা বলে, “তাদের মধ্যে অমুক ব্যক্তি আছে, যে তাদের (যিকিরকারীদের) অন্তর্ভুক্ত নহে।” সে কোন প্রয়োজনে তাদের নিকট আসিয়াছিল।” তখন আব্দুল্লাহ বলেন, “তারা একরূপ এক সম্প্রদায় যে, তাদের সঙ্গে উপবেশনকারীও হতভাগ্য হয় না।”

আহমদ ও শায়খাইন আবু হুরায়রা (রা) থেকে উহা বর্ণনা করেছেন।

৭৯. কিয়ামতের দিন মহান ও প্রতাপশালী প্রভু বলবেন, “অদ্য অতি সত্ত্বর হাশরের ময়দানের লোকগণ জ্ঞানতে পারবে কে উচ্চমান ব্যক্তি।” বলা হল, “কে উচ্চমান ব্যক্তি হে আব্দুল্লাহর রাসূল?” তিনি বললেন, “মসজিদসমূহে আব্দুল্লাহর যিকিরের মজলিসে অংশগ্রহণ কারিগণ।”

আহমদ ও আবু ইয়ালা ইহা আবু সাঈদ (রা)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

৮২. এরূপ কোন জাতি নেই যারা আল্লাহর যিকিরের জন্য মজলিসে বসিয়াছে অথচ জনৈক আহ্বায়ক তাহাদিগকে আকাশ থেকে এই বলে ডাকে নাই- নিশ্চয়ই তোমাদের গুনাহ মার্জনা করা হয়েছে এবং তোমাদের গুনাহগুলো নেকীর দ্বারা পরিবর্তিত করে দেয়া হয়েছে।”

আসকারী ইহা হানযালা আবসী (রা)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

মহান আল্লাহর সাথে সরাসরি সংযোগ স্থাপনের শ্রেষ্ঠতম উপায় হলো জিকির। যারা দন্ডায়মান উপবিষ্ট অথবা শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে তারাই জ্ঞানী। সার্বক্ষণিক জিকির আল্লাহ তায়ালাকে সন্তুষ্ট করে, শয়তানকে পরাভূত করে, দুঃশিস্তা দূর করে অন্তরে শান্তি সৃষ্টি করে, আল্লাহর ভয়ভীতি ও ভালবাসা অর্জনে সহায়তা করে। শরীর ও কালবকে শক্তিশালী করে।

হযরত ইমাম আহমদ (রহ:) হযরত আবু দারদা (রা:) থেকে বর্ণনা করেন হজুর পাক (স:) সাহাবা কেরামদের উদ্দেশ্য করেন বলেন আমি কি তোমাদের এমন কোন আমলের সন্ধান দেব না যা তোমাদের যাবতীয় আমলের চেয়ে উত্তম, তোমাদের প্রত্যেকের নিকট সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য, তোমাদের মর্যাদা বিশেষভাবে বৃদ্ধিকারী। আল্লাহর রাস্তায় সোনা রূপা দান করা এবং জেহাদ থেকেও বেশী পুণ্যজনক। সাহাবায়ে কেরাম আজর করলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ (স:) সেটা কোন আমল? প্রিয় নবী (স:) বললেন মহিয়ান গরিয়ান আল্লাহ পাকের জিকির।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা:) প্রিয় নবী (স:) থেকে বর্ণনা করেন তিনি প্রায়ই বলতেন প্রত্যেক বস্তুর পরিষ্কার করার যন্ত্র আছে, আর অন্তরকে পরিষ্কার ও পবিত্র করার যন্ত্র হলো জিকির। আল্লাহর জিকির অপেক্ষা তাঁর আজাব থেকে অধিক মুক্তিদাতা আর কোন এবাদত নেই। (বায়হাকি শরীফ)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা:) থেকে বর্ণিত প্রিয় নবী (স:) এরশাদ করেন শয়তান আদম সন্তানের কালবের উপর জেঁকে বসে থাকে। যখন সে আল্লাহ পাকের স্মরণ নেয় তখনই শয়তান সড়ে যায়। আর যখন সে আল্লাহ পাকের স্মরণ থেকে গাফেল হয়ে যায় তখন শয়তান তার দিলে ওয়াস ওয়াসা দিতে থাকে। (বোখারী, মিসকাত)



জিকির শয়তানের জন্য দাহ স্বরূপ। জিকির করলে এ তাপদাহে সে জ্বলে যায় বলেই আদমের অন্তর থেকে সরে যায়। আর জিকির বিহীন অবস্থা শয়তানের জন্য আরামদায়ক। কাজেই সে বসে থাকে।

হযরত আনাস (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন প্রিয় নবী (স:) এরশাদ করেছেন তোমরা বেহেশ্তের বাগিচায় পৌঁছে তার ফল ভক্ষণ করবে। সাহাবা কেরাম জিজ্ঞাস করলেন ইয়া রাসুলুল্লাহ (স:) বেহেশ্তের বাগিচা কি? উত্তরে প্রিয় নবী (স:) বললেন জিকিরের মজলিস (তিরমিজি, মিসকাত)

জান্নাত হলো পবিত্র জায়গা সেখানে ঈর্ষা, মোহ, হিংসা, বিদ্বেষ থাকবে না আর দুনিয়ার মানুষক যখন জিকিরের মজলিশে বসেন তখন সেখানে ওইসব জিনিষ থাকে না, এজন্য জিকিরের মজলিশকে জান্নাতের বাগান বলা হয়েছে।

মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে জান্নাতে দাখিল হওয়ার জন্য দরকার নিয়মিত জিকির করা, তাসবিহ তাহলিল পাঠ করা। নিচে কোরআন ও হাদিসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ ও অধিক ফজিলত পূর্ণ কিছু তাসবিহ তাহলিল উল্লেখ করা হলো।

প্রিয় নবী (স:) ঘুম থেকে উঠে বিভিন্ন তাসবিহ তাহলিল পাঠ করতেন ও করতে শিখিয়েছেন, প্রথমত তিনি ঘুম থেকে উঠেই পড়তেন “আলহামদুলিল্লালিল্লাজি আহইয়ানা বাদামা আমাতানা ওয়া ইলাইহিন নুসুর” অর্থঃ সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাদের জীবিত করেছেন মৃত্যুর (ঘুমের) পরে আর তার কাছেই আমাদের ফিরে যেতে হবে।

হযরত জুওয়াইরিয়াহ (রা:) বলেন রাসুলুল্লাহ (স:) ফজরের নামাজ শেষ করে তাকে তাসবিহরত অবস্থায় দেখে বেরিয়ে যান। অতঃপর দুপুরের দিকে ফিরে এসে তাকে একই অবস্থায় এবাদতরত দেখতে পান। তখন তিনি তাকে বললেন তুমি কি আমার যাওয়ার সময় থেকে এ পর্যন্ত এভাবেই এবাদতরত আছ? তিনি বললেন হ্যাঁ। তখন প্রিয় নবী (স:) বললেন আমি তোমার কাছ থেকে বেরিয়ে চারটি বাক্য তিন বার বলেছি। তুমি সকাল থেকে এ পর্যন্ত যত কিছু বলেছ তার সব কিছু একত্র করলে যে সওয়াব হবে এই তাসবিহ ওলোর সওয়াব একই পরিমাণ হবে।



তাসবিহ : সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, আদাদা খালকিহি ওয়ারিহা নাফসিহি, ওয়াজিনাতা আরশিহি, ওয়ামিদাদা কালিমাতিহি।

অর্থ : আল্লাহর পবিত্রতা ও প্রশংসা ঘোষণা করছি তাঁর সৃষ্টির সম সংখক তাঁর নিজের সমষ্টির পরিমাণে, তাঁর আরশের ওজন পরিমাণ এবং তাঁর বাক্যের কালির সম পরিমাণ। (মুসলীম)

হযরত আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত হজুর (স:) এরশাদ করেছেন এমন দুটি বাক্য আছে যা করুণাময় আল্লাহর নিকট খুবই প্রিয়, উচ্চারণে খুবই সহজ, ওজনের পরিমাণে খুবই ভারি। বাক্য দুটি হলো “সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আজিম।”

অর্থ : মহা পবিত্র আল্লাহ তাঁর জন্য সব প্রশংসা মহাপবিত্র আল্লাহ তিনি মহামহিম। (বোখারী) প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ, ৩৪ বার আল্লাহ-আকবার পাঠকারী কখনও নিরাশ বা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। অন্য বর্ণনায় এসেছে সে কখনও বঞ্চিত হবে না। (মুসলিম) তবে সময়ের স্বল্পতার জন্য ১০ বার করেও পড়া যায়। (আবু দাউদ)

আশাযারি (রা:) থেকে বর্ণিত প্রিয় নবী (স:) এরশাদ করেন “আল্লাহর জিকির করী জীবিত লোকের মত এবং জিকির থেকে গাফেল ব্যক্তি মৃত লোকের মত।” হযরত আবু জর (রা:) সহ আরও কয়েকজন সাহাবি বলেছেন যে, প্রিয় নবী (স:) এরশাদ করেছেন যে ব্যক্তি ফজর ও মাগরিব নামাজের পরে ঘুরে বসা বা নড়াচড়া করার আগে পা গুটানো অবস্থাতেই কোন কথা বলার আগে এই তাহলিলটি ১০ বার পাঠ করবে তাহলে তার প্রত্যেক বারের জন্য ১০টি সওয়াব লিখবেন, ১০টি গুনাহ ক্ষমা করবেন, তার ১০টি মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন। এদিনের জন্য তাকে সব অমঙ্গল ও ক্ষতি থেকে রক্ষা করাহবে, শয়তান থেকে পাহাড়া দেওয়া হবে। এ দিনে শিরক ছাড়া কোন গুনাহ তাকে ধরতে পারা উচিত নয়। তাহলিলটি এই “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহ লাশারীকা লাহ্ লাহ্ ল মুলকু ওয়া লাহ্ ল হামদু ওহী ওয়ায়ুমীতু ওয়া হওয়া আলা কুল্লি শাইন কাদির।”

অর্থ : আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নাই তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নাই। রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা তাঁরই তিনি জীবনদান করেন এবং তিনিই মৃত্যু দান

করেন তাঁর হাতেই কল্যাণ এবং তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। প্রিয় নবী (স:) এরশাদ করেছেন যে সর্বশ্রেষ্ঠ তাহলিল হল “কালেমায়ে তাইয়্যেবা” তিনি বলেছেন তোমরা বল- “লা-ইলাহা ইল্লালাহ্” সফল কাম হবে। এই তাহলিল নিয়মিত পাঠ করলে অন্তরের ময়লা দূর হয় ঈমানি নুরে আল্লাহ অন্তরকে আলোকিত করে দেন।

### জিকিরের উপকার (কতগুলি)

বিখ্যাত মোহাম্মদেছ হাফেজ্জ এবনে কাইয়্যোম ওয়াবেলুছ ছাইয়্যেব নামক এছহ জিকিরের একশতেরও বেশী উপকারিতা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এখানেও উহা সংক্ষিপ্ত ভাবে ক্রমিক নম্বর দিয়া বর্ণনা করা হইল।

১. জিকির শয়তানকে বিদূরিত করে ও তাহার শক্তিকে চুরমান করিয়া দেয়।
২. জিকির আল্লাহ তায়ালায় সন্তুষ্টির কারণ।
৩. জিকির অন্তর হইতে চিন্তা ফিকিরকে দূর করিয়া ফেলে।
৪. জিকির অন্তরে শান্তি ও প্রশান্ততা আনায়ন করে।
৫. জিকির শরীরে অন্তরে শক্তি আনায়ন করে।
৬. জিকির চেহেরা ও অন্তরকে রৌশন করিয়া দেয়।
৭. জিকির রিজিক আকর্ষণ করে।
৮. জিকিরকারীকে প্রভাব ও কমনীয় পোষাক পড়ানো হয়। অর্থাৎ তাহাকে দেখিলে ভয় ও ভাল লাগে।
৯. জিকিরের দ্বারা আল্লাহ তায়ালায় মোহাব্বত পয়দা হয়। আর এই মোহাব্বত হইল ইছলামের রুহ এবং ঘিনের মাকরাজ এবং সৌভাগ্য ও নাজাতের ভিত্তিমূল। যে আল্লাহর প্রেমে আবদ্ধ হইতে চায়, সে যেন বেশী বেশী আল্লাহর জিকির করে। যেই ভাবে পড়া বারং বার পাঠ করা এলেমের দরওয়াজা স্বরূপ, তদ্রূপ বেশী বেশী আল্লাহর জিকির ও মোহাব্বতের দরওয়াজা স্বরূপ।
১০. জিকিরের সাহায্যে মোরাকাবা নছীব হয়, যাহা ক্রমান্বয়ে এহছানের স্তরে ঐচ্ছাইয়া দেয় আর এই স্তরে পৌছাইতে পারিলে আল্লাহ তায়ালাকে দেখিতে পাওয়া যায় (আর এই এহছানেই হইল ছুফীদের চরম উদ্দেশ্য)।



১১. জিকিরের দ্বারা আল্লাহর দিকে আকর্ষণ বাড়িয়া যায়। এমন কি আশু আশু আল্লাহপাক তাহার ভরসাস্থল হইয়া যায়। যাবতীয় বিপদ আপদে আল্লাহর দিকেই দৃষ্টি নিপতিত হয়।
১২. জিকিরের দ্বারা আল্লাহ তায়ালায় নৈকট্য লাভ করা যায়, এবং জিকির যতই বৃদ্ধি পাইবে আল্লাহ তায়ালায় নৈকট্য ততই বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। পক্ষান্তরে জিকির হইতে যতই গাফেল হইবে, আল্লাহ তায়ালা হইতে ততই দূরে থাকিবে।
১৩. জিকিরের দ্বারা আল্লাহ তায়ালায় মা-রেফাতের দরওয়াজা খুলিয়া যায়।
১৪. জিকিরের দ্বারা আল্লাহ তায়ালায় ভয় এবং শ্রেষ্ঠত্ব পয়দা করিয়া দেয়। এবং আল্লাহ সহিত ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি করে।
১৫. জিকির করিলে আল্লাহ তায়ালায় দরবারে জাকিরিনদের আলোচনা হইয়া থাকে। কোরান পাকে আল্লাহ তায়ালায় বর্ণনা আছে ফাজকুরুনি আজ কুরকুম অর্থাৎ আমাকে স্মরণ কর আমিও তোমাদিগকে স্মরণ করিব। হাদিসে বর্ণিত আছে যে আমাকে মনে মনে স্মরণ করিবে আমিও তাহাদিগকে মনে মনে স্মরণ করিব। জিকিরের বুজুর্গীর জন্য উক্ত হাদিসেই যথেষ্ট।
১৬. জিকির দিলকে জিন্দা করে। হাফিজ এবনে তাইমিয়া বলেন, জিকির দিলের জন্য ঐরূপ, মাছের জন্য পানী যেই রূপ।
১৭. জিকির দিল এবং রুহের খোরাক, খাদ্য নাপাইলে শরীরের যে অবস্থা হয়। জিকির না হইলে দিল ও রুহর সে অবস্থা হয়।
১৮. জিকিরের দ্বারা অন্তরকে মরিচা হইতে পরিস্কার করিয়া দেয়। হাদিছে আছে প্রত্যেক বস্তুতে মরিচা ও ময়লা পরে। অন্তরের মরিচা ও ময়লা হলি খায়েশ এবং গাফলতা। আর জিকির হইল উহার জন্য রোত স্বরূপ।
১৯. জিকিরের দ্বারা পদজ্বলন ও ভুল ভ্রান্তি বিদূরিত হয়।
২০. গাফেলদের অন্তরে আল্লাহ পাকের সঙ্গে যে অসম্পর্কের ভাব, জিকিরের দ্বারা উহা দূর হইয়া যায়।
২১. যে বান্দা জিকির করে; তাহার জিকির সমূহ, আরশের চতুর্দিকে, (তাহারা জিকির করিয়া) চক্কর দিতে থাকে।



২২. আরামের সময় আল্লাহ তায়ারার জিকির করিলে, বিপদের সময় আল্লাহ পাক তাহাকে স্মরণ করিয়া থাকেন।
২৩. আল্লাহ তায়ালার আছমানি আজাব ও গজব থেকে আল্লাহ পাকের জিকিরের উছিলায় মাফ পাওয়া যায়।
২৪. জিকিরের ছকীনা এবং রহমত বর্শিত হইতে থাকে, উপরন্তু ফেরেস্তারা জাকিরিনদেরকে ঘিরিয়া রাখে।
২৫. জিকিরের বরকতে গীবত, চোগলখুরী, মিথ্যা কটু কথা এবং বাজে কথা হইতে জবান হেফাজতে থাকে।
২৬. জিকিরের মজলিশ ফেরেস্তাদের মজলিশ আর বাজে কথার মজলিশ, শয়তানের মজলিশ। এখন যাহারা যে ভাবে ইচ্ছা সেইরূপ মজলিশ পছন্দ করিতে পারে।
২৭. জিকিরের দরুন জাকের যেমন নেকবখত হয়, তাহার নিকট যে বসে সেও নেকবখত হয়, গাফেল যেমন বদবখত হয়, তাহার নিকট যে বসে সেও বদবখত হয়।
২৮. জিকিরকারী কেয়ামতের দিন অনুতাপ হইতে রক্ষা পাইবে, আর যেখানে জিকির হয়না কেয়ামতের দিন ঐ মজলিশ অনুতাপের কারণ হইবে।
২৯. জিকিরের সহিত যদি নির্জনে ক্রন্দন করা যায়, তবে কেয়ামতের দিন ভীষণ রৌদ্রতাপে যখন মানুষ দিশহারা হইয়া যাইবে তখন সে ব্যক্তি আরশের নিচে ছায়া পাইবে।
৩০. জিকিরের দ্বারা আল্লাহর দরবারে চাহিলে যাহা পাওয়া যায়, না চাহিয়া শুধু জিকিরের দ্বারা তাহার চেয়ে অধিক পাওয়া যায়। যেমন হাদিছে আছে যে ব্যক্তি জিকিরের দ্বারা তাহার চেয়ে অধিক পাওয়া যায়। যেমন হাদিছে আছে যে ব্যক্তি জিকিরের দরুন কিছু প্রার্থনা করিতে পারিলনা, আমি তাহাকে প্রার্থনা করিবার চেয়ে অতি বেশি দান করিয়া থাকি।
৩১. সবচেয়ে সহজ এবাদত হওয়া সত্ত্বেও জিকির সমস্ত এবাদত হইতে উত্তম যেহেতু শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নাড়া-চাড়া করিবার চেয়ে জিহ্বা নাড়া-চাড়া করা সহজ।
৩২. জিকির বেহেস্তের চারা গাছের সমতুল্য।

৩৩. জিকিরের দ্বারা য'ত বেশি দান-বখশিশ ও নেয়ামতের ওয়াদা করা হইয়াছে তত বেশি অন্য কোনো এবাদতের উপর নাই। যেমন একটি হাদিছে বর্ণিত আছে- লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহেদাহ্ লা-শারী কালাহ্ লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু অহুয়া আলা কুল্লে শাইইন ক্বাদীর, যে ব্যক্তি দিন একশত বার পড়িবে তাহার দশটি গোলাম আজাদ করার ছোয়াব হইবে এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত সে শয়তান হইতে হেফাজতে থাকিবে। যে ব্যক্তি তাহার চেয়ে বেশি আমল করিবে সে ব্যক্তির জিকিরের চেয়ে তাহার সেই দিন কোন আমল উত্তম হইবে না।
৩৪. সর্বদা আল্লাহর জিকির করিলে আপন সৃষ্টি কর্তাকে কোনো দিন ভুলবেনা। সৃষ্টিকর্তাকে ভুলে যাওয়ার অর্থই হইল আল্লাহকে ভুলে যাওয়া। আল্লাহ পাক বলেন যাহারা আমাকে ভুলিয়া গিয়াছে তোমরা তাহের মত হইওনা। মূলতঃ আল্লাহ পাক তাদের নাফছকে ভুলাইয়া দিয়াছে উহারাই ফাছেক। (ছুরা হাশর)

### সুরা হাশর-আয়াত-১৯

ওয়ালা তাকুনু কাল্লাজীনা নাছুল্লাহা ফাআনছা হন আনফুছাহুম উলায়িকা হুমুল ফাছিকুন।

অর্থ : “আল্লাহ হইতে বিস্মৃত তোমরা ওদের ন্যায় হইওনা ফলে আল্লাহ ওদের ভুলো করিয়াছেন, ওরাই পাপী।”

মানুষ আপন নাফছকে ভুলিয়া গেলেই উহা তার ধংশের কারণ হইয়া দাড়ায়, যেমন কোনো ব্যক্তি আপন বাগান বা ক্ষেত-খামার করিয়া উহাকে ভুলিয়া যায় অর্থাৎ উহার তদারকি না করে নিশ্চয় উহা বিনাশ হইয়া যাইবে। জিহ্বাকে আল্লাহর জিকিরের দ্বারা তাজা রাখিলেই আত্মার বিনাশ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। ভীষণ পিপাসার সময় ঠাণ্ডা পানি যেমন প্রিয়, ক্ষুধাতু মানুষের জন্য খাদ্য যেমন প্রিয়, তীব্র গরম ও শীতের সময় ঘর-বাড়ী এবং পোষাক-পরিচ্ছেদ যেমন প্রিয় আল্লাহর জিকির তদ্রূপ বরং তাহার চেয়েও বেশী প্রিয় হইতে হইবে। কেননা ঐ সব বস্তু না হইলে শুধু নম্বর শরীরই ধ্বংশ হওয়ার আশঙ্কা অথচ রুহ বা আত্মার ধ্বংশ হওয়ার তুলনায় তা অতি তুচ্ছ।

৩৫. মানুষ যে অবস্থায় থাকুক না কেন ঘরে-বাইরে সুস্থতায়-অসুস্থতায় সুখে-দুঃখে অর্থাৎ সর্বাবস্থায় জিকির মানুষের উন্নতি সাধন হবে। এমন আর কোনো বস্তু নাই যাহা সর্বাবস্থায় মানুষের কাজে আসে, এমনকি যাহার অন্তর জিকিরের আলোকে আলোকিত, ঘুমন্ত অবস্থায়ও গাফেল রাত্রি জাগরন করী অপেক্ষা উত্তম।
৩৬. জিকিরের নুর দুনিয়াতেও সঙ্গে থাকে কবরেও সঙ্গে থাকবে এবং পুলহেরাত পার হইবার সময়ও উহা আগে আগে থাকিবে। আল্লাহ পাক এরশাদ করিয়াছেন। (ছুরা আন আম)।

### সুরা আন আম-আয়াত-১২২

আওয়ামান কানা মাইতান ফাআহইয়া ইনাহ্ অজাআলনা লাহ নুরাই ইয়ামশী বিহী ফিন্নাসি কামাম মাছালুহ্ ফিচ্ছুলুমাতি লাইছা বিখা-রিজিম মিনহা কাজালিকা যুইয়িনা লিন কাফিরিনা মাকানু ইয়া'মালুন।

অর্থ : “যে ব্যক্তি আগে মৃত ছিল তৎপর তাকে প্রাণ দিলাম এবং যাকে মানুষের মধ্যে চলার উদ্দেশ্যে আলো দিয়াছি সে কি সেই লোকের দৃষ্টান্ত হইবে যে রহিয়াছে অন্ধকারে বাহির হইতে পারেনা সেখান থেকে? এভাবেই শোভন করা হইয়াছে কাকেরদের কৃতকর্ম।”

সারমর্ম : যে ব্যক্তি প্রথমে মূর্দা অর্থাৎ পথ ভ্রষ্ট ছিল অতপর আমি তাহাকে জীবিত অর্থাৎ মুহলমান বানাইলাম এবং তাহার জন্য এমন একটি নুরের ব্যবস্থা করিলাম যার দ্বারা সে লোকের নিকট চলা-ফেরা করে এমন ব্যক্তি কি ঐ ব্যক্তির মত হইতে পারে যে গোমরাহীর অন্ধকারে পরিয়া এমনভাবে হাবু-ডুবু খাইতেছে, যে সেখান হইতে আর উঠিতে পারিতেছেন।

আয়াতে বর্ণিত প্রথম ব্যক্তি মোমিন যে আল্লাহর উপর ইমান রাখে এবং তাহার প্রেম মা-রেফাতেও জিকিরের দ্বারা উহার অন্তর আলোকিত করে আর দ্বিতীয় ব্যক্তি নেয়ামত হইতে বঞ্চিত। বাস্তবিক পক্ষে নুর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বস্তু এবং উহা কামিয়াবির একমাত্র চাবিকাঠি। এই জন্যই নবীয়ে করিম (ছঃ) এই নুরের প্রার্থনায় অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করিতেন এবং প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নুর কামনা করিতেন।



যেমন হজুর (ছঃ) প্রার্থনা করিতেন হে আল্লাহ তুমি আমার অস্থি, মাংস, চর্মে, পশমে, চক্ষু এবং কর্ণের উপরে-নিচে, ডাইনে-বামে, সম্মুখে যে ইয়া আল্লাহ তুমি আমার আপদ মস্তক নুরের দ্বারা ভর্ষি করিয়া দেও যেন আমি স্বয়ং নুর বনিয়া যাই। ঐ নুর অনুসারেই আমলের মধ্যে নুর পয়দা হয়। এমনকি অনেকের আগল সূর্যের মত জ্যোতির্ময় আর ঐ রূপ নুরই কেয়ামতের দিবসে তাহার মুখ-যগুলা ঝল-মল করিতে থাকিবে।

৩৭. জিকির মা-রেফাতের মূল শিকড় এবং সমস্ত সুফিয়ানে কেরামের ভরিকার মধ্যে পরিচালিত যাহার জন্যে জিকিরের দরওয়াজা খোলা হইয়াছে অতঃপর সে যাহাই কামনা করে তাহায় পায়। বেহেতু আল্লাহ পাকের দরবারে কোনো বস্তু অভাব নাই।

৩৮. মানুষের অন্তরের মণিকোঠায় একটি বিশেষ স্থান আছে বাহা, জিকিরে এলাহি ব্যতীত অন্য কোনো বস্তুর দ্বারা পূর্ণ হয়না আর এই জিকির যখন অন্তরে বদ্ধমূল হইয়া যায় তখন শুধু সেই স্থানটিই নয় বরং জিকির কর্ণেওয়ালাকে ধন দৌলত ব্যতীতও ধনী করিয়া দেয়। এবং স্বগোষ্ঠীয় লোকজনের দ্বারা অন্যান্যদের নিকটও তাহাকে সম্মানিত করিয়া দেয়। এবং রাজত্ব ব্যতীত তাহাকে বাদশাহ বানাইয়া দেয়। পক্ষান্তরে যে জিকির হইতে গাফেল থাকে সে গোষ্ঠী বুনিয়াদ ধন-সম্পদ এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী হইয়াও লাঞ্চিত ও অপমানিত হয়।

৩৯. জিকির বিক্ষিপ্ত বস্তু সমূহকে একত্রিত ও একত্রিত বস্তু সমূহকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দেয়। বিক্ষিপ্তকে একত্রিত করিবার অর্থ এই যে মানুষের অন্তরে যে সমস্ত আজ্ঞে-বাজ্ঞে চিন্তা ও ফিকির উহাকে পেরেশান করিয়া তোলে।

জিকির ঐ সমস্ত বাজ্ঞে ধান্দাকে দূর করিয়া একাগ্রতা ও শান্তি পয়দা করিয়া দেয়। একত্রিতকে বিক্ষিপ্ত করিবার অর্থ এই যে, মানুষের অন্তর যে সমস্ত চিন্তা-ফিকির এবং বাজ্ঞে খেয়াল পুঞ্জীভূত হইয়া থাকে ঐ সমস্ত বাজ্ঞে খিয়ালকে বিদূরিত করিয়া দেয়।

এবং শয়তানের সৈন্য-বাহিনীকে অন্তর হইতে তাড়াইয়া দেয়। আখেরাতকে নিকটবর্তী ও দুনিয়াকে দূরবর্তী করিয়া দেয়।

৪০. জিকির মানুষের অন্তরকে নিদ্রা হইতে জাগ্রত ও এবং গাফেলত হইতে সতর্ক করিয়া দেয়। এবং মানুষের অন্তর যতক্ষণ পর্যন্ত অসতর্কত থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত আপন সম্পদকে খোয়াইতে থাকে।
৪১. জিকির একটি বৃক্ষ উহাতে মা-রেফাতের ফল ফলিয়া থাকে, ছুফীয়ানদের পরিভাষায় উহাকে 'মাকাম' এবং হাল বলা হয়। জিকির যত বেশি হইবে ঐ বৃক্ষের শিকড়ও তত মজবুত হইবে। এবং শিকড় যত মজবুত হইবে ঐ বৃক্ষেতত বেশী ফল ফলিবে।
৪২. জিকিরের দ্বারা আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভ হয়। যাহার জিকির করা হয় উপরন্তু তাহার সঙ্গ লাভ হয়।
- অন্য হাদিছে বর্ণিত আছে যে আমার জিকির করে সে আমারই লোক, তাহাকে আমি আমার রহমত হইতে দূরে রাখি না। তাহারা যদি ওনাহ হইতে তওবা করে তখন আমি তাহাদের বন্ধু আর যদি তওবা না করে তখন আমি তাহাদের চিকিৎসক অর্থাৎ তাহাদিগকে বিভিন্ন প্রকার পেরেশানীতে লিপ্ত করিয়া ওনা হইতে পবিত্র করিয়া লই।
- তদুপরি জিকিরের দরুন আল্লাহ পাকের যে সান্নিধ্য লাভ হয়। উহার বর্ণনা দেওয়া যায় না। সেই লজ্জত একমাত্র ঐ ব্যক্তিই উপভোগ করিতে পারে, যাহার সেই সান্নিধ্য লাভ হইয়াছে। ইয়া আল্লাহ আমাদেরকে উহার কিছুটা দান করুন।
৪৩. জিকির গোলাম আজদ করা অগনিত মাল দান করা এবং আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করার সমতুল্য।
৪৪. জিকির আল্লাহর শোকর ওজারীর মূল্য। যে জিকির করিল না সে আল্লাহর ওকুর ওজারী করিল না। হাদিছে বর্ণিত আছে- হজরত মুছা (আঃ) আরজ করিলেন ইয়া আল্লাহ আমার উপর তোমার অফুরন্ত এহছান সুতরাং তুমি আমাকে এমন পছা দেখাইয়া দেও- যার দ্বারা আমি তোমার বেশী বেশী শোকর আদায় করিতে পারি।
- আল্লাহ পাক এরশাদ করিলেন- হে মুছা (আঃ) তুমি যত বেশী বেশী আমার জিকির করিবে ত'ত বেশী বেশী আমার শোকর আদায় হইবে।
- অন্য হাদিছে বর্ণিত আছে যে- হজরত মুছা (আঃ) বলেন ইয়া আল্লাহ আমি

- তোমার শুকরীয়া কিভাবে আদায় করবো। আল্লাহ পাক এরশাদ করিলেন তোমার জবানকে সর্বদা জিকিরের দ্বারা তর-তাজা রাখ।
৪৫. পরহেজগার ব্যক্তিদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সবচেয়ে সম্মানিত ঐ ব্যক্তি যে সর্বদা আল্লাহর জিকিরে মগ্ন থাকে। যেহেতু পরহেজগারীর পরিণাম হইল বেহেশ্ত, আর জিকিরের পরিণাম হইল আল্লাহর নৈকট্য লাভ।
৪৬. অন্তরের মধ্যে বিশেষ ধরণের একটা কঠোরতা থাকে, তাহা জিকির ব্যতীত অন্য কোন জিনিস দ্বারা নরম হয় না।
৪৭. জিকির হইল দিলের যাবতীয় রোগের চিকিৎসা।
৪৮. জিকির হইল আল্লাহর সঙ্গে বন্ধুত্বের শিকড়। জিকির হইতে গাফেল হইল আল্লাহর সহিত শত্রুতার শিকড়।
৪৯. নেয়ামত সমূহের আকর্ষণকারী ও আল্লাহর আজাব হইতে হেফাজতকারী আল্লাহর জিকিরের সমতুল্য অন্য কোন বস্তু নাই।
৫০. জাকিরিগদের উপর আল্লাহর রহমত ও ফেরেস্তাদের দোয়া হইতে থাকে।
৫১. যে ব্যক্তি ইহা চায় যে দুনিয়াতে থাকিয়াই সে বেহেশ্তের বাগানে অবস্থান করবে, সে যেন বেশী বেশী জিকিরের মজলিশে বসে। কেননা ইহা হইল বেহেশ্তের বাগান।
৫২. জিকিরের মজলিশ ফেরেস্তাদের মজলিশ।
৫৩. আল্লাহ পাক জাকিরীনদের জন্য ফেরেস্তাদের সাথে গর্ব করিয়া থাকেন।
৫৪. যাহারা সর্বদা জিকিরে মগ্ন থাকিবে তাহারা হাসিতে হাসিতে বেহেশ্তে প্রবেশ করিবে।
৫৫. সমস্ত আমল আল্লাহর জিকিরের জন্য নির্দিষ্ট করা হইয়াছে।
৫৬. সমস্ত আমলের মধ্যে উহাই শ্রেষ্ঠ যাহার মধ্যে বেশী বেশী করিয়া জিকির হইতে থাকে। রোজার মধ্যে ঐ রোজাই উত্তম যাহার মধ্যে অধিক পরিমাণে জিকির হইতে থাকে। তদ্রূপ হজ্বের মধ্যে ঐ হজ্বই শ্রেষ্ঠ যাহার মধ্যে বেশী পরিমাণে জিকির হইয়া থাকে। জেহাদ অন্যান্য ইত্যাদির ও একই হুকুম।
৫৭. জিকির নফল এবাদত সমূহের সমকক্ষ। হাদিসে বর্ণিত আছে- গরীব-মিছকীনদের একটি দল আসিয়া হজুরে পাক (ছঃ) এর নিকট অভিযোগ করিল যে- ধনী ব্যক্তিরা উচ্চ মর্যাদা সমূহ লাভ করিতেছে। যেহেতু তাহারা



নামাজ-রোজায় আমাদের সমপরিমান কিন্তু হজ্ব, ওমরাহ ও জেহাদ ইত্যাদিতে মাল খরচ করিয়া আমাদেরকে ডিঙ্গাইয়া যাইতেছে।

হজুর (ছঃ) এরশাদ করিলেন আমি তোমাদিগকে এমন আমল শিক্ষা দিব যে যার দ্বারা উহারাই কেবল তোমাদের সমকক্ষ হইতে পারিবে যাহারা তোমাদের মত আমল করিবে। তারপর হজুর (ছঃ) তাহাদিগকে প্রত্যেক নামাজের পর সোবাহানাল্লাহ-আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আকবার পড়ার তালিম দিলেন, এই হাদিসে জিকিরকে হজ্ব-ওমরাহ ও জেহাদের সমতুল্য সাব্যস্ত করিয়াছেন।

৫৮. জিকির অন্যান্য এবাদতকে সাহায্য করে। বেশী বেশী জিকিরের দরুন প্রত্যেকটি এবাদত মাহবুব বনিয়া যায় এবং উহার মধ্যে স্বাদও পাওয়া যায়। উপরন্তু কোনো এবাদতে কষ্ট অনুভব হয় না।

৫৯. জিকিরের দরুন যে কোনো কষ্ট আছান হইয়া যায়, যে কোনো কঠিন কাজ সহজ হইয়া যায় এবং যাবতীয় বিপদ কাটিয়া যায়।

৬০. জিকিরের দরুন অন্তর হইতে ভয়-ভীতি দূর হইয়া যায় এবং উহাতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং যত বেশী করিয়া জিকির করা হইবে তত বেশী ভয়-ভীতি দূর হইয়া শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে।

৬১. জিকিরের বদৌলতে মানুষের মধ্যে এমন এক শক্তির সঞ্চার হয় যে, উহার ফলে বহু দুঃসাধ্য কাজ সে সমাধানক করিতে পারে। প্রিয় নবী (ছঃ) এর প্রিয়তমা কন্যা হজরত ফাতেমা (রাঃ) চাকী চালনা ও অন্যান্য কাজের চাপের দরুন হজুরে পাক (ছঃ) এর খেদমতে একজন চাকরের জন্য আরজ করিলেন হজুর (ছঃ) তাহাকে শয়নকালে ৩৩ বার সোবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ ও ৩৪ বার আল্লাহ আকবার পড়ার নির্দেশ দিলেন। এবং বলেন যে এই অজিফা করা খাদেম অপেক্ষা উত্তম।

৬২. পরকালের জন্য আমলকারীরা সবাই দৌড়াইতেছে তন্মধ্যে জাকিরীনদরে জামাত সবার আগে থাকিবে। হাদিসে বর্ণিত আছে কেয়ামতের দিন যখন সবই আপন নেকীর বদলা পাইতে থাকিবে তখন অনেকেই এই বলিয়া অনুতাপ করিবে যে হায় আফছোহ। আমরা এত সহজ আমল জিকিরের প্রতি কেন খেয়াল করিলামনা।

অন্য এক হাদিসে আছে হুজুর পাক (ছঃ) এরশাদ করেন মোফরেদ লোক অনেক অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। ছাহাবাগণ আরজ করিলেন মোফরেদ কাহারো, হুজুর (ছঃ) উত্তর করিলেন যাহারা প্রাণে-পণে আল্লাহর জিকির করে, জিকির তাহাদের যাবতীয় কাজ-কর্ম হালকা করিয়া দেয়।

৬৩. জাকিরীন দিগকে আল্লাহ তায়ালা সত্যবাদী বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন, আর যাহাদের স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা সত্যবাদী বলিয়াছেন তাহাদের হান্সর কখনই মিথ্যাবাদীদের সহিত হইতে পারেনা।

হাদিসে বর্ণিত আছে আমার বান্দা যখন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে তখন আল্লাহ পাক বলেন সত্যই বলিয়াছে আমি ব্যতীত অন্য আর কোনো মা-বুদ নাই এবং আমি সবচেয়ে বড়।

৬৪. জিকিরের বদৌলতে জাকিরিন দের জন্য বেহেস্তের বালাখানা তৈয়ার হইতে থাকে, বান্দা জিকির হইতে বিরত থাকলে ফেরেস্তাগণ বালাখানা নির্মাণ কাজ বন্ধ করিয়া দেয়। কারণ জিজ্ঞাসা করা হইলে ফেরেস্তাগণ বলেন বালাখানা নির্মাণের খরচ এখনো আসিয়া পৌছে নাই।

৬৫. আরও এক হাদিছে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি সোবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সোবহানাল্লাহিল আজীম, সাতবার পড়িবে বেহেস্তে মধ্যে তাহার জন্য একটা গম্বুজ তৈয়ার করা হইবে।

৬৬. জিকির জাহান্নামের জন্য বেড়া স্বরূপ। যে কোনো বদ আমলের কারণে জাহান্নামের উপযোগী হইলেও জিকির মাঝখানে আসিয়া প্রাচীরের মত দাড়াইয়া যাইবে। সুতরাং জিকির যত বেশী হইবে বেড়াও তত মজবুত হইবে।

৬৭. জাকিরিনদের জন্য সর্বদা ফেরেস্তাগণ আল্লাহপাকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। হুজুরত আমর বিন আছ (রাঃ) বলেন বান্দা যখন সোবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহী অথবা আল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন বলে তখন ফেরেস্তাগণ দোয়া করেন যে ইয়া আল্লাহ তোমার বান্দাকে ক্ষমা কর।

৬৮. যে কোনো পাহাড়ে অথবা ময়দানে আল্লাহর জিকির করা হয় সে অন্যের উপর গর্ব করিয়া থাকে যেমন এক হাদিসে বর্ণিত আছে এক পাহাড় অন্য পাহাড়কে ডাকিয়া বলে আজ তোমরা উপরে কোন জিকিরকারী কি জিকির করিয়াছে? হ্যাঁ বাচক উত্তর শুনিলে সে খুব খুশী হয়।

৬৯. বেশী বেশী করিয়া জিকির করা মোনাফেকী হইতে মুক্ত থাকার সনদ স্বরূপ, কারণ মোনাফেকদের পরিচয় আল্লাহপাক এই ভাবে দিয়াছেন। অর্থাৎ : তাহারা আল্লাহ তায়ালায় জিকির খুব কমই করিয়া থাকে। হজরত কাব আহরার (রাঃ) বলেন যে প্রচুর পরিমাণে জিকির করিবে সে নেকাক হইতে মুক্ত।
৭০. সমস্ত নেক আমলের মোকাবেলায় জিকিরের মধ্যে একটি বিশেষ ধরনের লজ্জত রহিয়াছে, হজরত মালেক বিন দিনার (রাঃ) বলেন যে লজ্জত হাছেলকারীদের মধ্যে জিকিরের চেয়ে লজ্জতের বস্ত্র আর কিছুই নাই।
৭১. জাকেরীনদের চেহারা দুনিয়াতেও নুরানী থাকিবে আখেরাতেও নুরানী হইবে, যেই ব্যক্তি পথে-ঘাটে, ঘরে-বাইরে, দেশ-বিদেশে বেশী বেশী করিয়া জিকির করিতে থাকিবে। কেয়ামতের দিন তত বেশী তাহার জন্য সাক্ষ্যদাতা হইবে।

### সূরা জিলজাল

কোরান পাকে বর্ণিত আছে, অর্থাৎ ইয়াওমা ইজিন তুহাদিছু আখাবারাহা- সেই দিন জমীন তাতে সংঘটিত পুরোঘটনা বর্ণনা করবে। আয়াতের ব্যাখ্যায় হজুর (ছঃ) বলেন কি বর্ণনা করিবে তোমরা কি তা জান! ছাহাবাগণ নিজেদের অসম্মতা প্রকাশ করিলেন, হজুর (ছঃ) বলিলেন মেয়ে এবং পুরুষ লোক জমিনে সেই সময় যেই কাজ করিয়া থাকুকনা কেন ভাল হউক বা মন্দ হউক, সে বলিয়া দিবে। এই জন্যে বিভিন্ন স্থানে খুব বেশী বেশী করিয়া আল্লাহর জিকির করা উচিত তবে সাক্ষীও বেশী বেশী পাওয়া যাইবে।

৭২. জিহ্বা যতক্ষণ আল্লাহর জিকিরে রত থাকিবে ততক্ষণ গীবত শেকায়েত পরনিন্দা বেহুদা কথা হইতে বিরত থাকিবে, কেননা জিহ্বা কখনো চুপ থাকে না, হয় জিকিরে রত থাকিবে, না হয় বাজে কথায় রত থাকিবে। অন্তরের অবস্থাও তদ্রূপ যদি আল্লাহর প্রেমে লিপ্ত না থাকে তবে নিশ্চয় কোন মাখলুকের প্রেমে লিপ্ত থাকিবে।

৭৩. শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু, চতুর্দিক হইতে তাহাকে চক্রান্তের বেড়াঙ্কালে ঘিরিয়া রাখে। শয়তানের কুচক্রী বাহিনীকে হটাইবার জন্য



জিকিরের মত হাতিয়ার আর কিছুই নাই। এই জন্যই শয়তানের চক্রান্ত হইতে বাঁচিবার জন্য বিভিন্ন হাদিসে বহু দোয়া শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। যাহা পাঠ করিলে শয়তান নিকটে আসিতে পারেনা। এবং শয়নকালে পাঠ করিলে সমস্ত রাত্রিই নিরাপদে থাকা যায়। হাফেজ এবনে কাইয়োম এই রূপ অনেক দোয়ার উল্লেখ করিয়াছেন। যাহার তওফীক হইবে তাহার জন্য যাহা বর্ণিত হইয়াছে উহাই তাহার জন্য যথেষ্ট আর যাহার তওফীক হইবে না তাহার জন্য হাজার কজীলত বর্ণনা করিলেও উহা কোন কাজে আসিবে না।

একটি হাদিছে বর্ণিত যে ব্যক্তি নির্জনে বসিয়া আত্মাহ পাকের জিকির করে সে যেন একাকি কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছে।

### জিকিরের জলির প্রমাণ

হজরত আব্দুল্লাহ বাজাদীন (রাঃ) নামক এক জন ছাহাবী শৈশবেই তাহার পিতা মারা যাওয়ায় আপন চাচার ঘরে প্রতি পালিত হয়। চাচা তাহাকে খুব যত্ন করিতেন কিন্তু তিনি গোপনে মুছলমান হইয়া গিয়াছেন শুনিয়া একদিন তাহাকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ করিয়া ঘর হইতে তাড়াইয়া দিল। ইসলাম গ্রহণের দরুন তাহার মাতাও তাহার উপর অসন্তুষ্ট ছিল। কিন্তু ছেলেকে উলঙ্গ দেখিয়া তাহাকে একটা মোটা চাদর দিয়া দিল। তিনি উহা দুই টুকরা করিয়া এক খণ্ড পরিধান করিলেন ও অপরখণ্ড গায়ে জড়াইয়া সোজা মদিনা শরীফ গিয়া হজুর পাক (ছঃ) এর দরবারে হাজির হইলেন। নবীজীর দরজায় থাকিয়া সর্বদা জোরে জোরে জিকির করিতেন।

হজরত ওমর (রাঃ) একদিন বলিলেন লোকটি মনে হয় রিয়াকার, হজুর (ছঃ) এই কথা শুনিয়া বলিলেন- না বরং সে আউয়াবীনদের মধ্যে একজন। তবুকের যুদ্ধে তিনি শহীদ হইয়া যান। ছাহাবারা দেখিলেন রাত্রি বেলায় তাহার কবরে চেরাগ জলিতেছে, নিকটে গিয়ে সবাই দেখিলেন- স্বয়ং হজুরে পাক (ছঃ) কবরে নামিয়া হজরত আবু বকর ও হজরত ওমর (রাঃ) কে বলিলেন- দাও তোমাদের ভাইয়ের লাশ আমার হাতে দাও।

দাফনের পর হজুর (ছঃ) বলিলেন হে আব্দাহ আমি তাহার উপর রাজী তুমিও তাহার উপর রাজী হইয়া যাও। হজরত ইবনে মাছউদ (রাঃ) বলেন এই দৃশ্য

কেয়ামতের দিন যুক্তিরমিষর কি  
প্রকৃতির লোকে পাইবে

অন্য হাদিসে বর্ণিত আছে বেহেস্তের মধ্যে ইয়া কুতের খুটি যুক্ত জ্ববর জন্দের  
 বালাখানা হইবে, চতুর্দিকে হইতে উহাদের দরওয়াজা খোলা হইবে ঐ সব  
 বালাখানা উজ্জল নক্ষত্রের মত চমকিতে থাকিবে। সেই সব বালাকানায় ঐ সমস্ত  
 লোক থাকিবে যাহারা আল্লাহ পাকের উদ্দেশ্যই আপোনে মোহাক্কত রাখিত এবং

ওধু আল্লাহ পাকের রেজামন্দির জন্য কোথাও একত্রিত হইত এবং আপোসে মেলা-মেশা করিত।

আজ যাহারা খানকায় বসিয়া আল্লাহ আল্লাহ জিকির করে, তাহাদের প্রতি অনেকেই বিদ্রূপ করিয়া হাসি-ঠাট্টা করিয়া থাকে। তাহারা যাহা ইচ্ছা তাহাই বলিতে পারে কিন্তু হাশরের দিন যখন আসল চক্ষু খুলিয়া যাইবে তখন দেখিতে পাইবে যে জাকীরিন গণ কোথায় আছেন এবং বিদ্রূপ কারীরা কোথায়।

### কবরের আজাব রেহাই পাইতে হইলে আল্লাহ পাকের জিকির হইতে আর কোন আমল নাই

অর্থ : হজুরে পাক (ছঃ) এরশাদ করেন, মানুষ কবর আজাব হইতে নাজাত পাইতে আল্লাহ তায়ালা জিকির হইতে আর কোন বড় আমল নাই। (আহমদ)।

ফায়দা : কবর আজাব কত বড় ভয়ানক বস্তু একমাত্র ঐ সব লোক উপলব্ধি করেন যাহারা কবর সম্পর্কীয় হাদিস সমূহ জানেন। হজরত ওহমান (রাঃ) যখন কবরের পাশ দিয়া যাইতেন তখন এত বেশী করিয়া কাঁদিতেন যে তিনার দাড়ি মোবারক ভিজিয়া যাইত।

কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, বেহেস্ত ও দোজখের আলোচনা হইলেও আপনি এত বেশী ক্রন্দন করেন না বরং কবর দেখিলে যত বেশী ক্রন্দন করেন। তিনি বলেন আখেরাতের মঞ্জিল সমূহের মধ্যে কবর হইল প্রথম মঞ্জিল যে ব্যক্তি কবর হইতে নাজাত পাইবে পরবর্তী সমস্ত মঞ্জিল তাহার জন্য আছান হইয়া যাইবে। আর যে ব্যক্তির জন্য কবর কঠিন হইবে তাহার জন্য বাকী পথ গুলীও কঠিন হইয়া দাড়াইবে।

তার পর তিনি হজুর (ছঃ) এর একটি হাদিছ শুনাইলেন, হজুর (ছঃ) বলিতেন, কবর হইতে অধিক ভয়ানক দৃশ্য আর আমি দেখি নাই, আম্মাজান হজরত আয়েশা (রাঃ) বলেন হজুর (ছঃ) প্রত্যেক নামাজের পর কবরের আজাব হইতে পানাহ চাহিতেন, হজুর (ছঃ) আরও এরশাদ করেন, যদি আমার এই আশংকা না হইত তোমরা ভীত হইয়া আপন মূর্দা দিগকে দাফন করা ছাড়িয়া দিবে, তবে আমি আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করিতাম তিনি যেন তোমাদিগকে কবরের আজাব দেখাইয়া দেন। মানুষ এবং জীন ব্যতীত সমুদয় প্রাণী কবরের আজাব গুণিতে পায়।



কোন কোন লোক উচ্চঃস্বরে জিকির করাকে নাজায়েজ এবং বেদআত বলে। হাদিসের এলেম তাহাদের কম বশতঃ তাহারা এই রূপ বলিয়া থাকে। হজরত মাওলানা আব্দুল হাই সাহাব ছাবাহাতুল ফিকর নামক গ্রন্থ থেকে প্রায় পঞ্চাশটি হাদিস আনিয়াছেন যদ্বারা জিকিরে জলী প্রমাণিত হইয়াছে। তবে শর্ত হইল সীমার ভিতরে হওয়া চাই উহা দ্বারা কাহারোও যেন কষ্ট না হয়।

কারণ যাতে এই জিকিরের দ্বারা কাহারো যেন নামাজের কোনো বাধা না আসে এবং কাহারো যেন কোরান তেলাওয়াতেও অসুবিধা না হয় এবং কাহারো যেন ঘুমের ক্ষতি না হয়। কারণ শরিয়তের বিধান মতে যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াস্ত নামাজ জামাতের সহিত আদায় করে ঐ সমস্ত ব্যক্তির রাত্রে ঘুম করা ও একটা এবাদত গতিকে তাহাদের যেন ঘুম ক্ষতি না হয়।

### কি আমল করিলে চার জন গোলাম আজাদ করিবার ছোয়াব পাওয়া যায়

একটি হাদিছে বর্ণিত আছে হজুরে পাক (ছঃ) এরশাদ করেন যাহারা ফজরের নামাজ আদায় করার পর সূর্য উঠা পর্য্যন্ত আল্লাহ পাকের জিকিরে লিপ্ত থাকে তাহাদের নিকট বসা আমার কাছে চারজন আরবী গোলাম আজাদ করিবার চেয়ে ও অধিক পছন্দনীয়। এইভাবে আছরের পরও জিকিরকারীর সঙ্গে বসাও চারজন গোলাম আজাদ করিবার চেয়ে উত্তম আরও এক হাদিছে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ জামাতের সহিত আদায় করিল অতপর সূর্য উঠা পর্য্যন্ত জিকিরে মশগুল থাকে তার পর দুই রাকাত নামাজ পরে সে ব্যক্তি একটা কামেল হজ্ব এবং একটা কামেল ওমরাহ হজ্বের ছোয়াব প্রাপ্ত হইবে, অন্য এক হাদিছে আছে ফজর এবং আছরের পর জাকরীনদের সহিত বসা আমার নিকট দুনিয়া এবং দুনিয়ার যাবতীয় বস্তু হইতে উত্তম। এই সব কারণে পীর মুরশীদ ছাহেবানদের নির্দেশ ফজর ও মাগরিবের পর অজিফা আদায় করার জন্য নির্দেশ দিয়া থাকেন, ইমাম মালেক হইতে বর্ণিত আছে ফজরের পর সূর্য উঠা পর্য্যন্ত কথা বলা মাকরুহ। হানাফী মযাহাব মতে দোরে মোখতার গ্রন্থেও এই সময় কথা বলাকে মাকরুহ বলা হইয়াছে।

### বেতের নামাজের পর একটি আমল

হুজুরে পাক (ছঃ) খাতুনে জান্নাত হজরত ফাতেমা (রাঃ) কে সম্বোধন করিয়া এরশাদ করিয়াছেন ও ফাতেমা (রাঃ) এই পৃথিবির যত নর ও নারী যদি বেতের নামাজ আদায় করিয়া ছালাম ফিরানোর পর এই দোয়া তিনবার পড়ে (সুবহানাল মালিকিল কুদ্দুছ), দুইবার আস্তে একবার কিন্চীত শব্দ করিয়া আল্লাহ্ আকবার বলিয়া সিজদায় যাইবে ও ঐ সিজদাতে এই দোয়া পাঁচবার পড়িবে (সুসুহন কুদ্দুসুন রক্বোনা ওয়া রক্বুল মালাইকাতি অরক্বহ) তার পর সিজদা হইতে আত্যাহিয়াতো ছুঁতে বসিয়া এবং বসা অবস্থায় আয়তুল কুরছী একবার পড়িবে ও ফের সিজদায় যাইবে আবার এই দোয়া পড়িবে পাঁচবার (সুসুহন কুদ্দুসুন রক্বোনা ওয়া রক্বুল মালাইকাতি অরক্বহ) এই আমল আদায় হইল তার পর নফলের নিয়ত করিবে।

#### ফজিলত :

১. হুজুর পাক (ছঃ) বলিয়াছেন যে মহান আল্লাহ পাকের কবজায় আমার জীবন রহিয়াছে। সেই আল্লাহ তায়ালার কছম করিয়া বলিতেছি যে ব্যক্তি এই আমল করিবে শেরেক ও কবিরাত্তা গুনাহ ব্যতীত সমস্ত গুনাহ আল্লাহ পাক মাগ করিয়া দিবেন।

২. ১০০ হজ্জ ও ওমরা হজ্জের ছোয়াব আমল কারীকে দান করিবেন।

৩. ১০০০ শহীদানের ছোয়াব আল্লাহ তাহাকে দিবেন।

৪. ১০০০ ফেরেস্তাকে আল্লাহ পাক আদেশ করিবেন যে ঐ ব্যক্তির আমল নামায় ছোয়াব লিখিতে থাক।

৫. ১০০ গোলাম আজাদ করার ছোয়াব আল্লাহ পাকতাহার আমল নামায় দিবেন।

৬. আল্লাহ পাক আমলকারী ব্যক্তির দোয়া কবুল করিবেন।

৭. ৬০ জন জাহান্নামী ব্যক্তিকে ওপারিশ করিয়া জান্নাতে দাখেল করার যোগ্যতা দান করিবেন।

৮. আল্লাহ পাকের রহমতে ঐ ব্যক্তির শহীদি মরণ হবে।

আমি আশা করি সমস্ত ইসলাম দরদী ভাই ও মা-বোনদেরকে অনুরোধ করি মেহেরবানী করিয়া আগ্রহের সহিত ও একাগ্রতার এই আমল করিবেন তো ইনশা

আল্লাহল আজিজ আপনারা আল্লাহ তায়ালায় নৈকট্য লাভ করিতে সক্ষম হইবেন। আমিও আশা রাখি আল্লাহ পাকের রহমতে আমল কারী সবাই লাভবান হইতে পারিবে। এই হাদিসের বর্ণনা কারী আম্মাজান হজরত উম্মে ছালমা (রাঃ) মেশকাত শরীফ।

পাঁচ ওয়াস্ত নামাজের পরে কি কি আমল করিলে আল্লাহ পাকের রেজামন্দি হাছেল করিতে পারিবে সেই আমলগুলো নিম্নে দেওয়া হইল।

১. ফজর নামাজ বাদ অজিকা- ১০০ বার

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহুল মালিকুল হাক্কুল মোবিন

ফজিলত-

১. এই আমলের বিনিময়ে তাহার ঈমান মজবুত হইবে।
২. কঠিন কিয়ামতের দিন আমল নামা ডান হাতে পাইবে।
৩. আল্লাহ পাকের রহমতে বিজুলীর মত পুল ছিরাত পার হইবে।
৪. আল্লাহ পাক তাহার দুনিয়া ও আখেরাতে ৭০ টি হাজত পূরা করিবেন।
৫. কিয়ামতের দিন তাহাকে শহীদ গণের সঙ্গে কবর হইতে উঠাইবেন।

২. জোহর নামাজ বাদ অজিকা- ১০০ বার

আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলা মোহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মোহাম্মাদিন ওয়া বারিক ওয়া ছাল্লিম।

ফজিলত

১. উক্ত ব্যক্তি দেনাদার হইবেনা ও যদি হয় তবে অল্প দিনে পরিশোধ করিতে পারিবে।
২. হালাল রুজির দ্বারা তাহার রিজিকে বরকত হইবে।
৩. সাধারণ মুছিবত হইতে আল্লাহ পাক তাহাকে নিরাপদে রাখিবেন।
৪. রাত দিন তাহার দ্বারা কোন গুনাহের কাজ হইবেনা।
৫. ঐ দিন তাহাকে আল্লাহর এবাদতের ভৌতিক দান করিবেন।



৩. আছর নামাজ বাদ অজিফা- ১০০ বার

সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সোবহানাল্লাহিল আজিম ওয়া বিহাম দিহী  
অহতাগ ফিরুল্লাহা রাব্বি মিন কুল্লি জামবিও ওয়াতুবু ইলাইহি।

ফজিলত-

১. আল্লাহ রাব্বিল ইজ্জাত আমলকারী ব্যক্তির ৪০ বছরের ওনাহ মাফ করিয়া  
দিবেন।

২. নেক আমলের পাল্লা ভারি করিয়া দিবেন।

৩. তাহার কোন দোয়া বিফলে যাইবেনা।

৪. আল্লাহ পাক তাহার আমল নামায় ৪০ বছরের এবাদতের ছোয়াব দান  
করিবেন।

৫. আল্লাহ পাক মহা-নবীজীর সঙ্গে বেহেশ্তে দাখেল করিবেন।

৪. মাগরিব নামাজ বাদ অজিফা- ১০০ বার

কলেমা তৈয়েবা- লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মোহাম্মাদুর রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)।

ফজিলত-

১. আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় দুনিয়ার কোনো প্রয়োজনীয় কাজে অপারগ  
হইবেনা।

২. আল্লাহপাক দৈনিক পাঁচবার তাহাকে রহমতের দৃষ্টি দান করিবেন।

৩. কিয়ামতের দিন তাহারে বিপদের সময় আল্লাহ পাক তাহার প্রতি রাজী  
থাকিবেন।

৪. আল্লাহ পাক তাহাকে কবরে নিরাপদে রাখিবেন।

৫. আল্লাহ পাক তাহার জন্য মনকির- নকিরের ছোয়াল জোয়াব আছান  
করিয়া দিবেন।

৫. এশার নামাজ বাদ অজিফা- ১০০ বার

সুব-হানাল্লাহি অল হামদু লিল্লাহিওয়াল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহ আকবার  
ওয়াল্লাহাওলা ওয়ালাকুয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিইল আজীম।

**ফজিলত-**

১. আল্লাহ রাব্বিল ইজ্জাত তাহাকে ৭০ জন নবীদের এবাদতের ছোয়াব তাহার আমল নামায় লিপি বন্ধ করিয়া দিবেন।
২. আল্লাহ পাক তাহাকে বেহেস্তে ৭০ টি সর্প মহল দান করিবেন।
৩. আল্লাহ পাক তাহাকে নবীজীর উম্মতের মধ্যে ৭০ হাজার পাপীকে ওপারিশ করার যোগ্যতা দান করিবেন।
৪. আমার হাবিবে দোজাহান নবী (ছাঃ) তাহাকে ওপারিশ না করা পর্য্যন্ত নবীজী বেহেস্তে প্রবেশ করিবেন না।
৫. শেষে আল্লাহ রাব্বিল ইজ্জাত তাহাকে বেহেস্ত দিদার দান করিয়া খুশী করিবেন।

**সাত তাহবিহ ও তাহার বরকত ও ফজিলত**

১. সোবহানাত্তাহ ১০০ বার।

**ফজিলত :**

আল্লাহ পাক তাহাকে ১০০ গোলাম আজাদ করার ছোয়াব দান করিবেন।

২. আলহামদু লিল্লাহ ১০০ বার ;

**ফজিলত :**

আল্লাহ পাক তাহাকে ১০০ ঘোড়া ছামান ও ঢাল-তলওয়ার সহ জেহাদের ময়দানে দান করার ছোয়াব দান করিবেন।

৩. আল্লাহ আকবার ১০০ বার।

**ফজিলত :** আল্লাহ পাক তাহাকে ১০০ শত উট কোরবানী করার ছোয়াব অর্থাৎ সেই উট কোরবানী আল্লাহ কবুল করিয়াছেন তাহার ছোয়াব দিবেন।

৪. কলেমা তৈয়েবা লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ মোহাম্মাদুর রাছুলুন্নাহ (ছাঃ) ১০০ বার।

**ফজিলত :**

আল্লাহ রক্বুল ইজ্জাত তাহাকে জমীন হইতে আছমান পর্য্যন্ত নেকিতে ভরপুর করিয়া দিবেন।



৫. দরুদ শরীফ ১০০ বার ।

ফজিলত :

১. আল্লাহ পাক তাহাকে দশটি নেকী দিবেন ।

২. আল্লাহ পাক তাহার আমল নামায় দশটি নেকী লিখে দিবেন ও দশটি ওণাহ মাফ করে দিবেন ।

৩. আল্লাহ পাক তাহাকে হাজার মর্তবা দান করিবেন ।

৪. আল্লাহ পাক তাহাকে চিন্তা-ভাবনা হইতে নিরাপদে রাখিবেন ।

৫. আল্লাহ পাক তাহাকে ইহ কাল ও পরকালের সমস্ত মুছিবত হইতে নাজাত দিবেন ।

৬. আল্লাহ পাকের রহমতে তাহার শহীদ গণের সঙ্গে হাশর হইবে আরও অনেক আছে ।

৬. আহতাগ ফিরুদ্বাহা রাব্বি মিন কুল্লি জা'মি'ও ওয়াতুবু ইলাইহি ।

ফজিলত :

১. আল্লাহ পাক ঐ বান্দাকে চিন্তা ভাবনা হইতে নাজাত দিবেন ।

২. রিজিকে অগনিত বরকত দান করিবেন ।

৩. আল্লাহ পাক তাহার সমস্ত ওণাহ মাফ করিয়া দিবেন ।

৭. লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিইল আজীম

ফজিলত :

হাদিছ শরীফে বর্ণিত আছে- এই দোয়ায় আল্লা পাকের বহু প্রশংসা ও ফজিলত আছে । আমার দয়াল নবী (ছঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে এই দোয়া বেহেতের খাজনা ও দরওয়াজা এবং চারা গাছ পালা সমূহ (আল বোখারী) এই দোয়া আমল করিলে ৯৯ প্রকার রোগ দূর হইয়া যায় । (তিবরানী) চিন্তা-ভাবনা ও পেরেশানী দূর হইয়া যায় রোগ মুক্তি এবং অগনিত রিজিকে বরকত হয় । উল্লেখিত সাত তাছবিহ সময় মত প্রত্যেক দিন পাঠ করিবেন ।

প্রত্যেক ফরজ নামাজের পরে যে ব্যক্তি আয়াতুল করছী আমল করিবে তো ইনশা আল্লাহুল আজিজ, সে ব্যক্তি কবরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জান্নাতী-(আল বোখারী) পাঁচ ওয়াস্ত নামাজ বাদ কতগুলি জরুরী আমল কোলা কুল অর্থাৎ তিন



কুলহো আদ্বাহো কুল আউজু বিরাক্বিল ফালাক, কুল আউজু বেরাবিন্নাহ পাঠ করিলে আওলাদ ও রিজিক ও হায়াতে বরকত ও যাদু টোনা হইতে আদ্বাহ পাক হেকাজত করিবেন। ইনশা আদ্বাহ। প্রত্যেক নামাজ বাদ ইয়া ওয়াহাহাবু ১৪ বার অথবা ১৯ বার পাঠ করিবেন। দুনিয়া ও আখেরাতে সমস্ত কাজ আদ্বাহ পাক সহজ করিয়া দিবেন।

### ফজর ও মাগরিব বাদ আমল

আউজু বিদ্বাহিস শামিইল আলিমি মিনাশ শয়তানির রাজ্জিম ৩ বার বিহ্মিল্লাহির রহমানির রাহিম ১ বার তার পর ছুরা হাশরের শেষ তিন আয়াত আমল করিবেন যথা :

হয়াদ্বাহো হাজ্জি লা-ইলাহা ইল্লাহ আলিমুল গাইয়বি অশশাহাদতি হয়ার রাহমানুর রাহিম হয়াদ্বাহ হাজ্জি লা ইলাহা ইল্লাহআল মালিকুল কুদ্দুসুসসালামুল মু'মিনুল মুহাই মিনুল আজ্জিজুল জাক্বারুল মুতা কাক্বির, সোবহানাদ্বাহি আম্মা ইওশরিকুন হয়াদ্বাহল খালিকুল বা রিউল মুহাওবিরু লাহল আছমাউল হোছনা ইয়ু ছাক্বিহ লাহ মাফি ছোমাওয়াতি অল আরদি ওয়া হয়াল আজ্জিজুল হাকিম।

ফজিলত : ফজর নামাজ বাদ এই আমল যে ব্যক্তি করিবে আদ্বাহ পাক ঐ ব্যক্তির জন্য ৭০ হাজার ফিরেস্তা নিযুক্ত করিয়া দিবেন। তাহার জন্যে দোয়ায়ে মাগফিরাত কামনা করিতে থাকিবে এবং ঐ ব্যক্তি ঐ দিন এন্তেকাল করিলে সে ব্যক্তির শহীদি মরণ হইবে। আবার মাগরিব বাদ এই আমল করিবে তো আদ্বাহ পাক ঐ ব্যক্তির জন্য ৭০ হাজার ফেরেস্তা নিযুক্ত করিয়া দিবেন ও তাহার জন্যে দোয়ায়ে মাগফিরাত কামনা করিতে থাকিবে ও যদি ঐ ব্যক্তি রাত্রিতে এন্তেকাল করেন তবে নিশ্চয় তাহার শহিদী মরণ হবে। আমি আশা করি সবেই এই আমল আশ্রহের সহিত করিবেন ও কোন সময়ের তরে তরক করিবেন না।

## সকাল ও সন্ধ্যায় কত গুলি আমল

আল্লাহুমা আজিরনী মিনান্নার ৭ বার

ফজিলত :

যে ব্যক্তি এই আমল ফজর নামায ও মাগরিব নামাজ বাদ ৭ বার করিয়া পাঠ করিবে হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে আল্লাহ পাক সাতটি দোজখ সৃষ্টি করিয়াছেন আল্লাহ রক্ষিল ইজ্জাত ঐ আমল করা ব্যক্তির জন্য ৭টি দোজখের দরওয়াজা বন্ধ করিয়া দিবেন ও আল্লাহ পাক তাহার জন্য দোজখ হারাম করিয়া দিবেন।

## আল্লাহুমা ইন্নি আছ আলুকা রিদওয়াকাল জান্নাহু ৮ বার

হাদিছ শরীফে বর্ণিত আছে তাহার জন্যে আঠটি বেহেষ্টের দরওয়াজা খুলিয়া দিবেন (সোবহানাল্লাহ)

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহদাহু লা-শারি কালাহু লাহল মুলকো ওয়ালাহল হামদু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইইন কাদির।

আল্লাহ রক্ষিল ইজ্জাত শয়তানকে সৃষ্টি করিয়াছেন আমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্যে কারণ বান্দা তাহার এহকাম মত চলে না, শয়তানের হুকুম মতে চলে, আর শয়তান আমাদের চির শত্রু, শয়তান মানুষকে বিপদগামী ও অসৎ রাস্তায় নিয়া আমাদিগকে জাহান্নামে দিবে এ কথা আল্লাহ পাকের সাথে অঙ্গিকার করিয়াছে। গতিকে শয়তানকে দূরে রাখার জন্য আমাদের প্রত্যেক নর ও নারীর প্রতি একান্ত কর্তব্য আমরা সঠিক ভাবে ও একাগ্রতায় এই আমল এহতেমামের সহিত যদি করি নিশ্চয় আল্লাহ রক্ষিল আলামিন আমাদেরকে শয়তানের চক্রান্ত হইতে হেফাজতে রাখিবেন। আমল করার সময় ফজর নামাজ বাদ এবং মাগরিবের নামাজ বাদ-

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহদাহু লা শারি কালাহু আহাদান ছমাদান লাম ইয়ালিদ অলাম ইউলাদ অলাম ইয়া কুল্লাহু কুফুওয়ান আহাদ।

ফজিলত :

এই দোয়া যে ব্যক্তি একবার পাঠ করিবে হাদিছ শরীফে বর্ণিত আছে আল্লাহ রক্ষিল ইজ্জাত সেই বান্দাকে বিশ লক্ষ্য নেকি তাহার আমলনামায় লিপিবদ্ধ করিয়া দিবেন।

সময় : ফজর নামাজ বাদ এবং মাগরিব নামাজ বাদ ।

বিস্মিল্লাহিদ্দাজী লা-ইয়া দুররো মা আছমিহী শাইউন ফিল আরদি ওয়ালা ফিচ্ছামাই ওয়া হুয়াচ্ছামিউল আলিম ৩ বার ।

ফজিলত : আব্বাহ রাব্বিল ইজ্জাত আমলকারী বান্দার জ্ঞান ও মাল দুনিয়ার সমস্ত মুহিবত হইতে রক্ষা করার দায়িত্ব ও জিম্মাদার এবং সমস্ত বস্ত্র-বাহিনী মাল ও ছামান আগুন ও পানি থেকে হেফাজত করিবেন ।

সময় : ফজর নামাজ বাদ এবং মাগরিব নামাজ বাদ । যে ব্যক্তি নিম্নোক্ত দোয়া তিনবার পড়বে তার জন্যে সেটি সমস্ত গুনার কাফ্কারা হয়ে যাবে, যদিও তা সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ হয় । (মাজমা যওয়াইদ)

উচ্চারণ : আসতাগ্ফিরুল্লা হাল্লযী লা-ইলাহা ইল্লাহুওয়াল্ হাইয়ুল্ ক্বাইয়্যুমু ওয়া আত্বু ইলাইহি ।

### আব্বাহ আন্বা মোহাম্মাদান মাহওয়া আহলুহ

ফজিলত : এই দরুদ শরীফ একবার পাঠ করিলে আব্বাহ পাক তাহার জন্য ৭০ জন ফেরেস্টাকে নেকি লেখার জন্য নিযুক্ত করিয়া দিবেন ।

রাদিতু বিদ্দাহি রাব্বান ওয়াবিল ইছলামে দিনান ওয়াবি-মোহাম্মাদিন নাবিয়ান (হাঃ) ।

ফজিলত : যে ব্যক্তি এই দোয়া ৩ বার পাঠ করিবে আব্বাহ রাব্বিল ইজ্জাত তাহাকে ৯০০ ছাগলের শরীরের যত পরিমাণ লোম আছে তত পরিমাণ নেকি দান করিবেন । ছোবহানাব্বাহ ।

### দেনা হইতে নাজাতের দোয়া

আব্বাহম্মাহ মাক ফিনি বি হালালিকা আন হারা মিকা ওয়া আগনিনী বি ফাদলিকা আশ্বান ছাওয়াকা ।

ফজিলত : জোহর নামাজ বাদ এবং জুমার নামাজ বাদ উক্ত দোয়া ৭০ বার পাঠ বা আমল করিলে ইনশা আব্বাহল আজিজ আব্বাহ পাকের রহমতে অতি শীঘ্রে ঋণ পরিশোধ হইয়া যাইবে ।

কলেরা বা মহামারি হইতে নাজাত পাওয়ার আমল



উচ্চারণ : আল্লা-হুমা ছল্লি আ'লা- সাইয়্যাদিনা- মুহাম্মাদিও ওয়াআ'লা- আ-লি সাইয়্যাদিনা- মুহাম্মাদিন, বিআ'দাদি কুল্লি দা-ইওঁ ওয়া দাওয়া-ইন্। ওয়া বি আ'দাদি কুল্লি ই'ল্লাতিওঁ ওয়া শিফা-ইন্।

ফজিলত : ফজর নামাজ বাদ এবং মাগরিব নামাজ বাদ উক্ত দরুদ শরীফ তিন বার করিয়া আমল করিলে ইনশা আল্লাহুল আজিজ আল্লাহ পাক কলেরা বা মহামারি হইতে হেফাজতে রাখিবেন।

### ছাইয়েদুল এহতেগফার

উচ্চারণ : আল্লাহুমা আনতা রব্বী লা-ইলাহা ইল্লা আনতা খালাকতানী ওয়াআনা আবদুকা ওয়াআনা আলা আহদিকা ওয়া ওয়াদিকা মাসতাতুতু আউজুবিকা মিন্ শাররিমা সানা'তু ওয়া আবুউলাকা বিয়ামাতিকা আলাইয়া ওয়া আবুউ বিজাযী ফাগফিরলী ফা ইল্লাহ লা-ইয়াগফিরুজ্ জুনুবা ইল্লা আনতা।

ফজিলত : হজুরে পাক (ছাঃ) এরশাদ করিয়াছেন যে ব্যক্তি উক্ত দোয়া ফজর নামাজ বাদ আমল করিবে সে যদি ঐ দিনের মধ্যে এন্তেকাল করে নিশ্চয় সে ব্যক্তি ইনশা আল্লাহুল আজিজ বেহেস্তী হইবে এবং ঐ দোয়া রাত্রে আমল করিবে ও ঐ ব্যক্তি রাত্রির মধ্যে এন্তেকাল করেন তাহলে সে ব্যক্তি নি সন্দেহে বেহেস্তী হইবে ইনশা আল্লাহ (আল বোখারী)।

যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরজ নামাযের পর আয়াতুল কুরসি পাঠ করবে তাঁর মাঝে ও বেহেশতের মাঝে মৃত্যুই শুধুই অন্তরায় থাকবে। (তাকসীরে মাযহারী)

উচ্চারণ : আল্লা-হু লা-ইলাহা ইল্লা হুওয়াল্ হাইয়ুলগ কইয়ুম্, লা-তাকুজুহ সিনাতুউওয়ালা নাউম্, লাহু মা-ফিস্সামাওয়াতি ওয়ামা ফিল্ আরদি মানযাল্লাযী ইয়াশ্ফাউ ইনদাহু ইল্লা বিইজনিহী ইয়ালামু মা-বাইনা আইদীহিম্ ওয়ামা খল্ফাহম ওয়ালা যুহীতুনা বিশাইইম মিন ইলমিহী ইল্লা বিমাশাআ- ওয়াসিআ কুরসিই যুহস্সামাওয়াতি ওয়াল আরদা ওয়ালা ইয়াউদুহ্ হিফজুহুয়া ওয়াহওয়াল আলিইয়ুল আজীম।

যে ব্যক্তি নিম্নোক্ত দোয়া তিনবার পড়বে সে সমস্ত অনিষ্টকর জিনিস থেকে হেফাজত থাকবে। (মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিজী)

উচ্চারণ : আউযু বিকালিমাতিল্লাহিত্ তাম্মাতি মিন্শাররি মা-খলাক।

সাজরায়ে তৈয়েবা তরিকারে চিশতীয়া গণের নামের ছিল ছিল নামা

৪২. হজরত হৈয়্যুদুল মোরহালিন খাতেমুল আখিয়া মোহাম্মদ মস্তকা আহম্মদ। মুজতাবা ছাফায়াহো আলাইহি অছালাম হইতে-

৪১. হজরত শায়েখ আমিরুল মোমিনীন হজরত আলী করমুল্লা অজহ (রাঃ)

৩৯. " বছরি (রাঃ)

৩৮. " আব্দুল ওয়াহেদ এবনে জায়েদ (রাঃ)

৩৭. " ফোজায়েল এবনে আয়াজ (রাঃ)

৩৬. " ইব্রাহিম এবনে আদহাম (রাঃ)

৩৫. " হোজায়ফা মার আশি (রাঃ)

৩৪. " আবু হোরায়রা বছরি (রাঃ)

৩৩. " সেখ মমশাদ ওলওয়াই দাইনুরী (রাঃ)

৩২. " খাজা আবু এছহাক সামী (রাঃ)

৩১. " খাজা আবু আহম্মদ (রাঃ)

৩০. " মোহাম্মদ চিস্তী (রাঃ)

২৯. " ইউছুক চিস্তী (রাঃ)

২৮. " মাওদুদ চিস্তী (রাঃ)

২৭. " সায়েখ জিন্দানী (রাঃ)

২৬. " ওছমান হারুণী (রাঃ)

২৫. হজরত খাজায়ে খাজে গান গরীব নেওয়াজ ছুলতানুল হিন্দী শায়েখ মইন উদ্দিন হাছান চিশতী ছাফুরী আজমিরী (রাঃ) তিনি চিশতীয়া তরিকার ইমাম ৫৩৭ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন পিতার নাম খাজা বুজুর্গ মাতার নাম বিবি সাহেনুর। তাহার দুই বিবি ছিলেন খাতুনে আহমোত ও আমাতুল্লা তাহার তিন ছেলে ও এক মেয়ে ছিলেন ৬৩৩ হিজরী রজব মাসের ৬ তারিখে এসেকাল করেন মাজার আজমীর শরীফে।

২৪. " কুতুবুদ্দিন বখতিয়াব (রাঃ)

২৩. " সেখ ফরিদ উদ্দিন শোকরগঞ্জ (রাঃ)

২২. " ছুলতানুল আউলিয়া নিজামউদ্দিন (রাঃ)

২১. " আশি শিরাজ (রাঃ)

২০. " আলাউল হক (রাঃ)



১৯. " খাজা নুর কুতুবে আলম (রঃ)
১৮. " হেছামুদ্দিন মানিকপুরী (রঃ)
১৭. " ছৈয়দ রেজা হামেদ সাহ (রঃ)
১৬. " হাছান এবনে তাহের (রঃ)
১৫. " কাজী ইউছুফ নাছেহী (রঃ)
১৪. " খাজা আব্দুল আজিজ (রঃ)
১৩. " নজযুল হক চাইনলানা (রঃ)
১২. " কুতুবে আলম (রঃ)
১১. " রফি উদ্দিন (রঃ)
১০. " সায়েখ আব্দুর রহিম রায়পুরী (রঃ)
৯. " অলি উল্লাহ (রঃ)
৮. " মাওলানা সাহআব্দুল আজিজ দেহলভী (রঃ)
৭. " শায়েখ আমিরে শরিয়ত ছৈয়দ আহম্মাদ বেররভী (রঃ)
৬. " আরেফ বিল্লাহ মাদার অলী মোঃ কেরামত আলী ছিদ্দিকী আল কোরাইশী জৌনপুরী (রঃ)
- (খ) মাওলানা হাফিজ আম্মদ ছিদ্দিকী জৌনপুরী (রঃ)
৫. " কুতুবে আলম বাহারুল উলুগ মাওলানা আব্দুল আউয়াল ছিদ্দিকী জৌনপুরী (রঃ)
৪. " হযরত মাওলানা আব্দুল বাতেন ছিদ্দিকী জৌনপুরী (রঃ)
৩. " মাওলানা সৈয়দ মোঃ গালিব হোছেন ছিদ্দিকী জৌনপুরী হিররাহুল আজিজ।
২. " মাওলানা সৈয়েদ মোঃ ফুজায়েল ছিদ্দিক জৌনপুরী
১. "

### কাদেরীয়া তরিকার পীর গণের সাজারায়ৈ তৈয়্যাবা

৪৩. ছাইয়েদুল মোরছালীন, খাতেমুল্লাবীইন হজরত মোহাম্মাদ মস্তাফা (ছাঃ) হইতে।
৪২. হজরত শায়েখ আমিরুল মোমেনীন ছাইয়েদেনা আলী (রাঃ)।
৪১. হজরত শায়েখ ছাইয়েদেনা হজরত ইমাম হোছাইন (রাঃ)।



৪০. হজরত শায়েখ ছাইয়েদেনা ইমাম জয়নুল আবেদীন (রঃ) ।

৩৯. হজরত শায়েখ ইমাম বাকের (রঃ) ।

৩৮. হজরত শায়েখ জাফর ছাদেক (রঃ) ।

৩৭. হজরত শায়েখ মুছা কাজেম (রঃ) ।

৩৬. হজরত শায়েখ আলী রেজা (রঃ) ।

৩৫. হজরত শায়েখ মারুফ কারখী (রঃ) ।

৩৪. হজরত শায়েখ আবুল হাছান ছারে ছাকতী (রঃ) ।

৩৩. হজরত শায়েখ ছৈয়দুত্তায়েফা ছোনায়েদ বাগদাদী (রঃ) ।

৩২. হজরত শায়েখ আবু বকর শিবলী (রঃ) ।

৩১. হজরত শায়েখ আব্দুল আজিজ তামিমী (রঃ) ।

৩০. হজরত শায়েখ আবুল ফজল ওয়াহেদ তামিমী (রঃ) ।

২৯. হজরত শায়েখ আবুল হাছান কোরাইশী আবু ফারাহ তারতোছী (রঃ) ।

২৮. হজরত শায়েখ আবু ছাইদ মোখাররমী (রঃ) ।

২৭. হজরত শায়েখ পীরানে পীর গাওছুল আজম ছুলতানুল হজরত শায়েখ মুহি উদ্দিন আব্দুল কাদের জিলানী হামলী (রঃ) ৪৭৪ হিজরী রমজানের ১ তারিখে জন্ম গ্রহণ করেন। ৫৭১ হিজরী রবিওচ্ছানী চান্দ্রের ১১ তারিখে এস্তে কাল করেন, তিনার মাজার মাগদাদ শরীফে তাহার পিতার নাম ছাইয়েদ আবু ছালেহ মুছা জংগী মাতার নাম হজরত ফাতেমা জংগী তাহার ৯টি সন্তান ছিল।

২৬. হজরত শায়েখ ছৈয়দ আব্দুর রাজ্জাক (রঃ) ।

২৫. হজরত শায়েখ শরীফ উদ্দিন কাতাল (রঃ) ।

২৪. হজরত শায়েখ ছৈয়দ আব্দুল ওয়াহাব (রঃ) ।

২৩. হজরত শায়েখ বাহা উদ্দিন (রঃ) ।

২২. হজরত শায়েখ আকিল (রঃ) ।

২১. হজরত শায়েখ ছামছুদ্দিন ছাহরায়ী (রঃ) ।

২০. হজরত শায়েখ গাদা রহমান এবনে আবিল হাছান (রঃ) ।

১৯. হজরত শায়েখ ছৈয়দ শামছুদ্দিন আরেকীন (রঃ) ।

১৮. হজরত শায়েখ ছৈয়দ গাদা রহমান (রঃ) ।

১৭. হজরত শায়েখ সাহ ফোজায়েল (রঃ) ।

১৬. হজরত শায়েখ সাহ কামাল (রঃ) ।
১৫. হজরত শায়েখ আব্দুল আহাদ (রঃ) ।
১৪. হজরত শায়েখ শেখ আহম্মদ ছেরহেন্দী (রঃ) ।
১৩. হজরত শায়েখ হৈয়দ আদম বিননুরী (রঃ) ।
১২. হজরত শায়েখ আব্দুল্লাহ আকবর আবাদী (রঃ) ।
১১. হজরত শায়েখ সাহ আব্দুর রহিম রায়পুরী (রঃ) ।
১০. হজরত শায়েখ সাহ আলি উল্লাহ (রঃ) ।
৯. হজরত শায়েখ আব্দুল আজিজ দেহলভী মোহএদ্দছ (রঃ) ।
৮. হজরত শায়েখ আমিরেশরীয়ত হৈয়দ আহম্মদ বেরলভী (রঃ) ।
৭. হজরত শায়েখ মাদার অলী হাদিয়ে হিন্দ ও বাংলা আল হাফিজ কসা  
কেরামত আলী আর কোরাইশী ছিদ্দিকী জৌনপুরী (রঃ) ।
৬. হজরত শায়েখ হাফিজ আহম্মদ ছিদ্দিকী জৌনপুরী (রঃ) ।
৫. হজরত শায়েখ বাহারুল আরম কুতুবে আলম মওঃ আব্দুল আউয়াল  
ছিদ্দিকী জৌনপুরী (রঃ) ।
৪. সৈয়দ মাওলানা মোঃ হজরত শায়েখ মাওলা মোঃ আব্দুল বাতেন ছিদ্দিকী  
জৌনপুরী (রঃ) ।
৩. হজরত মাওলানা সৈয়দ মোঃ গালিব হোছেন ছিদ্দিকী জৌনপুরী হিররাহল  
আজিজ ।
২. মাওলানা সৈয়দ মোঃ ফুজায়েল ছিদ্দিকা জৌনপুরী ।
- ১.

## নকশে বন্দিয়া ও মোজাদ্দেদীয়া

### তরিকার সাজরায়ে তৈয়্যেবা

হাইয়েদুল মোরছালিন শাফিউল মুজনেবিন মাহবুবে রাব্বিল আলামিন হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফা আহাম্মদ মুজবতা ছালাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম তিনি ৫৭০ খৃষ্টাব্দে পবিত্র মক্কা গরে হজরত হাইয়েদেনা আব্দুল্লা (রাঃ) এর ঔরশ ও হজরত হাইয়িদাতুনা আমিনার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ২৩ বছর কাল ইছলাম ধর্ম প্রচার করার পর ৬৩ বছর বয়সে ১২ রবিউল আউয়াল তারিখে পবিত্র মদিনা শরীফে পলোক গমন করেন। তিনি মদিনায় ১০ বছরের মধ্যে ৮৩টি যুদ্ধ ২৭ টি গুজওয়াহ জয় লাভ করিয়াছিলেন।

৪২. সব তরিকায় মূল এখানে মিলিত হইয়াছে তিনার সর্ব প্রথম প্রধান খলিফা হজরত হাইয়েদেনা আবু বক্কর ছিদ্দিক (রাঃ) ১০ই হিজরী জামাদি উচ্ছানি চাঁদের ২১ তারিখে তিনি এন্তেকাল করেন। তিনার মাজার হজুর (ছঃ) এর পবিত্র রওজার নিকটেই সমাধিস্থ করা হয়।

৪১. তিনার খলিফা শায়েখ হজরত ছালমান ফারচী (রঃ) ৩৩ হিজরী ২৫০ বছর বয়সে এন্তেকাল করেন। তিনার মাজার বাগদাদ শরীফ করিয়ায়ে ছালমা নামক স্থানে।

৪০. তিনার খলিফা শায়েখ হজরত কাছেম এবনে মোহাম্মদ বিন আবু বক্কর ছিদ্দিক (রাঃ) তিনি একজন প্রধান ফকিহ ছিলেন ১০৭ হিজরীতে ৭০ বছর বয়সে এন্তেকাল করেন। তিনার মাজার মক্কা ও মদিনা মধ্যবর্তী স্থানে।

৩৯. তিনার খলিফা শায়েখ হজরত ইমান জাফর ছাদেক (রঃ) তিনার জন্ম ৮০ হিজরী রবিউল আউয়াল চাঁদের ১৭ তারিখে এবং ১৪৮ হিজরী রজব চাঁদের ১৫ তারিখে এন্তেকাল করেন তিনার মাজার মদিনা শরীফ জান্নাতুল বাকীতে।

৩৮. তিনার খলিফা শায়েখ হজরত মুছা কাজেম (রঃ) তিনি ইমাম জাফর ছাদেক (রঃ) এর পুত্র ও মুরিদ ১২৮ হিজরী ছফর চাঁদের ৭ তারিখে জন্ম গ্রহণ করেন ১৮৩ হিজরী রজব চাঁদের ২৫ তারিখে এন্তেকাল করেন। তিনার মাজার বাগদাদ শরীফে।



৩৭. তিনার খলিফা শায়েখ হজরত ইমাম আলী রেজা (রঃ) তিনি হজরত মুহা কাজেমের পুত্র ও মুরিদ তিনার জন্ম ৫৩ হিজরী এবং ১০৭ হিজরী মদিনা শরীফে এন্তেকাল করেন।
৩৬. তিনার খলিফা শায়েখ হজরত মারুফ কারখী (রঃ) তিনি ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এর শাগরিদ ছিলেন। তিনি ১০০ হিজরীতে এন্তেকাল করেন তিনার মাজার বাগদাদ শরীফে।
৩৫. তিনার খলিফা শায়েখ আবুল হাছান ছারি ছাকতী (রঃ) তিনার ২০ বছর বয়সে ২৫৩ হিজরী রমজান চাঁদের ৩ তারিখে এন্তেকাল করেন। তিনার মাজার বাগদাদ শরীফে।
৩৪. তিনার খলিফা শায়েখ হজরত ছৈয়াদুত্তায়েফা জোনায়েদ বাগদাদী (রঃ) ২৯৭ হিজরী রজব চাঁদের ২৭ তারিখে এন্তেকাল করেন তিনার মাজার বাগদাদ শরীফে।
৩৩. তিনার খলিফা শায়েখ হজরত আবু বক্কর শিবলী (রঃ) তিনার মাজার বাগদাদ শরীফে।
৩২. তিনার খলিফা শায়েখ হজরত আবুল কাশিম নাছির বাদী (রঃ) তিনার জন্ম নেশা পুরে ৩৫৭ হিজরীতে মক্কা শরীফে তিনি এন্তেকাল করেন। তিনার মাজার মক্কা শরীফে।
৩১. তিনার খলিফা শায়েখ হজরত আবু আলী দাক্কাক (রঃ) ৪০৫ হিজরী জিলকত চাঁদে নেমাপুরে তিনি এন্তেকাল করেন।
৩০. তিনার খলিফা শায়েখ হজরত আবুল কাশেম কুশাইরী (রঃ) ৩৭৬ হিজরী জন্ম এবং ৪৬৫ হিজরীতে তিনি নেমাপুরে এন্তেকাল করেন।
২৯. তিনার খলিফা শায়েখ হজরত খাজা আলী ফারমুদী (রঃ)।
২৮. তিনার খলিফা শায়েখ হজরত ইউছফ হামদানী (রঃ) তিনার জন্ম ৪৫০ হিজরী হামদাদ শহরে।
২৭. তিনার খলিফা শায়েখ হজরত আব্দুল খালেক গেজদেওয়ানী (রঃ) তিনি রবিউল আউয়াল চাঁদে এন্তেকাল করেন।
২৬. তিনার খলিফা শায়েখ হজরত খাজা আরিফ রেওগিরী (রঃ) তিনি বোখারায় রেওগিরী গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। ৬০৬ হিজরী ছাওয়াল চাঁদের ১ তারিখে এন্তেকাল করেন।

২৫. তিনার খলিফা শায়েখ হজরত খাজা মোহাম্মদ আবুল খায়ের ফাছনাজী (রঃ) ৭১৬ হিজরী রবিউল আউয়াল চাঁদের ১৭ তারিখে এস্টেকাল করেন।
২৪. তিনার খলিফা শায়েখ হজরত খাজা রামেতনী (রঃ) বোখারায় রামীতন গ্রামে ৬৯১ হিজরীতে জন্ম ও ৭১১ হিজরীতে রমজান চাঁদে ২৭ তারিখে এস্টেকাল করেন। কিনার মাজার খারিজম শহরে।
২৩. তিনার খলিফা শায়েখ হজরত খাজা বাবা ছামাদী (রঃ) ৭৭৬ হিজরীতে এস্টেকাল করেন।
২২. তিনার খলিফা শায়েখ হজরত সাহ আমার দুলাল (রঃ) তিনার জন্ম ও মাজার রামেতনের নিকটবর্তী বোখারায় ইনি ২০ বছর পীরের খেদমতে ছিলেন।
২১. তিনার খলিফা শায়েখ হজরত খাজা বাহা উদ্দিন নব্বো বন্দী (রঃ) তিনার প্রকৃত নাম মোহাম্মদ এবনু মোহাম্মদ আল বোখারী ৭১৮ হিজরীতে মহরম চাঁদে জন্ম গ্রহণ করেন। ৭৯১ হিজরী রবিউল চাঁদের ৩ তারিখে এস্টেকাল ফরমান বোখারা হইতে তিন মাইল দূরে আরকান জহুবাই গ্রামে তিনার মাজার। তিনি নব্বো বন্দীয়া তরিকার ইমাম ও হানাকি ছিলেন।
২০. তিনার খলিফা শায়েখ হজরত মওলানা ইয়াকুব ছারখী (রঃ) তিনাব জন্মস্থান আফগানিস্তান কাবল গাজনী মধ্যবর্তী ছারখ গ্রামে ৮৯৫ হিজরীতে এস্টেকাল করেন।
১৯. তিনার খলিফা শায়েখ হজরত খাজা উবাইদুল্লা আহরার (রঃ) তাশকন্দের নিকটবর্তী বাগিস্থানে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৮৯৫ হিজরী রবিউল আউয়াল চাঁদের ২৯ তারিখে এস্টেকাল করেন।
১৮. তিনার খলিফা শায়েখ হজরত মওঃ জাহেদ (রঃ) ৯৩৬ হিজরী রবিউল চাঁদের ১ তারিখে এস্টেকাল করেন অয়কশ স্থানি তিনারমাজার।
১৭. তিনার খলিফা শায়েখ হজরত মওঃ দরবেশ (রঃ) ৯০০ হিজরী মহরম চাঁদের ২৯ তারিখে এস্টেকাল করেন।
১৬. তিনার খলিফা শায়েখ হজরত খাজা মোহাম্মদ আম কানকী (রঃ) ৯৮১ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। ১০০৮ হিজরী সাবান চাঁদের ২২ তারিখে এস্টেকাল করেন, তিনার মাজার আম কানকী গ্রামে। তিনি পিতার নিকট বয়্যাত হইয়াছিলেন।



১৫. তিনার খলিফা শায়েখ হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ (রঃ) ৯৭১ হিজরীতে আফগানিস্থান কাবুলে জন্মগ্রহণ করেন। ১০১২ হিজরী জমাদি উচ্ছানি চাঁদের ২৫ তারিখে এন্তেকাল করেন। তিনার বাসস্থান ও মাজার দিল্লীতে।
১৪. তিনার খলিফা শায়েখ হজরত আহাম্মদ ছেরহান্দী মোআদ্দেদী আলফিছানী হানাফি (রঃ) তিনি হজরত ওমর ফারুক (রাঃ) এর বংশধর ছিলেন। ৯৭১ হিজরী শাওয়াল চাঁদের ১৪ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। ১০৩৪ হিজরী চফর চাঁদের ২৮ তারিখে এন্তেকাল ফরমান তিনি মোজাদ্দেদী তরিকার ইমাম ছিলেন। তিনার মাজার পঞ্জাবের নিকটবর্তী ছেরহান্দ স্থানে তিনি আমার নবী (ছাঃ) এর হাজার বছর পর ইছলাম ধর্মের উন্নতি সাধনের জন্যে অনেক কায়দা কৌশল বাহির করিয়া ছিলেন। এই জন্যেই তিনাকে মোজাদ্দেদী আলফিছানী বলা হয়। তিনার ৭ জন সন্তান ছিলেন।
১৩. তিনার খলিফা শায়েখ হজরত আদম বানুরী (রঃ) তিনার জন্ম স্থান বানুরে ১০৫৩ হিজরীতে মদিনা শরীফে এন্তেকাল করেন।
১২. তিনার খলিফা শায়েখ ছৈয়দ আব্দুল্লা আকবর আবাদী (রঃ) আকবরা বাদ বা আগ্রার অধিবাসী ছিলেন। তিনার মাজার জাম্বল নদীর তীরে।
১১. তিনার খলিফা শায়েখ হজরত মওঃ আব্দুর রহিম মোহাদ্দেছ দেহলভী (রঃ) ১০৫৪ হিজরী দিল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন, তিনার মাজার দিল্লীতে তিনি একাই চার তরিকার কামেল ছিলেন।
১০. তিনার খলিফা শায়েখ হজরত মওঃ সাহ অলি উল্লা মোহাদ্দেছ দেহলভী (রঃ) তিনি হজরত মওঃ আব্দুর রহিম (রঃ) এর পুত্র ও মুরিদ ছিলেন তিনার জন্ম ১১১৪ হিজরী শাওয়াল চাঁদে ৪ তারিখে এন্তেকাল করেন তিনার মাজার দিল্লীতে।
৯. তিনার খলিফা শায়েখ হজরত মওঃ আব্দুল আজিজ মোহাদ্দেছ দেহলভী। তিনি পিতার নিকট থেকে এলেম হাছেল করিয়াছিলেন। তিনার জন্ম ১১৫৫ হিজরী এবং ১২৩৯ হিজরী শাওয়াল চাঁদে ৭ তারিখে এন্তেকাল করেন। তিনার মাজার দিল্লীতে।
৮. তিনার খলিফা শায়েখ ছৈয়দ আহাম্মদ বেরলভী (রঃ)। তিনি পঞ্জাবের রাজা রনজিত সিংহের সাথে বালাকোট শহরের যুদ্ধ ক্ষেত্রে শহীদ হন, সেখানেই



- তিনার মাজার বা সমাধিস্থ করা হয়। তিনার পিতার নাম এরফান বেরলজী (রঃ)। ১১০২ হিজরী বেরলীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হানাফী ছিলেন।
৭. তিনার খলিফা শায়েখ হিন্দ ও বাংলা সাহ ছুফী আল হাল হাফিজ হজরত মওলানা মোহাম্মদ কেরামত আলী ছিদ্দিকি আল কোরাইশী জৌনপুরী (রঃ)। ১২১৫ হিজরী মহরর চাঁদের ১৮ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১২৯০ হিজরী রংপুর শহরে এশ্তেকাল করেন। তিনার মাজার রংপুর মুন্সী পারা কেরমতয়া জামে মছজিদে।
৬. তিনার খলিফা শায়েখ আল হাফিজ আহম্মদ ছিদ্দিকী জৌনপুরী (রঃ)। তিনি হজরত মওলানা কেরামত আলী ছিদ্দিকী সাহেবের মুরিদ ও জেষ্ঠপুত্র ছিলেন। তিনার মাজার ঢাকায়।
৫. তিনার খলিফা শায়েখ কুতুবে আলম হজরত মওঃ মোহাম্মদ আব্দুল আউয়াল ছিদ্দিকী জৌনপুরী (রঃ) তিনিও হজরত মওঃ কেরামত আলী ছিদ্দিকী সাহেবের কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন। তিনি এলমে শরীয়ত ও মারেফাতের জেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন। তিনার মাজার কলিকাতা মানিক তলায়।
৪. তিনার খলিফা শায়েখ হজরত মওঃ মোঃ আব্দুল বাতেন ছিদ্দিকী জৌনপুরী (রঃ), তিনি হজরত মওঃ মোহাম্মদ আব্দুল আউয়াল ছিদ্দিকী সাহেবের মুরিদ ও মেজপুত্র ছিলেন। তিনার মাজার ঢাকা গাপতলিতে।
৩. তিনার খলিফা শায়েখ হজরত মওঃ সৈয়দ মোহাম্মদ গালিব হোছেন ছিদ্দিকী জৌনপুরী ছিররাহুল আজিজ। তিনি হজরত মওঃ আব্দুল বাতেন ছিদ্দিকী সাহেবের মুরিদ ও বেটির ঘরে নাতি।
২. তিনার কম ভরীন খলিফা নালায়েক হযরত মওঃ সৈয়দ মোঃ ফুজায়েল ছিদ্দিকি জৌনপুরী

১.....

### তরীকপন্থী ডাই ও মা-বোনদের কতগুলি নছিহত

১. সর্বপ্রথমে পূর্ণ ছুন্নাতে পাবন্দ থাকিবেন ও জরুরাত পরিমানে দিনের এলেম অর্জন করিবেন।
২. শরীয়ত অনুযায়ী চলার জন্য আশ্রাণ চেষ্টা করিবেন। যে পীরের মধ্যে জাহেরী ও বাতেনী এলেম থাকিবে তাহার তাবেদারী করা (আদেশ মত চলা) সাধারণ মুছলমানের জন্য ওয়াজেব। তফছীরে আজিজি ১২৮ পৃঃ দ্রঃ।
৩. মনে রাখিবেন জাহেরী এলেমের ন্যায়-বাতেনী এলেম শিক্ষা করা প্রত্যেক নর-নারীর প্রতি ফরজ (এরশাদুতালেবীন, তফছেরী মাজহারী অছুলে ফিকাহ তালবীহ তৌজিহ দ্রঃ)।
৪. ইমাম মালেক (রঃ) বলেন- যে ব্যক্তি কেবল বাতেনী এলেম শিক্ষা করিল এবং জাহেরী (দিনের) এলেম শিক্ষা করিল না সে ব্যক্তি আকায়েদ খারাপ করিবার জন্য বেঈমান হইবে, আবার যে জাহেরী এলেম শিক্ষা করিল কিন্তু বাতেনী এলেম শিক্ষা করিলনা সে ব্যক্তি ফাছেক ও বদকার আলেম হইবে। যিনি উভয় এলেম শিক্ষা করিল তিনি খাঁটি মোহাক্কেক আলেম হইবে আশেয়াতুল লাম আত, মিরকাত দ্রঃ।
৫. স্বীয় পীরের প্রতি গভীর মোহাক্কত রাখিতে হইবে তবেই তো বাতেনী শিক্ষায় অধিক ফল দর্শাবে, পীরের সহিত সাক্ষাত করিতে রওয়ানা হইলে ৭০ হাজার আল্লাহর রহমতের ফেরেস্তা তাহার সঙ্গী হয়। তাহারা আল্লাহ পাকের দরবারে তাহার জন্য দোয়ায়ে মাগফিরাত কামনা করিতে থাকে। ইহা মিশকাত শরীফ হাদিছের দ্বারা প্রকাশ।
৬. সব সময়ের তরে পীরের আদব রক্ষা করিবেন। বেআদব আল্লাহর রহমত হইতে বঞ্চিত হইবে, সে ব্যক্তি কখনই আল্লাহর অলী হইতে পারবে না।
৭. ফরজ, ওয়াজেব ও ছুন্নাতে মোয়াক্কদা এবাদত নিয়মিত ভাবে পালন করিবেন, এবং নামাজের জামায়াত ত্যাগ করিবেন না। এগুলি আমল করিবার পর নফল এবাদত গুলি আমল করিতে ক্রটি করিবেন না।
৮. জানিয়া রাখিবেন বাতেনী ব্যাধি অর্থাৎ অন্তর ব্যাধি হইতে মুক্তি লাভের লক্ষণ এই যে, জাহেরী শরীয়তের আদেশ মত চলা।

৯. মা, আমেলাত, যথা অন্যের হক হকুল ও লেন দেন বিষয়ের প্রতি খিয়াল রাখিয়া চলা জরুরী কর্তব্য। ইহাকে অন্যান্য দীনদারী বিষয় হইতে গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রগণ্য মনে করিবেন।
১০. স্ত্রীলোক দিগকে পর্দা পুশিদায় রাখিবেন। পর্দা করা ফরজ তবে প্রয়োজনবোধে। যথা- ডাক্তার দেখাইতে বা ঘনিষ্ট আত্মীয় স্বজনের বাড়ীতে যাইতে হইলে বোর্খা বা চাদর পড়িধান করিয়া যাইতে পারিবেন। সঙ্গে নিজের লোক থাকিলে রিজার্ভ মটর বা রিক্সাতে যাইতে পারেন। মেয়েদের শিক্ষার জন্য পর্দা বিশিষ্ট মহিলা স্কুল বা মাদ্রাসা থেকে শিক্ষা দিবেন তবে যাইবার সময় চাদর বা বোর্খা ব্যবহার করিতে হইবে। দূর দেশে ওয়াজের মাহফীলে বাস বা লরীতে বেগানা লোকের মধ্যে ঠেলা ঠেলি করিয়া স্ত্রীলোকদের যাতায়াত করা নাজায়েজ। ইহা প্রয়োজনের মধ্যে নহে বরং খুবই বেইজ্জতি ও জঘন্য কার্য্য নিজেদের ইজ্জত নিজেরাই রক্ষা করিবেন।
১১. গান বাজনা শুনিবেনা, ছিনেমা, টকি যাত্রা ইত্যাদিতে যোগ দিবে না এই সমস্ত কাজ শরীয়তের বিধানে হারাম।
১২. কবর ছিজদা ও চুম্বন করিবেন না বা সেখানে হাজত, মান্নত, দিবেন না।
১৩. খাদ্য খাওয়ার সময় খুবই সতর্ক থাকিবেন। কারণ হারাম বস্তু অন্তরকে কুলষিত করে। হারাম ও মাখরুহ তাহরিমী কার্য্য হতে খুবই সতর্ক থাকিবেন।
১৪. ঠাট্টা, মস্কারি করিবেন না, বেশি বেশি হাসিবেন না। হাসিলে অন্তর কঠিন হইয়া যায়।
১৫. শরীয়তের আদেশও নিষেধের প্রতি খুবই খিয়াল রাখিবেন।
১৬. এবাদত বন্দেগীতে আলস্য করিবেন না। নফল এবাদতের মাধ্যম অবলম্বন করিবেন।
১৭. দুনিয়ার লোকদের সঙ্গে সংশ্রম হতে সতর্ক থাকিবেন।
১৮. বদ আলেম বেদাতী বেশরা পীর ফকির হতে হুশিয়ার থাকিবেন বরং আমলকারী হাক্কানী আলেম ও পীর গণের সঙ্গে লাভ করিবেন এবং তেনাদের অনুসরণ করিবেন।



১৯. বাতেনী এলেম শিক্ষার সময় কাশফ ও কারামত (অলৌকিক ঘটনা) প্রকাশ পাইবার আশা করিবেনা বরং আল্লাহ পাকের রেজামন্দি হাছেল করার উদ্দেশ্য এলেম হাছেল করিবেন।
২০. তরীক পন্থীগণ নিজের বাতেনী অবস্থা অন্যের নিকট প্রকাশ করিবেন না, তবে পীরের নিকট প্রকাশ করিতে পারেন।
২১. স্বীয় পীর সাহেব যাহা শিক্ষা দিবেন তাহা ঠিকমতে আমল করিবেন তবে ইতো উপকার পাইবেন।
২২. পীর অলি সাহেবানদের মাজার জিয়ারত করিবেন ও সাধারণ মোমিন মোসলমানের কবর জিয়ারত করিয়া ছোয়াব রেছানী করিবেন।
২৩. ছবর (ধর্য্য), শোকর (কৃতজ্ঞতা), তাওয়াক্কুল (আল্লাহর প্রতি নির্ভর করা), কানায়াত (অল্প তুষ্টি) ও নম্রতা এই সমস্ত গুণ আয়ত্তে আনা আর হিংসা, অহংকার, পরনিন্দা, লোভ-লালসা, কৃপণতা, মিথ্যা ও ফেরববাজী এই সমস্ত হারাম ও বদ অভ্যাস ত্যাগ করিলে তাহলে নিঃসন্দেহে আল্লাহর অলি হইতে পারিবেন।
২৪. অন্যের দোষ ত্রুটি গোপন রাখিবেন। অপরের দোষ ত্রুটির প্রতি নজর না রাখিয়া নিজের দোষ-ত্রুটির প্রতি বেশি নজর রাখিবেন।
২৫. মরণকে বেশি বেশী স্মরণ করিবেন, কারণ প্রত্যেক দিন ২০ বার মরণের কথা স্মরণ করিলে শহীদি দরজা লাভ করিবেন। প্রত্যেক দিন নিজের কার্যের হিসাব করিবেন যে ক'তটা নেক কার্য করিলাম আর ক'তটা বদ কার্য করিলাম। উহা নেক কার্যের দ্বারা ক্ষতিপূরণ করিবেন।
২৬. যদি কোন গুনাহের কার্য প্রকাশ পায় তখন সঙ্গে সঙ্গে তওবা কারিয়া নেক কার্যের দ্বারা উহা ক্ষতি পূরণ করিবেন।
২৭. হক্কা বিড়ি পান করা হইতে খুবই সতর্ক থাকিবেন উহা মাখরুহ তাহরিমী।
২৮. ফরজ ওয়াজেব ও ছুন্নাতে মোয়ক্কেদাহ ইত্যাদি ত্যাগ করিয়া সাংসারিক কার্যে লিপ্ত হওয়া অর্থাৎ এই পন্থায় দুনিয়া দারির করা নাজায়েজ। গতিকে ঐ সমস্ত কার্য অর্থাৎ, দিন দারি কাজ সমাধান করার পর সাংসারিক কাজ ছুন্নাতে তরিকায় যদি করা হয় তো ঐ সমস্ত কাম এবাদতের মধ্যে গণ্য হইবে, পয়গম্বর পীর অলীগণ সকলেই এবাদত ও সাংসারিক উভয় কাজ করিয়াছেন। তিনাদের ও স্ত্রী ও সন্তানাদি ছিল।

২৯. পুত্র কন্যা গণকে সর্বপ্রথম কোরান শরীফ শিক্ষা দিবেন, পরে অন্যান্য দীনের কিতাব শিক্ষা দিবেন অতঃপর শরীয়তের ভিতর থাকিয়া চাকুরী-বাকুরীর জন্য স্কুল-কলেজে শিক্ষা দিতে বা করিতে কোন দোষ নাই।
৩০. বিনা প্রয়োজনে বা দীনের বিনা উপকারার্থে কোন ধনীর সত্ত্ব লাভ করিবে না।
৩১. মুর্থ দরবেশ, মুর্থ আবেদ, (বে আমল) উহা দেয়কে বিশ্বাস করিবে না। এই জামানায় অনেক মানুষ দেখা যায় নামাজের পাবন্দি করেনা এবং কাপড় পড়িধানেও দেখা যায়- পায়ের গিরার নিচে পায়জামা বা লুঙ্গি ব্যবহার করে যাহা শরীয়তের ভিতরে নাই অথচ কতকগুলি অলৌকিক ঘটনা নজরে দেখা যায় ঐ সমস্ত পীরকে কোন সময়ের তরে বিশ্বাস করিবে না।
৩২. যত ধনী হওনা কেন গরীবের সহিত উঠা-বসা করিবেন।
৩৩. তোমরা আব্বাহর হইয়া যাও, আব্বাহ পাক তোমাদের হইয়া যাইবেন। তোমরা যদি চাও আব্বাহ আমাদের হউক তাহলে নিঃসন্দেহে আব্বাহর বন্দেগী কর।
৩৪. এটা দুনিয়ার বাজার। কিছুক্ষণ পরে এখানে কেহই থাকিবে না যেমন নাকি আমরা সবাই বাজার করি কিন্তু রাত্রি হইলে বাজার থেকে আমরা সবাই বাড়ীতে চলিয়া যাই, এখানে এমন বস্তু সংগ্রহ কর ভাই যাহাতে আখেরাতের বাজারে আমরা সবাই লাভবান হইতে পারি।
৩৫. কলেমা, নামাজ, রোজা, হজ্জ, জাকাত ইত্যাদি আব্বাহ পাক এরশাদ করিয়াছেন 'ইন্নাচ্ছালাতা তানহা আ-নিল কাহশায়ে অলমোনকার' অর্থাৎ প্রকৃত পক্ষে নামাজ যদি এহতেমামের সহিত আদায় করা হয় তাহলে এই নামাজ দ্বারা আমাদেরকে হেফাজতে রাখিবেন, নামাজ যদি নামাজের মত আদায় করা হয় তো ইনশা আব্বাহুল আজিজ আমরা সবাই লাভবান হইতে পারবো-(ইনশাআব্বাহ)।
৩৬. হজরত মাওঃ কাজী ছানা উল্লা পানী পখি (রঃ) এরশাদুত তালিবীন কিতাবে ১৪ পৃষ্ঠায় লেখিয়াছেন পীরের সহবতে থাকিয়া পীরের তালিম ও তাওয়াযুহ লইতে হইবে। কারণ পীরে কামেলের বিনা উছলায় খোদার পূর্ণ মাকচুদে পৌছাইতে খুবই কঠিন হয়।



৩৭. হজরত মাওঃ আশরাফ আলী খানবী (রঃ) সাহেবের তালেবুদ্দিন কিতাবে লেখিয়াছেন আল্লাহ তায়ালায় অভ্যাস এমনই প্রচলিত যে বিনা ওস্তাদে কেহ কোন দিন পূর্ণ মাকছুদে পৌছিতে পারেনা যখন এই রাস্তায় আসিবার তৌফিক আল্লাহ পাক কাকে দান করেন। তরিকতের ওস্তাদ (পীর) অনুসন্ধান করা অতি জরুরী হইয়া পরে। যাহার শিক্ষার প্রভাবে ও সঙ্গ লাভের বরকতে হাকিকী মাকছুদে অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালায় এরফানের মোকামে পৌছা যায়।
৪৮. মুরিদ গণের পীরের সঙ্গ লাভ অমূল্য বলিয়া মনে করিবে, সামান্য সময় পীরের দরবারে থাকা এক বছরের এবাদত হইতে উত্তম।
৩৯. হজরত বড় পীর কেবলা (রঃ) লেখিত কিতাব ফতুহুল গায়েবের টিকায় হজরত মওলানা আব্দুল হক মোহাদ্দেছ দেহলভী (রঃ) ৩৯৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, অর্থাৎ কোন এক পীরে কামেলের সঙ্গ লাভ ও তাহার খেদমত করা যথেষ্ট মনে করিবেন। সাত দুয়ারে ঘুরিয়া অস্থির হইয়া কোন লাভ নেই। এক দুয়ার ধর মজবুতের সহিত ধর, কোন এক কবি বলিয়াছেন তোমার একটি অন্তরের জন্য একটি দোস্তী যথেষ্ট।
৪০. আপন মুরশীদ যদি এন্তেকাল হইয়া যান তাহা হইলে যদি পীরের আওলাদের মধ্যে উপযুক্ততা থাকে তবে অতি সু-ভাগ্যবান মনে করিবেন, ও তাহার নিকট বায়াত হইবেন কারণ খেলাফত এই দুই সম্বন্ধ থাকা হেতু শীগ্রফল দর্শীয়া থাকে।
৪১. হজরত বড় পীর (রঃ) সাহেব ফতহুল গায়ের কিতাব ৩৯৮ পৃষ্ঠায় লেখিয়াছেন তরিকত ও তলবে হকের পথে তোমার জন্য কোন এক দরবেশের সঙ্গ লাভ যে কোন অলীর খেদমতই যথেষ্ট।
৪২. ছাহাবাগণ যেমন আমার দয়ার নবী (ছাঃ) এর খেদমত বা তাবেদারী করিয়াছেন তদ্রূপ নায়েবে নবী পীরের খেদমত ও তাবেদারী করা অতি জরুরী হইবে। এই হেতু মোজাদ্দেদী আলফেছানী (রঃ) মকতুবাতে ৭৭ পৃষ্ঠায় লেখিয়াছেন যদি কেহ কামেল পীরের আশ্রয় গ্রহণে সমর্থ হয় তবে যে রকম মৃত লাশ ধৌত করিয়া পীরের সামনে রাখা হয় কামেল পীরের দরবারে থাকাও তদ্রূপ।
৪৩. হজরত মওলানা রুমী (রঃ) মছনবী শরীফে বর্ণনা করিয়াছেন যে আমি মওলানা রুমী হইতে পারতামনা যদি হজরত সামছুদ্দীন তিবরিজী (রঃ) এর গোলামী না করিতাম।



৪৪. মালফুজাতে খাজা গানে চিত্ত গল্প ২-১১৩ পৃষ্ঠায় লেখিত আছে যে একদা কোন এক দরবেশ হজরত কুতুবউদ্দীন বখতিয়ারী কাকী (রাঃ) কে কেহ জিজ্ঞাসা করিলেন পীরের হুকুমুরীদের প্রতি কি কি? উত্তরে বলিলেন যদি পীরকে মাথায় রাখিয়া সারাটি জীবন চলে যায় তবুও তাহার হুকুম আদায় হইবে না, হে দরবেশ জানিয়া রাখ পীরের হুকুম আমার নবী (রাঃ) এর হুকুমের ন্যায় ভাবতে হবে।
৪৫. এরশাদুত তালেবিন কিতাবে ১৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, পীরের সহিত বেদবী করা হারাম, ইহার দ্বারা তরিকতের উন্নতির পথ বন্ধ হইয়া যায়।
৪৬. হজরত মওঃ রুমী (রাঃ) মছনবী শরীফে বলিয়াছেন বেয়াদব আল্লাহর রহমত হইতে বঞ্চিত।
৪৭. হজরত মওঃ রুমী (রাঃ) বলিয়াছেন অর্থাৎ বাজে কথা ছাড়িয়া দাও ভাবাপন্ন মানুষ হও, যদি এই রূপ হইতে চাও তবে অলীয়ে কামেলের দরবারে যাইয়া নিজেকে বিলিন করিয়া দাও।
৪৮. হজরত মওলানা কাজী ছানা উল্লা পানী পথী (রাঃ) এরশাদুত তালেবিন ১৭ পৃষ্ঠায় লেখিয়াছেন এই যে রূপ পীরের মোহাক্কত করা ফরজ হইবে কারণ নায়েবে নবী (ছাঃ) এর মোহাক্কত আল্লাহ ও রছুলের দিকে ধাবিত করে।
৪৯. হজরত মোজাদ্দের আলফেছানী (রাঃ) মাকতুবা কিতাবের প্রথম খণ্ডের ১৮৭ পৃষ্ঠায় লেখিয়াছেন ও ২য় খণ্ডের ৪১ পৃষ্ঠায় লেখিয়াছেন ঐ সময় পীর ও মুরীদের মধ্যে গাঢ় সম্বন্ধ স্থাপিত হয় যখন বিনা চেষ্টায় মুরীদের অন্তরে পীরের ভাল বাসা ও মোহাক্কত আপনা আপনি প্রকাশ পাইতে থাকে।
৫০. পীরের সর্বপ্রকার আদবের খেয়াল রাখিতে হইবে এমন কি পীরের বাড়ীর দিকে পা ফেলিয়া না শোয়াও খুব ভাল। কারণ হজরত ইমাম আজম আবু হানিফা (রাঃ) তাহার ওস্তাদ গণের বাড়ীর দিকে পা রাখিয়া কোনো তিন শয়ন করিতেন না। হজরত ইমাম আজম (রাঃ) এর ইতিহাসে পাওয়া যায় যে তাহার ওস্তাদ গণের আদব রক্ষার জন্য জীবনে কোন দিন ইমাম সাহেব পা ফেলিয়া শয়ন করিতেন না।
৫১. অপ্রয়োজনীয় দুনিয়ার জঞ্জাল বাড়াইবেন না এই পন্থায় নিজের দিনদারী প্রতি ক্ষতি হবে। কারণ (শরীয়তের বাহিরে) দুনিয়ার মোহাক্কতে মগ্ন হওয়া আখেরাত ধ্বংসের লক্ষণ।

৫২. (কোন ব্যক্তির) ফরজ কার্যের প্রতি অমনযোগীতা থাকিলে বুঝিতে হইবে যে তাহার অন্তরে আল্লাহ পাকের মোহাব্বত নাই। সেই রূপ ছন্নত কার্যের প্রতি অমনযোগীতা হইলে বুঝিতে হইবে তাহার রাছুলে পাক (ছাঃ) প্রতি মোহাব্বত নাই। শুধু কথায় নয়, কার্যের মাধ্যমে মোহাব্বত দেখাইতে হইবে।
৫৩. নভেল, নাটক ইত্যাদি বাজে পুস্তকাদি পড়িয়া সময় নষ্ট করা নাজায়েজ কার্য। মাসআলা মাসায়েলের কিতাব পড়িবেন। ইহাতে দ্বিনী বিষয়ে জ্ঞান লাভ হইবে এবং আখেরাতের উপকার হইবে।
৫৪. বদ বখতের লক্ষণ এই যে ওনাহের কার্যে লিপ্ত থাকিয়া আল্লাহ পাকের দরবারে মকবুল হইবার আশা করা মুখামি কার্য।
৫৫. ভাই ভায়ের মধ্যে সাংসারিক কোন বিষয় লইয়া মতভেদ দেখা দিলে সঙ্গে সঙ্গে আপোষে মীমাংসা করিয়া নিবেন। বাহিরে বা অন্যকে ডাকিয়া মীমাংসা করা বরং ইহাতে নিজেদের ইজ্জতের হানি হবে।
৫৬. স্বীয় পীরের আওলাদ গণের প্রতি যথা সাধ্য শ্রদ্ধা, ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করিবেন।
৫৭. ঐ ব্যক্তি ভয়ানক বেকুফ যে, আল্লাহ এবং হজুর (ছাঃ) এরপর ইমান আনিয়াছে কিন্তু আল্লাহ ও হজুর (ছাঃ) এর আদেশ মত চলে না।
৫৮. তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি উত্তম, যাহাদের কথা শুনিলে দ্বিনের এলেমের উন্নতি হয় এবং যাহাদের আমল সমূহ দেখিলে আখেরাতের কথা স্বরণ আসিয়া যায় প্রকৃত পক্ষে সেই ব্যক্তি আল্লাহ পাকের অলী।
৫৯. কাহারও উপর কোন মুছলমান ভাইয়ের পার্থিব হক থাকিলে তাহা মাফ চাহিয়া লওয়া দরকার, অন্যথায় কিয়ামতের দিবস ঐরূপ হকের আন্দাজ পরিমাণে নেকি কাড়িয়া হকদারকে দেওয়া হইবে।
৬০. তোমরা কি দেখনা আল্লাহ পাক তোমাকে বিপদ আপদে লিপ্ত করেন ইহার কারণ যাহাতে অতি তাড়াতাড়ি তোমরা তওবা কর।
৬১. যে সমস্ত মুরীদ জিকিরের মজলিস কায়েম করিবার এজাজত প্রাপ্ত হয়নি তাহারা মা আমেলাত এবং অন্যান্য দ্বীনদারী বিষয় সমূহের প্রতি খুবই লক্ষ্য রাখিয়া চলিবেন, আর যাহারা ঐ সকল বিষয়ে খিয়াল করিবেনা তাহাদের সংশ্রয় হইতে দূরে থাকিবেন।

৬২. বিবাহের পণ নিবেন না পনের টাকা দ্বারা কোন ব্যক্তিকে দাওয়াত করিবেনা এই রূপ দাওয়াত খাওয়াহারাম। এবং পণ গ্রহণ করাও হারাম।
৬৩. হিন্দুদের পূজা পার্বোনে মেলা-তিহারী ও গান বাজনার স্থানে যাইবেনা ও কোথায় কোনপ্রকার সাহায্য করিবেনা ইহা কঠিন হারাম ও শক্ত ওনাহের কার্য্য।
৬৪. কেহ দাড়ী মুণ্ডন করিবেনা এক মুষ্টির কম হয় ঐ পরিমান খাট করিবেনা (উহা হারাম) মাথার চুল ওলি ফ্রাগ কাটটেরী বা ঢাকাইয়া ছাট ছাটিবেন না। কাছা দিয়া কাপড় পরিধান করিবেন না। কোট প্যান্ট, নেকটাই ইত্যাদি বিজাতীয় দিগের বিশিষ্ট পোশাক ব্যবহার করিবেন না। ছুন্নতি পোশাক পড়িবেন, খালী মাথায় থাকিবেন না, গোল টুপী, পাগড়ী, লুঙ্গী, পায়জামা ও কোরতা ব্যবহার করিবেন। আচকান, চোগা বা অন্যান্য পোশাক পরিধান করা জায়েজ আছে। তবে লম্বা পিরহান ও গোল টুপী পড়া ছুন্নত।
৬৫. ছওয়াব রেছানী করিয়া কেহ কিছু চাহিয়া নিবেন না উহা হারাম তবে যদি কেহ লিহ্যাহে মৃতের জন্য খতম পড়ে আর স্বেচ্ছায় তাহাকে কিছু দেওয়া হয় সে ক্ষেত্রে নেওয়া ও দেওয়া উভয়েই জায়েজ আছে।
৬৬. যদি কোন ব্যক্তি দুনিয়া এবং আখেরাতের শান্তির আশা প্রকাশ করে তবে বন্ধু দিকের প্রতি অনুগ্রহ করবেন, এবং শত্রু দিকের সহিত সদ ব্যবহার করিবেন।
৬৭. এ আমার ইসলাম দরদী ভাই ও মা বোনদের কাছে অনুরোধ এই যে আপনারা সবাই স্বরণ রাখিবেন পীর মুর্শিদ বা তাছউফ পন্থি যিনারা আছেন, আল্লাহ পাকের জরুরী আদেশ যেমন নামাজের দিকে ওরুতুর ভাবে পালন করা বা রোজা, হজ, জাকাত ইত্যাদি একাগ্রতায় পালন করা। কারণ বহু দরপের মানুষ আল্লাহ যাদের নামাজ রোজা এবং অন্যান্য আল্লাহ পাকের যে সমস্ত আদেশ সেই সমস্ত আদেশের বিরোধী চলে, গতিকে নামাজ রোজার বাহিরে কোন ধরনের তরিকা নাই বরং তাহাকে ভগামি ছাড়া আর কিছুই নয়।

### পুরুষের জন্য দায়েমী ছুন্নাত ১০টি

যথা : ১. মাথার চুল তিন তরিকার এক তরিকায় রাখা। (ক) ঘারের গিঠি পর্য্যন্ত (খ) দুই কানের লতি পর্য্যন্ত। (গ) চুল এমনি ভাবে রাখা হয় যাতে চুল হাতের আঙ্গুলীর দ্বারা ধরা যায় না।



২. মাথায় টুপী রাখা ৩. দন্তন মেছায়াক করা। ৪. গৌফ খাটো রাখা। ৫. দারি কম করেও চারি আঙ্গুলী লম্বা রাখা। ৬. ছতর ঢাকা। ৭. বোগলের লোম ৪০ দিনের ভিতরে কাটিয়া ফেলা। ৮. নাতীর নিছের লোম ৪০ দিনের ভিতরে কাটিয়া ফেলা। ৯. হাতের ও পায়ের নখ ৭ দিন পর কাটা। ১০. পেশাব পায়খানায় টিলা কুলুব ব্যবহার করা।

### মহিলাদের দায়েমী ছুন্নাত ৮টি

যথা : ১. মাথার কেশ লম্বা রাখা। ২. মাথায় উরনী রাখা। ৩. দাঁত মেছায়াক করা। ৪. ছতর ঢাকা। ৫. বোগলের লোম ৪০ দিনের ভিতরে কাটা। ৬. নাতীর নিছের লোম ৪০ দিনের ভিতরে কাটা। ৭. হাত ও পায়ের নখ ৭ দিন পর কাটা। ৮. টিলা ব্যবহার করা।

প্রকাশ থাকে যে, হাতের নখ বা পায়ের নখ কাটা বুজুর্গানে দিন কত তলি নিয়ম নিম্নে দিওয়া হল :

হাতের নখ কাটার নিয়ম : প্রথমে ডানি হাতের সাহাদত আঙ্গুল হইতে কনিষ্ঠ আঙ্গুল তক তার পরে বাম হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুল হইতে বৃদ্ধা আঙ্গুল সহ কাটিবে এবং শেষে ডাইন হাতের বৃদ্ধা আঙ্গুলের নক কাটিবে।

পায়ের নক কাটার নিয়ম : প্রথম ডান পায়ের কনিষ্ঠ আঙ্গুল হইতে বৃদ্ধা আঙ্গুল সহ কাটিবে ও বাম পায়ের কনিষ্ঠ আঙ্গুল হইতে বৃদ্ধা আঙ্গুল সহ নক কাটিবে। মনে রাখিবেন যে কাটা নখ গুলো মাটির নিচে পুতিয়া রাখিবে।

### পুরুষদের দায়েমী ফরজ ৪টি

যথা : ১. সদা সর্বদা ঈমানকে মজবুত রাখা। ২. নাতী হইতে হাটুর নিম্ন ভাগ পর্যন্ত ঢাকা রাখা। ৩. হালাল রুজী আশ্বেষণ করা। ৪. নিজের স্ত্রীকে পর্দায় রাখা।

### মহিলাদের দায়েমী ফরজ ৫টি

যথা : ১. সর্বদা ঈমানের সহিত থাকা। ২. পর্দায় থাকা। ৩. সর্ব শরীর ঢেকে রাখা। ৪. স্বামীর কথা মেনে চলা। ৫. ছোট শব্দে কথা বলা।

## অধ্যায়-৬ জামাআতের সময় ইমাম ও মুসল্লীগণ কখন দাঁড়াবেন?

বাংলাদেশের কোন কোন মসজিদের ইমাম ও মুয়াজ্জিনকে ইকামতের পূর্বে এই ঘোষণা দিতে তুনা যায়- আপনারা দাঁড়িয়ে কাতার সোজা করুন। মোক্তাদীগণকে দাঁড় করিয়ে তারপর ইকামত শুরু করা হয়। হানাফী মাযহাব মতে কখন দাঁড়াতে হবে তা অনেক ইমাম এবং মুয়াজ্জিন জানেন না। শুধু দেখাদেখি আমল করেন। এটা ঠিক নয়। ইকামতের সময় কখন ইমাম ও মুসল্লীগণের দাঁড়ানো সুন্নত- সে সম্পর্কে নিম্নে হানাফী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য ফিকাহ ও ফতোয়ার ইবারত পেশ করা হলো। আল্লাহ সঠিক আমল করার তৌফিক দিন।

**দলিল সমূহ-**

১. আইনী শরহে বুখারীতে উল্লেখ আছে-

অর্থঃ : ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) ও তার শাগরীদ ইমাম মোহাম্মদ (রহঃ) বলেছেন- যখন মুয়াজ্জিন “হাইয়া আলাহু ছালাহ” বলবে তখন মুসল্লীগণ দাঁড়াবেন।

২. ফতহুল বারী শরহে বুখারীতে উল্লেখ আছে-

অর্থঃ : ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে- যখন মুয়াজ্জিন “হাইয়া আলাহু ফালাহ” বলবে, তখন মসল্লীগণ দাঁড়াবেন।

৩. আল্লামা নবভী (রহঃ) শরহে মুসলিম এর মধ্যে উল্লেখ করেছেন-

অর্থঃ : ইমাম আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু আনহু' এবং কুফার ফকিহগণ বলেছেন যখন মুয়াজ্জিন “হাইয়া আলাহু ছালাহ” বলবে তখন মুসল্লীগণ দাঁড়াবেন।

৪. আউনুল মা'বুদ শরহে আবু দাউদ-এ উল্লেখ আছে-

অর্থঃ : ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) হতে বর্ণিত যখন মুয়াজ্জিন “হাইয়া আলাহু ফালাহ” বলবে তখন মুসল্লী দাঁড়াবেন।



বিঃ দ্রঃ উপরে দুইটি পদ্ধতি ইমাম আবু হানিফা থেকে বর্ণিত হয়েছে। দুইটি বর্ণনায় “হাইয়া আলাল ফালাহ” উল্লেখ করা হয়েছে উক্ত বর্ণনার ফয়সালা বা সমন্বয় মুফতীগণ এভাবে করেছেন “হাইয়া আলাহ ছালাহ বলার সময় দাঁড়ানো শুরু করবে এবং হাইয়া আলাল ফালাহ বলার সময় পূর্ণভাবে দাঁড়াবে।”।

৫. তাহতাত্তী আলা মারাকিল ফালাহ তে উল্লেখ আছে-

অর্থাৎ : যখন মুয়াজ্জিন ইকামত শুরু করবে, এমন সময় যদি কোন মুসল্লী মসজিদে প্রবেশ করে তা হলে তাকে বসে যেতে হবে। দাঁড়িয়ে (হাইয়া আলাহ ছালাহ বা ফালাহ পর্যন্ত) অপেক্ষা করতে পারবে না কেননা উহা মাকরুহ। আল্লামা কাহাস্তানীরা মুজমিরাত গ্রন্থে এরূপই বর্ণিত আছে। তাহতাত্তী প্রণেতা বলেন কাহাস্তানীর ইবারতের দ্বারা বুঝা গেল- ইকামতের শুরুতে দাঁড়িয়ে যাওয়া মাকরুহে তাহরীমী কিন্তু লোকেরা এ সম্পর্কে খুবই গাফেল। (উল্লেখ্য যে, আল্লামা তাহতাত্তীর যুগের লোকেরাও এ সম্পর্কে গাফলতি করে একটি মারাত্মক মাকরুহ কাজে লিপ্ত ছিল। বর্তমান কালে এরূপ করা কোন নতুন বিষয় নয়। আমাদের বিপরীত চিন্তার লোকেরা ভারতে জন্ম লাভ করার পূর্বে ফতোয়ায়ে আলমগীরী রচিত হয়েছে। বাদশাহ আলমগীর ৭০০ বিজ্ঞ আলেম দিয়ে তৎকালীন ষোল লক্ষ টাকা ব্যয় করে উক্ত ফতোয়া রচনা করেছেন যাদের মধ্যে শাহ আবদুর রহিম দেহলভী (রহঃ) অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তখন দেওবন্দ মাদ্রাসা ছিল না। উক্ত ফতোয়ায় মুসল্লীগণের দাঁড়ানোর একটি মাত্র পদ্ধতিই বর্ণনা করা হয়েছে তা হলো “হাইয়া আলাল ফালাহ”তে দাঁড়ানো শেষ করা। নিম্নে আলমগীরী ইবারত দেখুন)।

৬. আলমগীরীতে উল্লেখ আছে-

অর্থাৎ : ইকামতের সময় কোন মুসল্লীগ মসজিদে প্রবেশ করলে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করা মাকরুহ বরং সে বসে যাবে। মুয়াজ্জিন যখন “হাইয়া আলাল ফালাহ” বলবে তখন সে পূর্ণভাবে দাঁড়াবে। মুজমিরাত গ্রন্থে এরূপ ফতোয়াই উল্লেখ করা হয়েছে। অনুরূপভাবে ইমাম ও মুসল্লীগণ একসাথে মুয়াজ্জিনের “হাইয়া আলাল ফালাহ” বলার সময় দাঁড়াবে যদি তারা ইকামতের পূর্ব হতেই মসজিদে বসা থাকেন। হানাফী মাযহাবের প্রথম তিন ইমাম আবু ইউসুফের ইহা ঐক্যমত। ফতোয়ার নীতিমালা অনুযায়ী ইহাকে বিস্তৃত সহীহ বা একমাত্র গ্রহণযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য ফতোয়া বলা হয় (ফতোয়া আলমগীরী ১ম খণ্ড ৫৭পৃঃ)



### অন্য তিন মাযহাবের মতামত

১. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) এর মতামত সম্পর্কে ইমাম নবভী শরহে মুসলিম এ বলেন-

অর্থঃ : রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খাদেম হযরত আনাছ রাদিয়াল্লাহু আনহু ইকামতের সময় তখন দাঁড়াবেন যখন মুয়াজ্জিন বলতেন ক্বাদ ক্বামাতিছ ছালাহ। ইহাই ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের অভিমত।

২. আল্লামা আইনী শরহে বুখারীতে ইমাম আহমদের অভিমত এভাবে উল্লেখ করেছেন-

অর্থঃ : ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) এই অভিমত দিয়েছেন যে, যখন মুয়াজ্জিন বলবে “ক্বাদ ক্বামাতিছ ছালাহ” তখন ইমাম দাঁড়াবে।

৩. ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) এর অভিমত সম্পর্কে আল্লামা কাস্তুলানী বলেন-

অর্থঃ : নামাযের জামাআতে দাঁড়ানোর সময়ের ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। ইমাম শাফেয়ী এবং অধিকাংশ উলামাগণের মতে ইকামত সমাপ্ত হওয়ার পর ইমাম ও মুসল্লীগণ দাঁড়াবে। হানাফী মাযহাবের ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) তাঁর পৃথক একটি মতে ইমাম শাফেয়ীর ন্যায় অভিমত দিয়েছেন।

৪. ইমাম মালেক (রহঃ) এর অভিমত সম্পর্কে আউনুল মা'বুদ শরহে আবু দাউদ এবং ফতহুল বারী শরহে বুখারী গ্রন্থদ্বয়ে উল্লেখ রয়েছে-

অর্থঃ : ইমাম মালেক (রহঃ) বলেছেন- নামাযের ইকামতের কোন পর্যায়ে মুসল্লীগণকে দাঁড়াতে হবে- এ সম্পর্কে আমি কোন চূড়ান্ত হাদীছ এ পর্যন্ত পাইনি। তবে আমি মুসল্লীগণের শারিরীক শক্তির উপর দাঁড়ানোর। বিষয়টি ন্যস্ত করছি। কেননা, মুসল্লীদের মধ্যে কেউ আছেন শারিরীকভাবে দুর্বল এবং কেউ আছেন হালকা পাতলা। তবে অধিকাংশ আলেমগণ (মালেকী) অভিমত দিয়েছেন যে, ইকামত শেষ না হওয়া পর্যন্ত ইমাম ও মুসল্লীগণ দাঁড়াবে না।

বিঃ দ্রঃ ইমাম মালেক (রহঃ) কর্তৃক পরিষ্কারভাবে দাঁড়ানোর সীমারেখা না দেয়ার কারণ হলো- এ সম্পর্কিত কোন চূড়ান্ত হাদীস তাঁর নিকট তখনও পৌঁছেনি। তাই তিনি সুনির্দিষ্টভাবে সীমারেখা না দিয়ে মুসল্লীদের শারিরীক অবস্থার উপর ন্যস্ত করেছেন। কিন্তু মালেকী মাযহাবের উল্লেখযোগ্য একজন ইমাম আল্লামা যোরকানী শরহে মোয়াত্তা ইমাম মারেক-এর মধ্যে উল্লেখ

করেছেন যে, অধিকাংশ মালেকী উলামা ও ফতোয়া বিশারদগণের মতে ইকামত শেষ না হওয়া পর্যন্ত ইমাম ও মুসল্লীগণ বসে থাকবেন।

## পর্যালোচনা

চার মাযহাবের মতামত পর্যালোচনা করলে দেখা যায়—

১. হানাফী মাযহাব মতে “হাইয়া আলাহ্ ছালাহ্” বা “হাইয়া আলাল ফালাহ্” বলার সময় ইমাম ও মুসল্লীগণের দাঁড়ানো সুন্নাত। এর পূর্বে দাঁড়ানো-মাকরুহ।

২. হাম্বলী মাযহাব মতে “কাদকামাতিছ্ ছালাহ্”—এর সময় দাঁড়ানো সুন্নাত।

৩. শাফেয়ী মাযহাব মতে ইকামত শেষ হওয়ার পর দাঁড়ানো সুন্নাত।

৪. মালেকী মাযহাব মতে শারীরিক শক্তিভেদে ইকামত সমাপ্তির পর দাঁড়ানো সুন্নত। অথবা ইকামত শেষ হলে দাঁড়ানো সুন্নাত। কোন মাযহাব মতেই ইকামত শুরু পূর্বে বা হাইয়া আলাহ্ ছালাহ্-এর পূর্বে দাঁড়িয়ে থাকার কোন প্রমাণ বা বিধান নেই। যারা কাতার সোজা করার দোহাই দিয়ে মুসল্লীদেরকে পূর্বে দাঁড় করিয়ে রাখেন— তাদেরকে সুন্নাত তরকের দায়দায়িত্ব নিতে হবে। অপর দিকে যারা লোপ পেয়ে যাওয়া এই সুন্নাতকে পুনর্জীবিত করবেন— তারা একশত শহীদদের সাওয়ার পাবেন।

## কাতার কখন সোজা করবেন?

কাতার সোজা করা ওয়াজিব। ওয়াজিব কখন আদায় করবেন? এর দুটি পদ্ধতি আছে।

একঃ হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কাতার সোজা করতেন ইকামতের পরে। তিনি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দিয়ে কাতার সোজা করে তারপর তাহরীমা বাঁধতেন (মিশকাত)। মদিনা শরীফের মসজিদে নববীতে এই প্রথাই বর্তমানে চালু আছে।

দুইঃ বর্তমানে প্রায় সকল মসজিদেই কাতার চিহ্ন দেয়া থাকে। কোন গাফেল মুসল্লী যদি কাতার ভঙ্গ করে বসে থাকেন— তাহলে ইমাম সাহেব ইকামতের পূর্বে সকল মুসল্লীকে দাঁড় করিয়ে কাতার সোজা করে বসিয়ে দিয়ে মুয়াজ্জিনকে ইকামতের নির্দেশ দিলে ওয়াজিব এবং সুন্নাত উভয়টিই পারন করা সহজ হয়।

এটা ইমামের সতর্কতার উপর নির্ভরশীল। তিনি জেনে শুনে মুসল্লীগণকে দিয়ে মাকরুহ কাজ করালে সেজন্য তিনিই দায়ী থাকবে।

### চার তরিকা মিলিয়া মোনাজাত করা

আব্বাহুদা আমিন ইয়া রক্বুল আলামিন, রাব্বানা জালামনা আন ফোহানা ওয়া ইল্লাম তাগফির লানা ওয়া তারহামনা লানা কু-নান্না মিনাল খাছিরিন, ইয়া রক্বুল আলামিন। আমি যে ফাতেহা শরীফ তেলাওত করিয়াছি এর ভিতরে যাহা কিছু ভুল ত্রুটি হইয়াছে সমস্ত ভুল ত্রুটি মার্জনা করিয়া এর ছোয়াব আমার হাবিবে দোজাহান তাজদারে মদিনা ছোরোয়ারে কায়নাত আকায়ে নামদার হজরত মোহাম্মদ মস্তফা আহম্মদ মুজতবা (ছাঃ) এর পাক রওজায় মদিনা মানোয়ারায় পৌছাইয়া দেও মাওলা, ইয়া রক্বুল আলামিন আমিরুল মো'মেনিন খোলাফায়ে রাশেদিন ঘনিকে জিন্দা করার জন্য বিবিদেরকে বিধবা করেছেন, ছেলে মেয়েদেরকে এতিম করেছেন জঙ্গে অহুদে, জঙ্গে তাবুকে, জঙ্গে খন্দকে, জঙ্গে বদরে, জঙ্গে খয়বরে, জঙ্গে কারবালায়, যত দেশ-বিদেশে দিনেকে জিন্দা করার জন্য নিজেদের জীবনকে আব্বাহু পাকের রেজা মন্দি হাছেল করার জন্য কুরানী করিয়াছেন, তেনাদের আরওয়া পাকে এই ছোয়াব নজর পৌছাইয়া দেও মাওলা, ইয়া রক্বুল আলামিন হজুরে পাক (ছাঃ) এর নিছবাতের চার তরিকার চিশ্তীয়া, কাদেরীয়া, নব্বাবন্দীয়া, মোজাদ্দেদীয়া এই চার তরিকার যত গাউছ কুতুব অলীয়ে আবদাল ও মুরশীদ গণ ওজরীয়া গিয়াছেন তিনাদের আরওয়া পাকে এই ছোয়াব নজর পৌছাইয়া দেও মাওলা।

ইয়া রক্বুল আলামিন আদি পিতা হজরত বাবা আদম (আঃ) থেকে আজ পর্যন্ত এক লক্ষ্য চব্বিশ হাজার মতান্তরে দুই লক্ষ্য চব্বিশ হাজার পয়গম্বর (ছাঃ) গণ ওজরীয়া গিয়াছেন তিনাদের নিজবাতে যত ছালেহিন গণ, যত ছিদ্দিক গণ, যত শহীদ গণ, যত মোমিন ও মোসলমান আজ পর্যন্ত ওজরীয়া গিয়াছেন তিনাদের আরওয়া পাকে এই ছোয়াব নজর পৌছাইয়া দেও মাওলা, ইয়া রক্বুল আলামিন খাচ করিয়া আমার বাবা-মা, দাদা-দাদী, নানা-নানী, শশুর-শশুরী, ভাই-বোন আর যত আত্মীয় স্বজন আজ পর্যন্ত এন্তেকাল করিয়াছেন ইয়া আব্বাহু মেহের বাণী করিয়া তেনাদের কবর জান্নাতের বাগিছা বানাইয়া দাও মাওলা।

ইয়া রক্বুল আলামিন আমার জন্মদাতা বাবা-মাকে জান্নাতুল ফেরদাউছ নছিব কর মাওলা, ইয়া আব্বাহু খাচ করিয়া আমার জন্মদাতা বাবা-মাকে জান্নাতুল ফেরদাউছ নছিব কর মাওলা, ইয়া রক্বুল আলামিন খাচ করিয়া হজুর পাক (ছাঃ)



এর কালব থেকে রুহানী তায়াজ্জুহ ও জিয়ারত ও মোহাক্কতের ফায়েজ দিয়া আমার কালব জিকরে জিন্দা করে দেও মাওলা, ইয়া আল্লাহ আমার কালবের ভিতরে এলমে লাদুনী দান কর মাওলা, ইয়া আল্লাহ কালবের ভিতরে এলমে লাদুনী দান কর মাওলা, ইয়া আল্লাহ আমার জবানকে সব সময়ের তরে জিকরে তরুতাজা করে দেও মাওলা, ইয়া রক্বুল আলামিন আমাকে তোমার আশেকনি বানায়া দেও মাওলা, ইয়া আল্লাহ আমাকে তোমার আশেকীন বানাইয়া দেও মাওলা, ইয়া রক্বুল আলামিন তুমিতো দাতা ইয়া আল্লাহ তুমিতো দয়ালু ইয়া আল্লাহ তুমিতো মেহেরবান ইয়া আল্লাহ তোমার এই নাম সমূহের জরিওতে এবং আমার গুনার দিকে লক্ষ্য না করে তোমার রহমতের দিকে রক্ষ্য করে আমার তামাম জিন্দগীর গুনা খাতা মাফ করিয়া দেও মাওলা, ইয়া আল্লাহ যতদিন আমাকে এই দুনিয়াতে রাখ ততদিন পর্যন্ত আমাকে ইমানের সঙ্গে রাখো, যখন তুমি আমাকে এই জগত থেকে চির বিদায় করে নেও মাওলা।

তোমার দ্বীনের কাজ করতে করতে তোমার নাম জপতে জপতে তোমার হাবিব পাকের চাঁদ মুখের দিদার দেখতে দেখতে আখেরী কালেমায়ে তৈয়েবা লা-ইলাহা ইল্লাহ মোহাম্মাদুর রাছুলুল্লাহ নাম জপতে জপতে এই নশ্বর জগত থেকে চির বিদায় করে নেও মাওলা, ইয়া রক্বুল আলামিন যতদিন পর্যন্ত হজুর পাক (ছাঃ) এর নুরানী চেহেরা মোবারক সপুযোগে দর্শন না করা পর্যন্ত আমাকে অন্ধকার কবরে শোয়াইওনা মাওলা, ইয়া আল্লাহ যত দিন পর্যন্ত তোমার বায়তুল্লাহর ঘর এবং হজুরে পাক (ছাঃ) এর রওজা শরীফ, জিয়ারত না করা পর্যন্ত আমাকে মৃত্যুবরণ করিওনা মাওলা, রাক্বির হাম হুমা কামা রক্বাইয়ানী ছগিরা, রাক্বির হাম হুমা কামা রক্বাইয়ানী ছগিরা, আল্লাহুমা তাহযীর কালবী আন গাইরিকা ওয়া নাওবির কালব বিনুরে মারিফাতেকা, আবাদান, আবাদন, ইয়া আল্লাহ, ইয়া আল্লাহ, ইয়া আল্লাহ, ছাল্লাল্লাহু আলা খায়রি খালকিহী ওয়া নুরি আরশিহী মোহাম্মাদিও ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি আজমায়িন বে রহমাতিকা ইয়া আর হামার রাহিমী। ছোবহানা রক্বিকা রক্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াছফুন ওয়া ছালামন আলাল মোরছালিন অলহামদুলিল্লাহি রক্বিল আলামিন। ছুম্মা আমিন। আমিন আমিন বাহাক্কে লা-ইলাকা ইল্লাল্লাহ মোহাম্মদুর রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)।





website : [www.islamiclife.wapsite.me](http://www.islamiclife.wapsite.me)  
[www.sunnahislamiclife.tk](http://www.sunnahislamiclife.tk)  
email : [smfuzail@rediffmail.com](mailto:smfuzail@rediffmail.com)